জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া
ড. সুকোমল বড়ুয়া
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া
গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

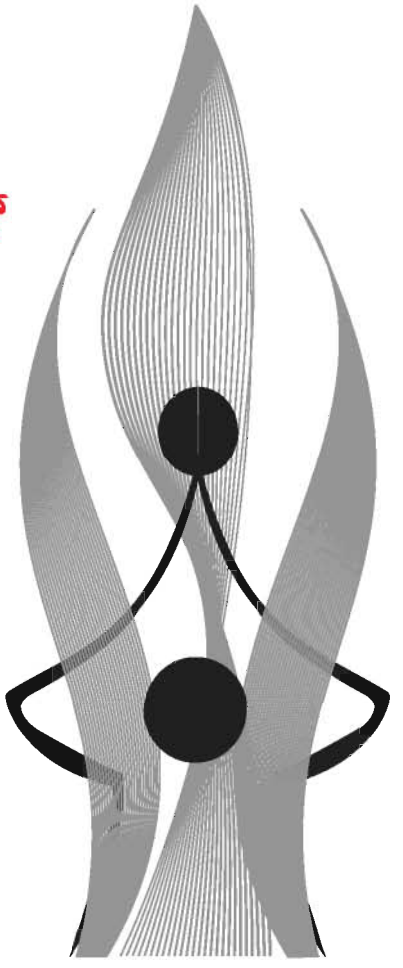

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

আব্দুল মোমেন মিল্টন

সমন্বয়কারী

আবু সালেক খান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই তবে শিক্ষকের জন্য রয়েছে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে/সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ বিভাজন করা হয়েছে।

- বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পাঠ শিক্ষার্থীদের বয়স ও জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে রচনা করা হয়েছে।
- শিক্ষক কোমলমতি শিশুদের পাঠদান ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে বাস্তবভিত্তিক এবং জীবন-ঘনিষ্ট করার বিষয়টি সর্বদা বিবেচনায় রাখবেন।
- শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দুই-তিন জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
- পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- পাঠদান আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন প্রয়োজনে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন। পাঠদানের সময় উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিষয়, শ্লোক আবৃত্তি, শব্দের অর্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণ রীতি/পদ্ধতি শিখনের সময় বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।
- দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিখন অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পাঠদানের সময় প্রত্যাশিত উদাহরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় এবং নিজের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গাথা বলতে ও লিখতে উৎসাহিত করবেন যাতে বাস্তবভিত্তিক প্রাত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।
- প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কৌশল, পদ্ধতি ও যথাযথ উদাহরণ সংযোজিত হয়েছে।
- মূল্যায়নে শিক্ষক সংস্করণে নমুনা প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন। ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে কখনো শিক্ষার্থীদেরকে তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
- সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন।

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মুল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিয়ে পূর্নমূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক উপস্থাপন ও সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
- বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিচালনা করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেবেন।
- পাঠ্যপুস্তক পাঠদান এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা এবং অর্জিত যোগ্যতা বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন	১-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	বন্দনা ও নিত্যকর্ম	১৪-২৪
তৃতীয় অধ্যায়	পূজা ও দান	২৫-৪৪
চতুর্থ অধ্যায়	শ্রামণ্য শীল	৪৫-৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি : অভিধর্ম পিটক	৫৯-৭১
ষষ্ঠ অধ্যায়	কর্ম ও কর্মফল	৭২-৮৪
সপ্তম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য	৮৫-১০৩
অষ্টম অধ্যায়	জাতকের শিক্ষা	১০৪-১২৭
নবম অধ্যায়	ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	১২৮-১৫৩
দশম অধ্যায়	ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান	১৫৪-১৭১
একাদশ অধ্যায়	ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম	১৭২-১৮৬
দ্বাদশ অধ্যায়	পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস	১৮৭-১৯৭

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন

আড়াই হাজার বছর পূর্বের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে শাক্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। রানির নাম ছিল মহামায়া। মহামায়া এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বাপের বাড়ি দেবদহ যাচ্ছিলেন। রানি লুম্বিনী উদ্যানে উপস্থিত হলেন। এমন সময় রানি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। বহুদিন পর রাজা–রানির মনোবাসনা সিদ্ধ হওয়ায় নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। জন্মের সাত দিন পর মাতা মায়াদেবী মারা যান। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিতপালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় গৌতম। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করায় অমাত্য ও প্রজাগণ নাম রাখলেন শাক্যসিংহ।

শিশুটি ভূমিষ্ট হয়েই সাত পা হেঁটে সামনে গেলেন। সাত পায়ের নিচে সাতটি পদ্ম ফুটল। সপ্ত পদ্মে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন –'জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ; আমিই শ্রেষ্ঠ।'

নবজাত শিশুটি দিন দিন বড় হতে লাগল। তাঁর মাঝে চপলতা ছিল না। সব সময় নির্জনে বসে বসে যেন কী ভাবতেন। একদিন রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ গৌতমকে সংগে নিয়ে হাল কর্ষণ উৎসবে যান। হাল চাষের কারণে মাটির ভিতর হতে অনেক পোকা মাকড় উঠছিল। ব্যাঙেরা সে পোকা মাকড় খাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাজকুমারের মনে দুঃখ হলো। নিরীহ প্রাণীর প্রতি রাজকুমারের মন দুঃখে ভরে গেল। মনে করুণা হলো। তখন রাজকুমার

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম

সিদ্ধার্থ জম্বুবৃক্ষের নিচে বসে জীবের দুঃখের কথা ভাবছিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম অন্য একদিন বিকেলবেলায় একটি ফুলবাগানে নির্জনে বসে যেন কী ভাবছিলেন। এমন সময় একটি হাঁস তাঁর সামনে এসে পড়ল। হাঁসটির বুকে একটি তীরবিদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম হাঁসের বুক হতে তীরটি খুললেন। হাঁসটিকে সুস্থ করলেন।

এমন সময় সিদ্ধার্থের মামাতো ভাই দেবদত্ত তাঁর সামনে আসল। এসে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বলল, 'হে সিদ্ধার্থ! এ হাঁসটি আমার। হাঁসটি আমায় দিয়ে দাও।' তখন গৌতম সিদ্ধার্থ বলল, 'ভাই দেবদত্ত, তুমি! প্রাণহরণকারী, আমি প্রাণদাতা। আমি শাক্যরাজ্য তোমাকে দিতে রাজি আছি। তবুও এ হাঁসটি তোমায় দেব না।' কুমার সিদ্ধার্থ এ কথা বলে হাঁসটিকে

সিদ্ধার্থ গৌতমের হাতে দেবদত্তের তীরবিদ্ধ আহত হাঁস

আকাশে উড়িয়ে দিলেন। হাঁসটি প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করতে করতে আকাশে উড়ে গেল।

সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে চৌষট্টি রকমের লিপি শিক্ষা করেন। ত্রিবেদসহ নানা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। অশ্বারোহণ, রথচালনা, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্রসহ ধনুর্বিদ্যায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম কৈশোর কাল অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেন। তাঁর উনিশ বছর বয়স হলো। তিনি সব সময় নির্জনে বসে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এজন্য রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ গৌতমকে বিয়ে করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যশোধরা নাম্নী এক ক্ষত্রিয় কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করান। কিন্তু এতেও সিদ্ধার্থের মন সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হলো না। জীবের দুঃখ কীভাবে দূর করবেন, নীরবে বসে ভাবতেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে সংগে নিয়ে চার দিন নগর ভ্রমণে বের হন। জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃতদেহ এবং একজন সন্ন্যাসী দেখলেন। জরা–ব্যাধি–মৃত্যুর হাত হতে রক্ষার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণই উচিত মনে করলেন। তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনই গৃহত্যাগ করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করেন।

সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। যশোধরা একটি পুত্র প্রসব করেন। পুত্রের নাম রাখা হয় রাহুল। যশোধরা গভীর রাতে নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে সোনার পালঙ্কে ঘুমাচ্ছেন। এ মুহূর্তে সিদ্ধার্থ গৌতম সারথি ছন্দককে ডাকলেন। কন্থক নামক অশ্ব সাজিয়ে আনতে আদেশ দেন। সারথি ছন্দক অশ্ব সাজিয়ে আনল। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম যশোধরার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন। নবজাত শিশুকে এক পলক দর্শন করে গৃহত্যাগ করলেন।

রাত পোহাল। সিদ্ধার্থ গৌতম ছন্দককে সংগে নিয়ে অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। অশ্ব হতে নেমে সিদ্ধার্থ গৌতম তলোয়ার দ্বারা মাথার চুল কাটলেন। সে চুল আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম নিজ দেহ হতে সমস্ত রাজকীয় পোশাক খুলে ফেললেন। পোশাকগুলো ছন্দককে দিয়ে বিদায় দিলেন। ছন্দক কপিলবাস্তু নগরে ফিরে এলো। গৌতম সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ সকলকে জানাল। নগরবাসী গৃহত্যাগের কথা শুনে কাঁদল।

তারপর সিদ্ধার্থ গৌতম ঋষি আড়ার–কালামের আশ্রমে গেলেন। পরে রাজগৃহের ঋষি রুদ্রক

রামপুত্রের আশ্রমে গমন করেন। উভয় স্থানে কিছুদিন সাধনা করেন। তাঁদের সাধনপথে সাধনার দ্বারা দুঃখ মুক্তি সম্ভব নয় বুঝলেন। তাই এ দুইজন ঋষিকে ত্যাগ করে নিজেই সাধনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম সাধনা করার উদ্দেশ্যে গয়ার অদূরে পাহাড়ের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অনাহারে শরীরের রক্ত–মাংস শুকিয়ে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝলেন সত্যকে লাভ করতে হলে আত্মনিগ্রহ এবং ভোগ–বিলাসের পথ ত্যাগ করে মধ্যম পথ অবলম্বন করতে হবে।

দুর্বল দেহ নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম সেনানী নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন। একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় আসন পেতে বসলেন। এমন সময় সেনানী গ্রামের কুলবধূ সুজাতা স্বর্ণ থালায় পায়সান্ন নিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতমের হাতে তুলে দিল। সিদ্ধার্থ গৌতম পায়সন্ন আহার করে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করেন। তারপর উরুবিল্ল গ্রামে গমন করেন। সেখানে উন্মুক্ত স্থানে একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সে বৃক্ষের নিচে পূর্বমুখী হয়ে

রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত

কঠোর সাধনারত সিদ্ধার্থ গৌতম

বজ্রাসনে বসলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। তিনি বজ্রাসনে বসে সংকল্প গ্রহণ করলেন– 'এ আসনে আমার রক্ত-মাংস শুকিয়ে যাক। শরীর বিনষ্ট হলেও পরম বোধিজ্ঞান লাভ না করে এ আসন ছেড়ে উঠব না।' এমন সময় পাপমতি মার ভীষণ আকৃতি ধারণ করে সিদ্ধার্থের সামনে এলো। সহস্র হস্তে অস্ত্র নিয়ে গৌতম সিদ্ধার্থকে আক্রমণ করল। তাঁকে লক্ষ্য করে উত্তপ্ত শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করল। কিন্তু সিদ্ধার্থ গৌতম আসন ছেড়ে উঠলেন না। তখন পাপমতি মার আপন যুবতী কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার আদেশ দিল। কিন্তু তিনি সাধনায় স্থির রইলেন।

পাপমতি মার ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধার্থের সামনে থেকে চলে গেল।

এদিকে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছিল। রাতের তৃতীয় যামে গৌতম সিদ্ধার্থ সব তৃষ্ণাক্ষয় করে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন। তিনি বুঝলেন, তৃষ্ণাই জন্মের কারণ। আবার জন্মই সকল দুঃখের মূল। তৃষ্ণার মূল ছেদন করতে পারলেই পরম সুখ নির্বাণ লাভ সম্ভব। তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। যে স্থানে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন, সে স্থানটি বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।

বুদ্ধ হওয়ার পর তিনি চিন্তা করলেন, আমি যে ধর্ম লাভ করেছি, তা অতি গভীর ও দুর্বোধ্য। জ্ঞানীগণ ব্যতীত সাধারণ মানুষ এ ধর্ম বুঝবে না। এ কারণে ধর্ম প্রচার করবেন না বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। সে সময় সহম্পতি ব্রহ্মা প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান বুদ্ধ, আপনি ধর্ম প্রচার করুন। অনেকে আপনার সাধনালব্ধ ধর্ম বুঝবে।

বোধিবৃক্ষের নিচে সিদ্ধার্থকে মারের আক্রমণ

তখন ভগবান বুদ্ধ প্রথম কার নিকট ধর্মপ্রচার করবেন চিন্তা করলেন। তিনি প্রথম আড়ার–কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের নিকট ধর্ম প্রচার করার কথা চিন্তা করলেন । কিন্তু তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তাই তিনি প্রথম জীবনের সংগী পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট ধর্ম প্রচার করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাই বুদ্ধ সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে গেলেন।

সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। তিনি পঞ্চবর্গীয় শিষ্য–কৌন্ডিন্য, ভদ্দিয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিতের নিকট সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। তিনি শিষ্যদেরকে বললেন– 'হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতদের জন্য সাধনপথে দুটি অন্তরায় পরিত্যাগ করা উচিত। আত্মপীড়ন না করা এবং অতি ভোগবিলাসের পথ ত্যাগ করা।' সাধনার জন্য মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা সাধকদের কর্তব্য। সে মধ্যম পথ হলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা–সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। চতুরার্য সত্যই জগতের প্রকৃত সত্য। তা উপলব্ধি করে সাধনা করাই সাধকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সিদ্ধার্থ গৌতম সকল প্রাণীর মঙ্গালের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধে বিভক্ত।

বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের পূর্বে আয়ুষ্মান আনন্দকে সংগে নিয়ে কুশীনগর গমন করেন। মল্ল রাজাদের যমক শালমূলে উত্তর শিয়রে শয়ন করেন। এমন সময় দেবতাগণ বুদ্ধের উপর পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করেন। তখন বুদ্ধ আনন্দকে লক্ষ্য করে বললেন– 'হে আনন্দ, পুষ্প বৃষ্টির দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধকে পূজা করা হয় না। যে বুদ্ধের উপদেশ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে নিজ জীবনে আচরণ করে, এর দ্বারাই প্রকৃত বুদ্ধ পূজা হয়।'

ভগবান বুদ্ধ এরূপ উপদেশ প্রদান করে ধ্যানস্থ হন। প্রথম ধ্যান হতে দ্বিতীয় ধ্যানে, দ্বিতীয় ধ্যান হতে তৃতীয় ধ্যানে এবং সর্বশেষ চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. হিমালয়ের পাশে কোন রাজ্য ছিল?

ক. কপিলাবস্তু খ. নালন্দা
গ. রাজগীর ঘ. সারনাথ

২. সিদ্ধার্থ গৌতম প্রথম কোন বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করেন?

ক. অশ্বত্থবৃক্ষ খ. শালবৃক্ষ
গ. জম্বুবৃক্ষ ঘ. চন্দনবৃক্ষ

৩. সিদ্ধার্থ গৌতমের মামাতো ভাইয়ের নাম কী ছিল?

ক. আনন্দ খ. সোমানন্দ
গ. ব্রহ্মদত্ত ঘ. দেবদত্ত

৪. সিদ্ধার্থ গৌতমের সারথির নাম কী ছিল?

ক. অলক খ. ছন্দক
গ. পুলক ঘ. খুদ্দক

৫. সিদ্ধার্থ গৌতম কোন দিকে মুখ করে বজ্রাসনে বসেন?

ক. পূর্বমুখী খ. দক্ষিণমুখী
গ. পশ্চিমমুখী ঘ. উত্তরমুখী

৬. কোন পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ হন।

ক. বৈশাখী পূর্ণিমা খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা
গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা ঘ. মাঘী পূর্ণিমা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শিশুটি ..... হয়েই সাত পা হেঁটে সামনে গেল।
২. এমন সময় একটি হাঁস তাঁর সামনে এসে .....।
৩. সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে অত্যন্ত ..... ছিলেন।
৪. ..... দুঃখ কীভাবে দূর করবেন নীরবে বসে ভাবতেন।
৫. নবজাত শিশুকে এক পলক ..... করে গৃহত্যাগ করেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে	১. অশ্ব সাজিয়ে আনল।
২. তিনি সব সময় নির্জনে বসে	২. সংবাদ সকলকে জানাল।
৩. সারথি ছন্দক	৩. রক্ত-মাংস শুকিয়ে যাক।
৪. সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের	৪. করে বোধিজ্ঞান লাভ করেন।
৫. এ আসনে আমার	৫. অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন।
৬. সিদ্ধার্থ গৌতম সর্ব তৃষ্ণাক্ষয়	৬. চিন্তামগ্ন থাকতেন।
	৭. সফরে গেলেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. গৌতম সিদ্ধার্থের বাল্যকালে কী কী নাম ছিল?
২. গৌতম সিদ্ধার্থ বুকে তীর বিদ্ধ হাঁসটিকে কী করলেন?
৩. গৌতম সিদ্ধার্থ বাল্যকালে কোন কোন বিদ্যা শিক্ষা করেন?
৪. পাপমতি মার গৌতম সিদ্ধার্থকে কীভাবে আক্রমণ করল?
৫. পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লেখ?
৬. বুদ্ধ পরিনির্বাণের সময় আনন্দকে উদ্দেশ করে কী উপদেশ দেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. গৌতম সিদ্ধার্থের বাল্যজীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা কর।
২. গৌতম সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের বর্ণনা দাও।
৩. সুজাতার পায়সন্ন দানের বিবরণ দাও।
৪. গৌতম সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা বর্ণনা কর।
৫. বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের বর্ণনা দাও।

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

১.১ সিদ্ধার্থের বাল্যকাল, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্মপ্রচার সংক্ষেপে বলতে পারবে।
১.২ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাঁর সংকল্প কী ছিল তা বলতে পারবে।
১.৩ সেই সময়কার ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
১.৪ মহাকারুণিক বুদ্ধের অন্তিম বাণী কী কী বলতে পারবে।
১.৫ তাঁর মহাপরিনির্বাণ লাভের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকাল ও গৃহত্যাগ সম্পর্কে জানবে।
১.১.২ সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা বলতে পারবে।
১.১.৩ বুদ্ধের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে বলতে পারবে।
১.২.১ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাঁর সংকল্প কী ছিল তা বলতে পারবে।
১.৩.১ গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
১.৪.১ বুদ্ধের অন্তিম বাণী কী কী উল্লেখ করতে পারবে।
১.৫.১ মহাপরিনির্বাণ কী বলতে পারবে।
১.৫.২ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১–৩

বিষয়বস্তু : 'আড়াই হাজার বছর ---------- গৃহত্যাগের কথা শুনে কাঁদল।'

শিখনফল

১.১.১ সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকাল ও গৃহত্যাগ সম্পর্কে জানবে।

উপকরণ : সিদ্ধার্থের বাল্যকাল থেকে গৃহত্যাগ পর্যন্ত ধারাবাহিক চিত্র।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে সিদ্ধার্থের বাল্যকাল থেকে গৃহত্যাগ পর্যন্ত ঘটনাবলি দেখাবেন।
- চিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করে পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন।
- সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম, বাল্যকাল, বিবাহ ও গৃহত্যাগ বিষয়ে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।
- শিক্ষার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে নির্ধারিত পাঠটি বিতরণ করে দেবেন।
- প্রতি দলকে নির্ধারিত পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন প্রতি দলে ভাগ করে দেবেন।
- প্রশ্নগুলো অনুসরণ করে প্রতি দল পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে।
- সম্পূর্ণ পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- পাঠের বোধগম্যতা যাচাই করার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।
- পাঠের সারবস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের ঘটনাটি শ্রেণিতে অভিনয় করবে।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১. গৌতম সিদ্ধার্থের বাল্যকালে কী কী নাম ছিল ?

২. সিদ্ধার্থ তীর বিদ্ধ হাঁসটি কী করলেন ?

৩. সিদ্ধার্থ বাল্যকালে কোন কোন বিদ্যা শিক্ষা করলেন ?

৪. সিদ্ধার্থ গৌতমের মামাতো ভাইয়ের নাম কি ?

বাড়ির কাজ

- সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কাহিনী বর্ণনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৩ – ৬

বিষয়বস্তু : 'তারপর সিদ্ধার্থ গৌতম ..... বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।'

শিখনফল

১.১.২ সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা বলতে পারবে।

১.২.১ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাঁর সংকল্প কী ছিল বলতে পারবে।

উপকরণ : পুস্তকে প্রদত্ত ছবি, পোস্টার পেপার, স্লাইড ইত্যাদি।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- পুস্তকে প্রদত্ত চিত্রটি (রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহ ত্যাগের পূর্বমূহুর্ত) দেখতে বলবেন এবং পূর্ব পাঠে কী জেনেছে তা জিজ্ঞাসা করবেন।
- পোস্টার পেপার/স্লাইডে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু 'বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা' ও 'বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাঁর সংকল্প প্রদর্শন করে পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠ–সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বণ্টন করে দেবেন।
- নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করবে (দলীয় কাজ)।
- আলোচনা শেষে পোস্টার পেপারে পয়েন্ট আকারে সংক্ষেপে লিখবে।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ পুনরায় আলোচনা করবেন।
- পুস্তকের অনুশীলনী থেকে কিছু কাজ সমাধান করতে বলবেন।
- ক্রস চেকিংয়ের মাধ্যমে কাজ মূল্যায়ন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ঘটনা উপস্থাপন কর।

মূল্যায়ন

শিখন শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ ও বাড়ির কাজ দ্বারা মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১. গৌতম সিদ্ধার্থ কোন বৃক্ষের নীচে ধ্যান করেন?
২. গৌতম কোন দিকে মুখ করে বজ্রাসনে বসেছিলেন?
৩. মার সিদ্ধার্থ গৌতমকে কীভাবে আক্রমন করল?
৪. তিনি কোন পূর্ণিমায় এবং কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

বাড়ির কাজ

সুজাতার পায়সান্ন দানের বিবরণ দাও।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৬ – ৭

বিষয়বস্তু: 'বুদ্ধ হওয়ার পর ..... চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধে বিভক্ত।'

শিখনফল

১.১.৩ বুদ্ধের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলতে পারবে।

১.৩.১ গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ: পোস্টার পেপার/স্লাইড, বুদ্ধের চিত্র।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- বুদ্ধের চিত্র প্রদর্শন করে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- প্রশ্ন করবেন : বৌদ্ধধর্মের প্রচারক কে?
- পাঠ ঘোষণা : বুদ্ধের ধর্ম প্রচার।
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম পোস্টার পেপার/স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন এবং এঁদের পরিচয় ব্যাখ্যা করবেন।
- মধ্যম পথ বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পোস্টার পেপার/স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পুনরায় পড়তে বলবেন।
- বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- চতুরার্য সত্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করবেন।
- অনুশীলনী থেকে কাজ করতে বলবেন ও কাজ শেষে ক্রস চেকিংয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসেবে তোমার দৈনন্দিন কাজের বিবরণ উপস্থাপন কর।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলি অনুসরণে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১.ধর্ম প্রচার করার জন্য বুদ্ধকে কে আহবান করেছিলেন ?
২.বুদ্ধ প্রথম কাদের নিকট ধর্মবানী প্রচার করেন ?
৩.আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী?

৪.গৌতম বুদ্ধ কয় বছর ধর্মবানী প্রচার করেন ?

বাড়ির কাজ

- বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্ণনা কর।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৭

বিষয়বস্তু : 'বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভের ..... বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি।'

শিখনফল

১.৪.১ বুদ্ধের অন্তিম বাণী কী কী উল্লেখ করতে পারবে।

১.৫.১ মহাপরিনির্বাণ কী বলতে পারবে।

১.৫.২ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : নির্বাণ শয্যায় শায়িত বুদ্ধের চিত্র।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- চিত্র দেখিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- পাঠ ঘোষণা : বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ।
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ বিষয়ে কয়েকটি কাহিনি উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- মহাপরিনির্বাণ কী তা বোঝানোর জন্য নির্বাণ কী তা সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন।
- পাঠের বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- অনুশীলনী থেকে কাজ করতে বলবেন।
- দুই/তিনজন শিক্ষার্থীকে মহাপরিনির্বাণের ঘটনা শ্রেণির সামনে বর্ণনা করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১.বুদ্ধের প্রধান সেবক কে ছিলেন ?
২.বুদ্ধ কোথায় মহাপরিনির্বাণ গমন করেন ?
৩.বুদ্ধ পরিনির্বাণের সময় আনন্দকে লক্ষ্য করে কী উপদেশ দেন ?
৪.বুদ্ধ কত বছর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেন ?

বাড়ির কাজ

- বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ঘটনা বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্দনা ও নিত্যকর্ম

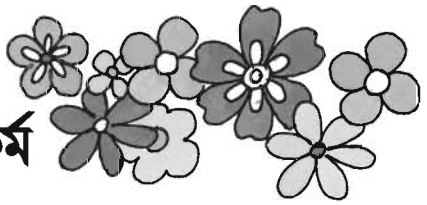

বন্দনা অর্থ প্রণাম, স্তুতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। বৌদ্ধদের নিকট ত্রিরত্ন পরম আধার বা আশ্রয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নকে প্রণাম করাই হচ্ছে ত্রিরত্ন বন্দনা। বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল–সন্ধ্যা বন্দনা করে। প্রত্যেকে বৌদ্ধবিহারে বা বাড়িতে নিয়মিত বন্দনা করতে পারে।

প্রতিদিন যথাসময়ে বন্দনা ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়। এগুলো নিত্যকর্ম। আবার যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠা, হাত–মুখ ধোয়া, পড়ার টেবিলে বসা এগুলোও নিত্যকর্ম। এছাড়া ঘর–বাড়ি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা, পিতা–মাতাকে কাজে সাহায্য করাও তোমাদের কর্তব্য।

নিচে ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় প্রদত্ত হলো–

পালি

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে–
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা,
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্ত ঞানো–
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

বঙ্গানুবাদ

যেই লোকোত্তম অনন্ত জ্ঞানী সম্যক সম্বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বোধিমূলে অবস্থান করে মার সেনার সাথে যুদ্ধ করে মহান বিজয়ী হয়ে সম্বোধি লাভ করেছিলেন, আমি সেই বুদ্ধকে প্রণাম করছি।

পালি

অট্ঠঙ্গিকো অরিযপথো জনানং–
মোক্খপ্পবেসা যুজুকোব মগ্গো
ধম্মো অযং সন্তি করো পণীতো–
নীয্যানিকো তং পণমামি ধম্মং।

বঙ্গানুবাদ

জনগণের অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট আর্যপথ, মোক্ষ প্রবেশের সোজা রাস্তা স্বরূপ, শান্তিকর, শ্রেষ্ঠধর্ম এবং যেই ধর্ম নির্বাণে নিয়ে যায়, সেই ধর্মকে আমি প্রণাম করছি।

পালি

সংঘো বিসুদ্ধো বর দক্খিণেয্য–
সন্তি ন্দ্রিযো সব্বমলপ্পহীণো,
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপ্পত্তো–
অনাসবো তং পণমামি সংঘং।

পিতা–মাতার সাথে ত্রিরত্ন বন্দনারত কিশোর–কিশোরী ও বালক–বালিকা

বঙ্গানুবাদ

যিনি বিশুদ্ধ সংঘ দান গ্রহণের উত্তমপাত্র, শান্তেন্দ্রিয়, সকল প্রকার পাপমলবিহীন, অনেক প্রকার গুণভূষিত ও আশ্রব ক্ষয়কারী, আমি সে সংঘকে প্রণাম করছি।

প্রতিদিন যথাসময়ে যেই কাজ সম্পাদন করা হয়, তাকে নিত্যকর্ম বলে। প্রতিটি শিশু–কিশোর, বালক–বালিকা তার নিত্যকর্ম সম্পাদন করবে। বয়স্করাও এই নিয়ম মেনে চলবে। পৃথিবীতে মাতা–পিতা হলেন পরম গুরু। মাতা–পিতা হলো পুত্র–কন্যার জন্ম দাতা। কিন্তু জ্ঞানদাতা হিসেবে শিক্ষাগুরুর আসন অনেক উপরে। শিক্ষকগণ অকৃপণভাবে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থীর মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেন। এজন্য মাতা–পিতার মতো শিক্ষাগুরুর স্থানও অতি উপরে।

সংসারে মাতাপিতা ও শিক্ষাগুরু ব্যতীত আরো অনেক গুরুজন আছেন। লোকসমাজে বয়োজ্যেষ্ঠগণ মাত্রই গুরুজন। এহেন গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে। এতে মানবিক গুণের বিকাশ হয়। গুরুদের প্রতি বিনম্র ভাব পোষণ করা উচিত। গুরুদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করবে। সুন্দর ব্যবহারে গুরুদের নিকট আশীর্বাদ লাভ করা যায়। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে– গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শীলবান ব্যক্তিদেরকে অভিবাদন করবে। অভিবাদন করলে আয়ু–বর্ণ–সুখ–বল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

গুরুদের গুণ বর্ণনা করা যায় না। এদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করলে নিজের জীবনের মঙ্গল হয়। এছাড়া নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে।

প্রত্যেকেরই দায়িত্ববোধ থাকতে হয়। পরিবার ও সমাজের প্রতিও মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। পরিবারের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখতে হয়। তাঁদের সুখে–দুঃখে সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে। গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ মতে, সংসারের কাজ সম্পাদন করতে হয়। পরিবারের ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা পোষণ করা কর্তব্য। তাদের লেখাপড়ার প্রতি যত্ন নেবে। সমাজের যে কোনো কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। সমাজে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজকে নিজের মনে করে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাদেরকে বিপদে-আপদে রক্ষা করতে হয়। আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবে যোগদান করতে হয়।

সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে মৃতব্যক্তির দাহকার্য, বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হয়। এসব উৎসব

ব্যতীতও আরো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উৎসব রয়েছে। সেসব সামাজিক উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আগ্রহী হবে। সাধ্যমতো এরূপ কাজ সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণ করবে। এর দ্বারা পরিবার ও সমাজের উন্নতি সাধিত হয়।

একতাই বল। সংঘের মিলন সুখকর। একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। এর দ্বারা মানুষ বৃহত্তর কাজকে সহজে সমাধান করতে পারে। পরিবারে ও সমাজে অনেক কাজ থাকে। অনেক সময় সব কাজ একা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে গুরুত্বপূর্ণ কাজও সহজে সমাধান করতে পারা যায়। এজন্য মানুষ আধুনিক যুগে বিভিন্ন লোক সমন্বয়ে সংগঠন গড়ে তোলে। সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা পরিবার ও সমাজে বৃহত্তর কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন রকম অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু সমাজ নয়, পৃথিবীর মানুষও আজ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়েছে। তারা পৃথিবীর মানুষের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করছে। এ কারণে পৃথিবীর মানুষ সুখ শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেছে। সে কারণে পারিবারিক ও সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে একতাবদ্ধ হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে নিজের ও পরের হিতসাধন করতে সক্ষম হবে।

মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যৌথ কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। যৌথ কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানুষ শিল্প–কারখানা গড়ে তুলে উন্নতির শিখরে উঠেছে। গৌতম বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে তা দেশনা করেছেন। তাতে যৌথভাবে কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়, বৌদ্ধমাত্রই যৌথভাবে কাজ করার অভ্যাস করা কর্তব্য। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যৌথভাবে কাজ করলে একজন অন্যজনের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। কঠিন কাজও যৌথভাবে সহজে সমাধান করতে পারা যায়। এ কারণে সব কাজ সহজে সুসম্পন্ন হয়। এতে সুফল লাভ হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে কী বলা হয়?

ক. বুদ্ধরত্ন খ. ধর্মরত্ন
গ. সংঘরত্ন ঘ. ত্রিরত্ন

২. কে দান গ্রহণের উত্তম পাত্র?

ক. ভিখারী খ. দিশারী
গ. দুঃশীল ব্রাহ্মণ ঘ. বিশুদ্ধ সংঘ

৩. শিক্ষাগুরুকে কী বলা হয়?

ক. সমাজপতি খ. ধর্মপতি
গ. সেনাপতি ঘ. জ্ঞানদাতা

৪. পৃথিবীতে মাতা–পিতা হলো–

ক. ধর্মীয় শিক্ষক খ. জীবনভ্রাতা
গ. পরম গুরু ঘ. উত্তম দেবতা

৫. বুদ্ধ সমাজ উন্নয়নের জন্য কোন ধর্ম দেশনা করেছেন –

ক. রতন সূত্র খ. ধর্মচক্র প্রবত্তন সূত্র
গ. মৈত্রী সূত্র ঘ. সপ্ত অপরিহানীয় সূত্র

৬. কার মিলন সুখকর?

ক. সংঘের খ. মানুষের
গ. স্বামী–স্ত্রীর ঘ. ভাই–বোনের

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মাতা–পিতা হলেন পুত্র–কন্যার .....।
২. লোকসমাজে ..... মাত্রই গুরুজন।
৩. গুরুদের প্রতি .... পোষণ করা উচিত।

৪. ..... ছোটদের প্রতি স্নেহমমতা পোষণ করা কর্তব্য।
৫. সংঘের ..... সুখকর।
৬. শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি ..... দেখাবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

১. বৌদ্ধরা প্রতিদিন	১. শিক্ষাগুরুর স্থানও অতি উপরে।
২. শিক্ষকগণ অকৃপণভাবে	২. সুখ, বল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
৩. এজন্য মাতা–পিতার মতো	৩. উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।
৪. অভিবাদন করলে আয়ু, বর্ণ,	৪. সকাল–সন্ধ্যা বন্দনা করে।
৫. সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে	৫. জন্য অংশগ্রহণ করবে।
৬. সাধ্যমতো এরূপ কাজ সম্পাদনের	৬. শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।
	৭. সুফল লাভ হয়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ত্রিরত্ন বন্দনা কাকে বলে?
২. নিত্যকর্ম কাকে বলে?
৩. গুরুজনদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার করবে?
৪. পরিবার ও সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?
৫. একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে কী উপকার হয় লিখ।
৬. যৌথভাবে কাজ দ্বারা সমাজের কী কী উপকার হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নিত্যকর্মের বর্ণনা দাও।
২. মাতা-পিতার গুণ বর্ণনা কর।
৩. শিক্ষাগুরুর গুণ সম্পর্কে লেখ।
৪. পরিবার ও সমাজে বাস করতে হলে আমাদের কী করা কর্তব্য? বর্ণনা দাও।
৫. ধর্মীয় উৎসবে আমাদের কী করা কর্তব্য? এ সম্পর্কে লেখ।
৬. একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে যে সুফল লাভ হয় তার বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বন্দনা ও নিত্যকর্ম

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

২.১ মাতা-পিতা, শিক্ষক, গুরুজন আত্মীয়স্বজনকে সম্মান প্রদান এবং ভালোবাসতে আগ্রহী হবে।
২.২ গুরুজনদের গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারবে।
২.৩ পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেতন হতে শিখবে।
২.৪ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হবে।
২.৫ একতাবদ্ধ হয়ে পারিবারিক ও সামাজিক যৌথ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ মাতা-পিতা,শিক্ষক,গুরুজনের গুণাবলি সম্পর্কে জানবে।
২.১.২ মাতা-পিতা, শিক্ষক, গুরুজন ও আত্মীয়স্বজনকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।
২.১.৩ তাঁদেরকে ভালোবাসবে এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।
২.২.১ গুরুজনের গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারবে।
২.২.২ তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারবে।
২.৩.১ পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে আগ্রহী হবে।
২.৩.২ ত্রিরত্ন বন্দনায় আগ্রহী ও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।
২.৪.১ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী হবে।
২.৫.১ একতাবদ্ধভাবে পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।
২.৫.২ যৌথ কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও সুফল বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ১০– ১২

বিষয়বস্তু : 'বন্দনা অর্থ প্রণাম ..... সংঘকে প্রণাম করছি।'

শিখনফল

২.৩.২ ত্রিরত্ন বন্দনায় আগ্রহী ও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

উপকরণ : পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র, অডিও সিডি।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- পুস্তকের চিত্র দেখিয়ে কী দেখছে আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বন্দনা করে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।
- কী কী বন্দনা করে থাকে জিজ্ঞাসা করবেন।
- পাঠঘোষণা : ত্রিরত্ন বন্দনা।
- প্রশ্ন করবেন :

- বন্দনা অর্থ কী?
- ত্রিরত্ন বলতে কী বুঝ?

- নিত্যকর্ম কী কী?

- প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন।
- পাঠের প্রথম অংশটুকু পাঠ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে বলবেন।
- প্রশ্নের উত্তরগুলো যাচাই করবেন।
- ত্রিরত্ন বন্দনা অডিও সিডিতে শোনাবেন অথবা শিক্ষক নিজেও আবৃত্তি করে শোনাতে পারবেন।
- বন্দনাগুলো বাংলায় ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের অনুকরণে সমস্বরে ত্রিরত্ন বন্দনা আবৃত্তি করবে।
- একক আবৃত্তি করতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। ত্রিরত্ন বন্দনা কখন, কীভাবে করতে হয় বর্ণনা কর।
২। ত্রিরত্ন বন্দনা নিয়মিত অনুশীলন করবে।

নমুনা প্রশ্নঃ

১. ত্রিরত্ন কাকে বলে?
২. নিত্যকর্মের বর্ণনা দাও।
৩. বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা কী করেন?

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

বাড়ির কাজ

- ত্রিরত্ন বন্দনা সুন্দর করে পোস্টার পেপারে লিখে আনবে।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা :

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে (বিশেষ করে পালি উচ্চারণ ও বন্দনা রীতি) তাদের তিরস্কার না করে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা ও বন্দনা উচ্চারণ করে বলবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পালি ভাষা উচ্চারণ বা বুঝতে পেরেছে তাদের সাহায্যে পাঠটি সমস্বরে বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগীতার কারন জানার চেষ্টা করতে পারেন।
৫. প্রয়োজনে ক্লাসে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা : ১২–১৩

বিষয়বস্তু : 'প্রতিদিন যথাসময়ে যেই ..... সম্মান দিতে হবে।'

শিখনফল

২.১.১ মাতা-পিতা,শিক্ষক,গুরুজনের গুণাবলি সম্পর্কে জানবে।
২.১.২ মাতা-পিতা, শিক্ষক, গুরুজন ও আত্মীয়স্বজনকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।

২.১.৩ তাঁদেরকে ভালোবাসবে এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।

২.২.১ গুরুজনের গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

উপকরণ : চার্ট (মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য, শিক্ষকের প্রতি কর্তব্য)।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

· পরিবার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-

- তোমার পরিবারে কে কে আছে?
- মা আমাদের জন্য কী করেন?
- বাবা আমাদের জন্য কী করেন?
- মা-বাবার জন্য আমরা কী করতে পারি?

- পাঠ ঘোষণা : মাতা-পিতা ও শিক্ষকের প্রতি কর্তব্য।
- মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন (দলীয় কাজ)।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন।
- মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যের চার্টটি দেখাবেন।
- প্রশ্ন করবেন –

- শিক্ষক আমাদের জন্য কী করবেন?
- তোমরা কি শিক্ষককে ভালোবাস?

- 'শিক্ষকদের জন্য আমাদের কর্তব্য' বিষয়ে জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- কী লিখেছে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষকের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে চার্টটি প্রদর্শন করবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত পাঠটি পড়তে বলবেন।
- বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- মাতা-পিতার জন্য কী করা যায় তার তালিকা কর।
- শিক্ষকদের জন্য কী করা উচিত তার একটি তালিকা কর।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১. গুরুজনদের প্রতি কীরূপ ব্যবহার করবে।

২. মাতা- পিতার গুণ বর্ণনা কর।

৩. শিক্ষাগুরুর গুণ বর্ণনা কর।

শূণ্যস্থান :

১. মাতা-পিতা হলেন পুত্র- কন্যার .....।

২. লোক সমাজে ..... মাত্রই গুরুজন ।

বাড়ির কাজ

- অনুশীলনী থেকে বাড়ির কাজ দেবেন।(পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আলাদা করে বুঝিয়ে দিবেন)

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ১২–১৩

বিষয়বস্তু : 'প্রত্যেকের দায়িত্ববোধ ..... উন্নতি সাধিত হয়।'

শিখনফল

২.৩.১ পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে আগ্রহী হবে।

উপকরণ : পরিবারের সম্মিলিত কাজ করার ছবি, সামাজিক অনুষ্ঠানের ছবি, পোস্টার পেপার।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- ছবিতে কী দেখতে পারছ?
- পরিবারে তোমরা কী কী কাজ কর?
- পাঠ ঘোষণা- পরিবারে আমাদের দায়িত্ব।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে বলবেন (জোড়ায় কাজ)।
- সামাজিক অনুষ্ঠানের ছবি দেখিয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি সচেতন করবেন।
- সমাজে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় আমাদের করণীয় বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
- শ্রেণিকে দুইটি দলে ভাগ করবেন। একদলকে পরিবারের প্রতি দায়িত্বগুলো আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে বলবেন। অন্য দলকে সামাজিক অনুষ্ঠানে করণীয়সমূহ চিহ্নিত করতে বলবেন।
- উভয় দল দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে।
- অনুশীলনীর কাজগুলো সমাধান করতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে অনুচ্ছেদ লিখ।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে মূল্যায়ন হবে।

নমুনা প্রশ্ন:

১. পরিবার ও সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?
২. পরিবারের ছোটদের প্রতি কী পোষণ করা উচিত?
৩. সামাজিক উৎসব/অনুষ্ঠান কী কী?

বাড়ির কাজ

- অনুশীলনী থেকে বাড়ির কাজ দেবেন।
- পরিবার ও সমাজের প্রতি আমাদের কী কী দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে বর্ণনা কর।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ১৩

বিষয়বস্তু : 'একতাই বল ..... সুফল লাভ হয়।'

শিখনফল

২.৪.১ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী হবে।

২.৫.১ একতাবদ্ধভাবে পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

২.৫.২ যৌথ কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও সুফল বলতে পারবে।

উপকরণ : পোস্টার - দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- পোস্টারটি শ্রেণিতে প্রদর্শন করবেন।
- পোস্টারের বক্তব্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলবেন।
- পাঠ ঘোষণা : একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা।
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- পাঠটি পড়ে কী বুঝল তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠের সারবস্তু শ্রেণির উদ্দেশে বলতে বলবেন।
- একাতবদ্ধ হয়ে কাজ করার সুফলসমূহ খাতায় লিখতে বলবেন।
- কয়েকজনকে যা লিখেছে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- ভালো লেখার জন্য প্রশংসা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার সুফল সম্পর্কে তোমার দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা কর।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১. একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে কীকী উপকার হয় লিখ।

২. আমাদের কী ধরণের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

৩. একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার কথা বুদ্ধ কোথায় বলেছেন ?

৪. যৌথভাবে কাজ করলে যে সুফল পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।

শূণ্যস্থান পূরণ:

১. সংঘের ..... সুখকর।

২. মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যৌথ কর্মকান্ডের ..... নেই।

৩. সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে ..... অবশ্যম্ভাবী।

বাড়ির কাজ

- একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হলে কী কী গুণ থাকতে হয়?

তৃতীয় অধ্যায়

পূজা ও দান

বৌদ্ধধর্মে পূজা ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পূজা ও দান দুইটিই পুণ্যকর্ম, যা দিয়ে মনকে পবিত্র ও সংযত করা যায়। দানচিত্ত উৎপন্ন করতে পূজা ও দানের ভূমিকা অপরিসীম। তাই বৌদ্ধরা নিয়মিত পূজা ও দান করে থাকে। প্রথমে আমরা পূজার গুরুত্ব ও গুণসমূহ জানব।

বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল–বিকাল বুদ্ধের উদ্দেশ্য পূজা দিয়ে থাকে। এই পূজার মাধ্যমে দানচেতনা উৎপন্ন হয় এবং সৎকর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। চিত্তে মৈত্রী, করুণা ও উদারতা জাগ্রত হয়। পূজা নানা ধরনের, যেমন: আহার পূজা, পুষ্প পূজা, পানীয় পূজা, প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা প্রভৃতি।

এতে তোমরা প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা সম্পর্কে জানবে।

প্রদীপ পূজা

বৌদ্ধরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা করে থাকে। প্রদীপের আলো অন্ধকার দূর করে। অনুরূপভাবে বুদ্ধ জ্ঞানের আলো দ্বারা অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা, মনের কালিমা লোভ–দ্বেষ–মোহ প্রভৃতি দূর করেছিলেন। তাছাড়া প্রদীপের আলো যেমন ক্ষণস্থায়ী, প্রদীপ পূজার মাধ্যমে আমরা জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বা অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। অনিত্য ভাবনা দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ, তৃষ্ণা প্রভৃতি ক্ষয় হয়। অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞানালোকে আলোকিত হওয়ার জন্য বৌদ্ধরা প্রদীপ দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে থাকেন।

প্রদীপ পূজা বিহার বা প্যাগোডায় গিয়ে অথবা নিজ গৃহে করা যায়। আমরা জানি , কোনো পূজা দেওয়ার পূর্বে মন ও দেহকে পবিত্র করতে হয়। পরিচ্ছন্নতা দেহ ও মনের আনন্দ আনয়ন করে। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।

প্রদীপ পূজার পূর্বে পবিত্র মনে বুদ্ধের ছবি বা বুদ্ধমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তারপর প্রদীপ হাতে করজোড়ে হাঁটু ভেঙে বসে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। এরপর পূজার গাথাটি বিশুদ্ধ মনে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে হয়।

পিতা–মাতার সঙ্গে প্রদীপ পূজারত বালক–বালিকা

প্রদীপ পূজা গাথাটি নিম্নরূপ:

পালি

ঘনসারপ্প দিত্তেন দীপেন তমধংসিনা,
তিলোক দীপং সম্বুদ্ধং পূজযামি তমোনুদং।

বঙ্গানুবাদ

ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ অন্ধকার দূর করে। সে প্রদীপ দিয়ে ত্রিলোকের অজ্ঞানতা বিনাশকারী সেই সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে পূজা করছি।

পদ্যাকারে প্রদীপ পূজা

অন্ধকার ধ্বংসকারী এ দীপ দানে
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে।

দীপের আলোক যথা অন্ধকার হরে,
জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে মোহ দূর করে।

এ সলিতা এ তৈল যবে ফুরাইবে,
তখনি এ আলোকিত দীপ যাবে নিভে।

এরূপ তৃষ্ণা তৈল গেলে ফুরাইয়া,
জীবনের দুঃখ শিখা যায় নিভিয়া।

এ বন্দনা এ পূজা এ জ্ঞান প্রভায়,
সর্ব তৃষ্ণা, সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

গাথা আবৃত্তির পর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করবে। এরপর সুন্দর করে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের সম্মুখের আসনে প্রদীপ জ্বালাবে। প্রদীপ জ্বালানোর পর আবার দুই হাঁটু ভেঙে বুদ্ধকে প্রণাম জানাবে। বুদ্ধের গুণ অনুসরণ করবে। প্রদীপের আলোর ন্যায় জীবন গড়ার শপথ নেবে। অনিত্য ভাবনা করবে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা চিন্তা করবে।

ধূপ পূজা

সুগন্ধ ধূপ দিয়েই এ ধূপ পূজা করা হয়। ধূপের সুগন্ধ ও সুবাস যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আমাদের কুশল কর্মের সুবাস সর্বত্র বিরাজ করে। ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ের সৎ চেতনা ও সৎ কর্মের ভাব জেগে ওঠে। এতে মন আনন্দে ভরে যায়।

সকাল-বিকাল দুইবেলা প্রার্থনার সময় ধূপ পূজা করা যায়। তবে ধূপ পূজার উত্তম সময় হলো সন্ধ্যাবেলা। ধূপ পূজার জন্য প্রয়োজন ধূপদানি অথবা ধূপকাঠি। ধূপদানিতে ধূপ রেখে অথবা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বুদ্ধকে পূজা করতে হয়। বুদ্ধের সামনের বেদিতে এ পূজা দিয়ে প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। তারপর ভক্তিচিত্তে ধূপ পূজার গাথাটি আবৃত্তি করতে হয়। একাগ্রচিত্তে গাথা আবৃত্তি না করলে চিত্তে প্রীতিভাব আসে না।

ধূপ পূজা গাথাটি নিম্নরূপ:

পালি

গন্ধসম্ভার যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,
পূজযে পূজনেয্যন্তং পূজা–ভাজন মুত্তমং।

বঙ্গানুবাদ

গন্ধসম্ভারযুক্ত এ সুগন্ধ ধূপের দ্বারা
আমি সেই পূজাযোগ্য বুদ্ধকে পূজা করছি।

পদ্যাকারে ধূপ পূজা

গন্ধসম্ভারযুক্ত এ ধূপ দানে,
পূজিতেছি ভক্তিচিত্তে বুদ্ধ ভগবানে।

ধূপের সুগন্ধে চারিদিক হয় সুবাসিত,
পুণ্যের সঞ্চয় তেমনি হয় সুরভিত।

সুগন্ধি এ ধূপদানে তোমায় মোরা স্মরি,
জন্ম–জন্মান্তরে যেন পুণ্য লাভ করি।

ধূপ পূজারত বালক–বালিকা

গাথা আবৃত্তি শেষে ভক্তিচিত্তে করজোড়ে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম করবে। বিহারে গিয়ে অথবা নিজ বাড়িতে ধূপ পূজা করা যায়। তোমরা নিজে পূজা দেবে এবং এ গাথাগুলো শ্রদ্ধার সাথে সুর করে আবৃত্তি করবে। এতে তোমাদের চিত্ত নির্মল হবে এবং বুদ্ধের প্রতি গভীর ভক্তি উৎপন্ন হবে।

দান

মানবজীবনে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। 'দান' শব্দের অর্থ হলো ত্যাগ। এই ত্যাগ হলো নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দেওয়া বা দান করা। নিঃস্বার্থ ত্যাগই প্রকৃত দান। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত উদার হয়, ত্যাগশক্তি বৃদ্ধি পায়। দানের মাধ্যমে দুস্থ, অসহায়দের

প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হয়। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদূরিত হয়। শুধু তা-ই নয়, দান স্বর্গের সোপান স্বরূপ। দান মানুষের দুঃখ ত্রাণকারীও বটে। তাই ইহকাল ও পরকালে শান্তি-সুখ লাভের আশায় মানুষ দান দিয়ে থাকে। দানীয় বস্তু বা দানীয় সামগ্রী নিয়ে পালিতে একটি গাথা আছে। যেমন–

পালি

অন্ন, পানং, বত্তং, যানং,
মালাগন্ধ, বিলেপনং,
সেয্যা, বসত, প্রদীপেয্যং
দানবত্থু ইমে দসা।

বঙ্গানুবাদ

অন্ন, জল, বস্ত্র, যান, মাল্য, গন্ধ আর বিলেপন, শয্যা, গৃহ, প্রদীপ – এই দশ প্রকার দানবস্তু শাস্ত্রের বচন।

এছাড়া নানা ফল–মূল, অর্থ–বিত্ত, জায়গা–জমি প্রভৃতি দান করা যায়। তবে বৌদ্ধমতে সর্বোৎকৃষ্ট দান হলো ধর্ম দান ও বিদ্যা দান।

দানের পূর্বে দাতাকে তিনটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। যেমন :

১. দানীয় বস্তু সৎ উপায়ে অর্জিত হতে হবে।
২. লোভ, দ্বেষ ও মোহশূন্য হয়ে উদারচিত্তে দান দিতে হবে।
৩. সৎ পাত্রে দান দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে শীলবান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। তাই শীলবান ব্যক্তিকে বা ভিক্ষু শ্রামণকে দান দিলেই বেশি পুণ্য লাভ হয়।

দান বিভিন্ন রকম। যেমন : সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি।

অষ্টপরিষ্কার দান

বৌদ্ধধর্মে দান একটি অন্যতম পুণ্যকর্ম। এ দান অনেকখানি সংঘদানের মতো। বৌদ্ধরা নিজের কিংবা পরিবার–পরিজনের মঙ্গল কামনায় ও সুখ-শান্তি লাভের আশায় এ দান করে থাকে। এ দানে জ্ঞাতিগণেরও মঙ্গল হয়। দাতারও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

অষ্টপরিষ্কার দান বলতে ভিক্ষুর ব্যবহার্য আটটি দ্রব্যসামগ্রিকে বোঝায়। এগুলো হলো– সংঘাটি, উত্তরাসংঘ, অন্তর্বাস, পিণ্ডপাত্র, ক্ষুর, সুচ, সুতা, কটিবন্ধনী ও জলছাঁকুনি।

যেকোনো দায়ক ইচ্ছা করলে বছরের যেকোনা সময় এ দান একাধিকবার করতে পারে। ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যেই এ দান দেওয়া হয়। নিজ গৃহে অথবা বিহারে এই দান সম্পন্ন করা যায়। এ দান করতে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। বৌদ্ধ দায়ক–দায়িকারা ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ বা ফাং করেন।

অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়ম হলো ভিক্ষুদের উদ্দেশে নানা দানীয় বস্তু সাজিয়ে ভিক্ষুসংঘের সামনে রাখতে হয়। তারপর পরিবারের সদস্য, স্বজন–পরিজন ও আমন্ত্রিত অতিথিরা সকলে ভিক্ষুসংঘের সামনে করজোড়ে বসেন। প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। এরপর ভিক্ষুদের মুখে মুখে অষ্টপরিষ্কার দানের গাথাটি তিনবার আবৃত্তি করতে হয়। গাথা আবৃত্তির সময় চিত্তকে প্রফুল্ল রাখতে হয়। দানের প্রতি মনোযোগ রাখতে হয়।

গাথাটি নিম্নরূপ :

ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।
দুতিযম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।
ততিযম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম।

বঙ্গানুবাদ

উপকরণসহ এ অষ্টপরিষ্কার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।
দ্বিতীয়বার উপকরণসহ এ অষ্টপরিষ্কার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।
তৃতীয়বার উপকরণসহ এ অষ্টপরিষ্কার দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

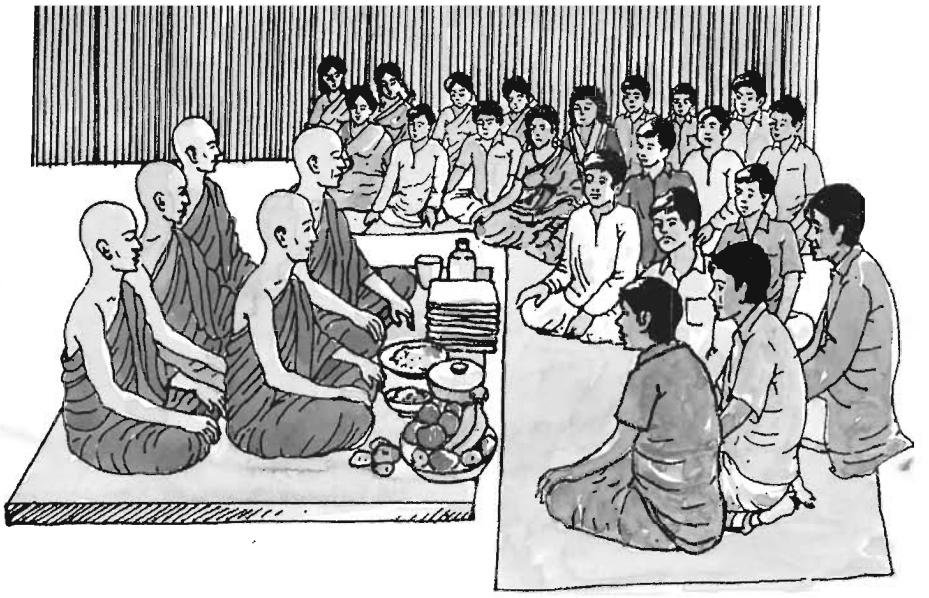

অষ্টপরিষ্কার দানে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ ও দায়ক–দায়িকাসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

অষ্টপরিষ্কার দানের পূর্বে ভিক্ষুগণ জীবিত ও মৃত জ্ঞাতিগণের মঙ্গালের জন্য সূত্রপাঠ করেন। অষ্টপরিষ্কার দানের গুরুত্ব তুলে ধরে ধর্মদেশনা করেন। দেশনা শেষে উপস্থিত দায়ক–দায়িকরা সাধু সাধু সাধু বলে তিনবার সাধুবাদ প্রদান করেন। এভাবে অষ্টপরিষ্কার দানকার্য সম্পন্ন করা হয়। এ দানের দ্বারা দাতার অশুভ ও অমঙ্গাল দূর হয়। এতে দাতার জ্ঞাতিগণও সুখী হন।

তোমরা সব সময় দান করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। মানুষের আপদে-বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। গরিব, দুঃখীকে সব সময় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাবে। প্রতিবেশীদেরকেও সাহায্য করবে। তোমাদের শ্রেণিতে কোনো দরিদ্র বন্ধু থাকলে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করবে। তাকে খাতা-কলম কিনে দেবে। প্রয়োজন হলে অর্থও দেবে।

তোমরা খাদ্যদ্রব্যও দান করবে। প্রতিবেশী বা দেশের যেকোন দুর্যোগ, দৈব–দুর্বিপাকে দান দিতে এগিয়ে আসবে। সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এতে জনসেবা তথা মানবসেবা হবে।

যেকোনো ক্ষুধার্ত প্রাণীকে দান দেওয়া ভালো। ছোটবেলা থেকেই তোমরা দানের অভ্যাস গড়ে তুলবে। দানে ত্যাগশক্তি বাড়ে। দানের পুণ্য ফলে জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করা যায়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধ হলেন–

ক. আলোর প্রদীপ খ. ধ্যানের প্রদীপ
গ. বিত্তের প্রদীপ ঘ. চিত্তের প্রদীপ

২. আমাদের মনে কিসের প্রদীপ জ্বালাতে পারি?

ক. রাতের প্রদীপ খ. দিনের প্রদীপ
গ. জ্ঞানের প্রদীপ ঘ. কামনার প্রদীপ

৩. প্রদীপের আলো–

ক. চিরস্থায়ী খ. অর্ধস্থায়ী
গ. উর্ধ্বস্থায়ী ঘ. ক্ষণস্থায়ী

৪. ধূপ পূজার জন্য কোন সময় উত্তম?

ক. সন্ধ্যাবেলা খ. সকালবেলা
গ. দুপুরবেলা ঘ. বিকালবেলা

৫. সংঘদান কাদের দান করা হয়?

ক. দায়ক–দায়িকাকে খ. শ্রমণদেরকে
গ. ভিক্ষুসংঘকে ঘ. জ্ঞাতিগণকে

৬. দানের পূর্বে দাতাকে কয়টি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?

ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পৃথিবীর সবকিছুই .....।
২. সর্বতৃষ্ণা, ... ক্ষয় যেন হয়।
৩. ধূপের ..... মতো আমাদের কুশলকর্মের সুবাস যেন বিরাজ করে।
৪. পুণ্যের ..... তেমনি হয় সুরভিত।
৫. দানের গুরুত্ব মানবজীবনে .....।
৬. মানুষের মধ্যে ..... ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বৌদ্ধধর্মে পূজা	১. প্রদীপ ছড়াতে পারি।
২. সমাজ ও বিশ্বে জ্ঞানের	২. দেওয়াই উত্তম।
৩. ঘনসার তৈলযুক্ত প্রদীপ	৩. ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৪. ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ের সৎ চেতনা	৪. ও সৎ কর্মের ভাব জেগে ওঠে
৫. অষ্টপরিষ্কার দান বলতে	৫. অন্ধকার দূর করে।
৬. সৎ পাত্রে দান।	৬. ভিক্ষু সংঘকে প্রদত্ত নানা দ্রব্য-সামগ্রীকে বোঝায়।
	৭. সুগতি লাভও করা যায়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. দান শব্দের অর্থ কী? দান করলে কী হয়?
২. প্রদীপ পূজা করলে কী হয়?
৩. জীবন অনিত্য কেন?
৪. অষ্টপরিষ্কার দান করতে কয়জন ভিক্ষুর প্রয়োজন? ভিক্ষুরা সেখানে কী করেন?
৫. দানের পূর্বে দাতাকে কী কী বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?
৬. কাকে দান দিলে বেশি পুণ্য লাভ হয়।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রদীপ পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।
২. পদ্যাকারে ধূপ পূজাটি লেখ।
৩. অসহায়–দুস্থদের সাহায্য করা উচিত কেন বর্ণনা কর।
৪. ধূপ পূজার পালি গাথাটি লেখ।
৫. অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়মাবলি বর্ণনা কর।
৬. দানের সুফল তুলে ধর।

তৃতীয় অধ্যায়

পূজা ও দান

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা করার কারণ বলতে পারবে।
৩.২ বাংলা অনুবাদসহ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা পালিতে বলতে পারবে।
৩.৩ দানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.৪ দানের প্রকারভেদ বলতে পারবে।
৩.৫ অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণসমূহ কী কী বলতে পারবে
৩.৬ অষ্টপরিষ্কার দানের উৎসর্গ মন্ত্র পালি ও বাংলায় আবৃত্তি করতে পারবে।

শিখনফল

৩.১.১ পূজা কী বলতে পারবে।
৩.১.২ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা কেন করা হয় বলতে পারবে।
৩.২.১ প্রদীপ পূজা ধূপ পূজার গাথা পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.২.২ পূজার দুইটি গাথা পদ্যাকারে বাংলায় আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.৩.১ দানের অর্থ বলতে পারবে।
৩.৩.২ দানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.৪.১ দানের নিয়মাবলি উল্লেখ করতে পারবে।
৩.৪.২ দানের প্রকারভেদ বলতে পারবে।
৩.৫.১ বিভিন্ন প্রকার দানের বিষয়বস্তু বিবৃত করতে পারবে।
৩.৫.২ অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণ কী কী বলতে পারবে।
৩.৬.১ বাংলা অনুবাদসহ অষ্টপরিষ্কার দানের উৎসর্গ গাথা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ০১ পৃষ্ঠা : ১৬

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধধর্মে পূজা ও দান ..... আবৃত্তি করতে হয়।'

শিখনফল

৩.১.১ পূজা কী বলতে পারবে।
৩.১.২ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা কেন করা হয় বলতে পারবে।

উপকরণ : বিহারে অথবা বাড়িতে বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধের ছবির সামনে প্রদীপ ও ধূপপূজার উপকরণ ও পাঠের ছবি অথবা স্লাইডের/ কম্পিউটারের স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রদর্শন।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।
- পূজা বিষয়ে আলোচনান্তে পাঠ সূচনা করবেন।
- আজকে কি তোমরা কোন পূজা করে এসেছো?
- কে কী পূজা করে এসেছ বল দেখি?
- শিক্ষক বলবেন ,আজকের পাঠ–পূজা ও দান।
- তারপর শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠটিকে শুরু করবেন, ধীরে ধীরে শুদ্ধ উচ্চারণে পড়াবেন।
- মনোযোগের সাথে পাঠটি শুনতে বলবেন; যেন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে।
- পাঠটি শেষ হলে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রছাত্রীকে পাঠটি পড়তে দেবেন।
- এরপর কয়েকটি প্রশ্ন করে উত্তর যাচাই করবেন-
- পূজার অর্থ কী?
- পূজা শব্দের অর্থ কী?
- তোমাদের জানা কয়েকটি পূজার নাম বল?
- পূজা কেন করা হয়? পূজার উদ্দেশ্য কী?
- পূজার দুইটি সুফলের কথা বল।
- বৌদ্ধরা প্রতিদিন কী পূজা করে?
- প্রদীপ পূজা করলে কী দূর হয়?
- অবিদ্যা, তৃষ্ণা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, অনিত্যতা– এ শব্দগুলোর মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবেন।
- প্রদীপ পূজা কোথায় কোথায় করা যায়?
- প্রদীপ পূজা কীভাবে করতে হয়? নিয়মটুকু বল দেখি?
- এভাবে প্রশ্নগুলো করে পাঠ–সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেবেন।
- না পারলে বারবার বলবেন, বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- পূজা কেন করা হয়- এ সম্পর্কে তোমার মতামত লেখ।

মূল্যায়ন

- পাঁচটি পূজার নাম বোর্ডে লিখে দিতে বলবেন।
- প্রদীপ পূজার ৫টি সুফল উল্লেখ করতে বলবেন।
- অবিদ্যা, তৃষ্ণা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, অনিত্যতা এ শব্দগুলোর অর্থ লিখে দিতে বলবেন।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. পূজা কী?
খ. দান কাকে বলে?
গ. বৌদ্ধরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় কী পূজা করে?
ঘ. প্রদীপের আলোতে কীদূর হয় ?
ঙ. লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা প্রভৃতি কী দ্বারা ক্ষয় হয়?

খ. বাক্য মিল কর

বাম	ডান
১. দানচিত্ত উৎপন্ন করতে	১. এবং সৎকর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়
২. পূজার মাধ্যমে দানচেতনা উৎপন্ন হয়	২. বুদ্ধের ছবি বা বুদ্ধমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।
৩. প্রদীপের আলো যেমন ক্ষণস্থায়ী, প্রদীপ পূজার মাধ্যমে	৩. পূজা ও দানের ভূমিকা অপরিসীম।
৪. প্রদীপ পূজার পূর্বে পবিত্র মনে	৪. আমরা জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বা অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারি।
	৫. মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।

বাড়ির কাজ

খ. বাড়িতে প্রদীপ পূজা কীভাবে করা হয়– বর্ণনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখে আনতে বলবেন।

গ. নিকটবর্তী কোনো বিহারে গিয়ে প্রদীপ পূজা কীভাবে করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেখতে বলবেন। (প্রত্যক্ষ পরিদর্শনমূলক)

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১৭

বিষয়বস্তু : 'প্রদীপ পূজা গাথাটি নিম্নরূপ ..... জীবনের কথা চিন্তা করবে।'

শিখনফল

৩.১.২ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা কেন করা হয় বলতে পারবে।

৩.২.১ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজার গাথা পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে।

৩.২.২ পূজার দুইটি গাথা বাংলায় আবৃত্তি করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ ১–এর অনুরূপ।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে পূর্ব পাঠ সম্পর্কে জানতে চাইবেন। দুই একটি প্রশ্ন করবেন।
- এরপর 'প্রদীপ পূজা পালি গাথাটি'– সুর ও ছন্দ দিয়ে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করবেন।
- বাংলা অনুবাদ বুঝিয়ে দিবেন।
- পদ্যাকারে (প্রদীপ পূজার) বাংলা গাথাটিও আবৃত্তি করে শোনাবেন।
- প্রদীপ পূজার নিয়মটি আবার বলে দেবেন।
- এর মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিবেন।
- পরে ছাত্র-ছাত্রীকে পালি গাথাটি সুর করে আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন।
- এর বাংলা অনুবাদ বুঝিয়ে দেবেন।
- পদ্যাকারে বাংলা গাথাটিও (দলীয়ভাবে এক একজন করে) সুর ও ছন্দে আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এতে শিক্ষার্থীগণ বেশ আনন্দ পাবে এবং পাঠশিক্ষাও সুন্দর হবে।
- কঠিন পালি ও বাংলা শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। যেমন– ঘনসারপ্প, তমধংসিনা, তিলোকদীপং তমোনুদং, ত্রিলোক, অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী।

মূল্যায়ন

- শিক্ষার্থীদেরকে কোনো বিহারে নিয়ে গিয়ে প্রদীপ পূজা কীভাবে করতে হয় দেখাতে বলবেন।

ক. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. প্রদীপ পূজার পালি গাথাটি লেখ।
২. প্রদীপ পূজা কীভাবে করতে হয় বর্ণনা কর।
৩. প্রদীপ পূজার পদ্যাকারের বাংলা গাথাটি লিখে দাও।
৪. প্রদীপ পূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৫. 'প্রদীপের আলো অন্ধকার দূর করে' – এর অর্থ কী?

খ. শূন্যস্থান পূরণ

১. "..... দিত্তেন দীপেন তমধংসিনা,
তিলোক দীপং সম্বুদ্ধং পূজায়ামি ..... ।"
২. "আলোক যথা ..... হরে,
..... আলোক জ্বালিয়ে ..... দূর করে।"
৩. জীবনের ..... শিখা যায় নিভিয়া।
৪. প্রদীপের আলোর ন্যায় ..... গড়ার শপথ নেবে।

গ. ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও

১. "প্রদীপের আলো ত্রিলোকের অজ্ঞানতা বিনাশকারী" বলতে কী বোঝ?
২. "প্রদীপের সলিতা যেমন ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয় হয়, এই জীবন ও অনিত্য" - এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৩. প্রদীপের গন্ধে জীবনের তুলনা করা হয়েছে কেন? - বুঝিয়ে দাও।
৪. পালি শব্দগুলো সমস্বরে উচ্চারণ করে দেবেন।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা:
যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে (বিশেষ করে পালি উচ্চারণ ও বন্দনা রীতি) তাদের তিরস্কার না করে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা ও বন্দনা উচ্চারণকরে বলবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পালি ভাষা উচ্চারণ বা বুঝতে পেরেছে তাদের সাহায্যে পাঠটি সমস্বরে বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগীতার কারন জানার চেষ্টা করতে পারেন।
৫. প্রয়োজনে ক্লাসে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন।

বাড়ির কাজ

১. বঙ্গানুবাদসহ প্রদীপ পূজার পালি গাথা/ পদ্যাকারে বাংলা গাথা লিখ।
২. পাঠের ছবিটি (প্রদীপ পূজার) সুন্দর করে অঙ্কন করে আনতে দেবেন।

পাঠ : ০৩ পৃষ্ঠা : ১৮–১৯

বিষয়বস্তু : '(ধূপ পূজা) সুগন্ধ ধূপ দিয়েই ..... গভীর ভক্তি উৎপন্ন হবে।'

উপকরণ : পাঠ ১-এর অনুরূপ।

শিখনফল

৩.১.২ প্রদীপ পূজা ও ধূপপূজা কেন করা হয় বলতে পারবে।
৩.২.১ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজার গাথা পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে।
৩.২.২ পূজার দুটি গাথা পদ্যাকারে বাংলায় আবৃত্তি করতে পারবে।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
- মেধা যাচাইয়ের জন্য পূর্ব পাঠ থেকে দুই-একটি প্রশ্ন করবেন।
- না পারলে পুনরায় বলে দেবেন।
- এরপর আজকের পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- সুর ও ছন্দ দিয়ে ধূপ পূজার পালি গাথাটি আবৃত্তি করবেন।
- এর বঙ্গানুবাদ বুঝিয়ে দেবেন।
- পদ্যাকারে বাংলা গাথাটি আবৃত্তি করবেন।
- পুরো পাঠটি অনুবাদ ও কঠিন শব্দার্থসহ বুঝিয়ে দেবেন।
- উচ্চারণের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পালি ও পদ্যাকারে বাংলা গাথা দুইটি সুর করে আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন।
- এতে অন্যদের ত্রুটি দূর হবে এবং মনোযোগ আকর্ষিত হবে।
- এরপর পাঠ সংশ্লিষ্ট দুই-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন–

ক. ধূপ পূজা কেন করা হয়? কখন করতে হয়?
খ. এ পূজা করলে কী হয়।
গ. ধূপপূজায় আমাদের কী চেতনা জেগে ওঠে?
ঘ. ধূপ পূজা করতে আনন্দ লাগে কেন?
ঙ. ধূপের সুগন্ধির সাথে মানুষের কিসের তুলনা করা হয়েছে?

- এরপর কতিপয় বাড়ির কাজ দেবেন।

ছাত্রছাত্রীরা যেন আনন্দ নিয়ে তা করতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ

- ধূপপূজা কীভাবে করতে হয় কোনো বিহারে গিয়ে দেখিয়ে দিতে বলা এবং ধূপ পূজার আগে-পরে কী করতে হয় তা বর্ণনা করতে দেবেন।
- পূজার দুটি গাথাটি পদ্যাকারে বাংলায় আবৃত্তি করতে দেবেন।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

বাম	ডান
১. ধূপের সুগন্ধ ও সুবাস যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে,	১. ও সৎকর্মের ভাব জেগে ওঠে।
২. ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ের সৎ চেতনা	২. ধূপে নাহং সুগন্ধি না।
৩. গন্ধসম্ভার যুত্তেন	৩. পুণ্য লাভ করি।
৪. জন্ম-জন্মান্তরে যেন	৪. তেমনি আমাদের কুশল-কর্মের সুবাস সর্বত্র বিরাজ করে।
	৫. পুণ্যের সঞ্চয় তেমনি হয় সুরভিত।

খ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক $(\surd)$ চিহ্ন দাও

১. ধূপ পূজায় আমাদের হৃদয়ে কীচেতনা উৎপন্ন হয়?

ক. সুগন্ধি চেতনা　　খ. আনন্দ চেতনা
গ. সৎ চেতনা　　ঘ. গর্ব চেতনা

২. একাগ্র চিত্তে গাথা আবৃত্তি না করলে চিত্তে কী আসে না?

ক. সৎ ভাব　　খ. প্রীতি ভাব
গ. ক্রোধভাব　　ঘ. আনন্দ ভাব

৩. পূজিতেছি ভক্তিচিত্তে।

ক. বুদ্ধ ভগবানে　　খ. ঋদ্ধি দেবগণে
গ. নর কীর্তিমানে　　ঘ. নর-দেবগণে

বাড়ির কাজ

১. ধূপ পূজারত (পিতা-মাতাসহ বালক-বালিকার) একটি ছবি এঁকে আনতে বলবেন।
২. ধূপ পূজার পালি গাথা ও পদ্যাকারে বাংলা গাথা লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ০৪ পৃষ্ঠা : ১৯–২০

বিষয়বস্তু : ‘ মানবজীবনে দানের ..... কঠিন চীবর দান ইত্যাদি।’

উপকরণ : নানা ধরনের দানীয় সামগ্রীর তালিকা, পোস্টার পেপার, রঙিন সাইন পেন।

শিখনফল

৩.৩.১ দানের অর্থ বলতে পারবে।
৩.৩.২ দানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.৪.১ দানের নিয়মাবলি উল্লেখ করতে পারবে।

৩.৪.২ দানের প্রকারভেদ বলতে পারবে।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- প্রতিদিনের মতো শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
- পূর্বের পাঠগুলোর বিষয়বস্তু মনে আছে কি না জানতে চাইবেন।
- প্রয়োজনবোধে পূর্বের পাঠগুলো থেকে দুই-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষকের দায়িত্বই হচ্ছে শেখানো।
- এরপর নির্ধারিত পাঠ আস্তে আস্তে পড়ে শোনাবেন।
- মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।
- মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হঠাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের একজনকে পড়তে বলবেন।
- পুরো পাঠ পড়ানোর পর কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো পড়তে বলবেন।
- দান যে মানবজীবনের সর্বত্র প্রয়োজন-এর গুরুত্ব বুঝিয়ে দেবেন।
- কোন ধরনের দান প্রশংসনীয়/ অপ্রশংসনীয় তা বোঝাবেন।
- দানের পূর্বে কয়টি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয় তা কয়েকবার উচ্চারণ করবেন।
- দাতাদের মধ্যে কে বেশি শ্রেষ্ঠ শোনাবেন।
- দাতার গুণাবলি উল্লেখ করবেন।
- দানের উপকারিতা ও কার্যকারিতা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- উপকরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে বলবেন।
- দান করতে যেন উৎসাহ পায় সেজন্য প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধ গল্প সম্পর্কিত দুই-একটি ঘটনা বলবেন।
- পাঠ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-

– 'দান' শব্দের অর্থ কী?
– প্রকৃত দান কাকে বলে?
– দানের মাধ্যমে কী মনোভাব সৃষ্টি হয়?
– দানকে দুঃখ ত্রাণকারী বলা হয় কেন?
– দান কিসের সোপান?
– দশ প্রকার দানবস্তু কী কী ?
– দান সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখ।

পরিকল্পিত কাজ

- দানের উপকারিতা ও কার্যকারিতা খাতায় লিখ।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো পরিচালনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

ক. *সংক্ষেপে উত্তর দাও*

১. সর্বোৎকৃষ্ট দান কোনটি?
২. দানের পূর্বে দাতাকে কয়টি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়? এগুলো কী কী?
৩. কাকে দান করলে পুণ্য লাভ বেশি হয়? কেন?
৪. দানের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
৫. মানব জীবনে দানের গুরুত্ব অপরিসীম কেন?

খ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও

১. প্রকৃত দান কী–

ক. শ্রদ্ধা উৎপন্ন করা
খ. নিঃস্বার্থ ত্যাগ
গ. মূল্যবান দ্রব্য দান করা
ঘ. দুস্থ/ অসহায়দেরকে দান করা

২. দানের দ্বারা কী বিদূরিত হয়?

ক. লোভ, দ্বেষ, মোহ
খ. হিংসা, লোভ, ক্রোধ
গ. ঘৃণা, নিন্দা, পাপ
ঘ. চিত্তের মলিনতা, অজ্ঞানতা

৩. শাস্ত্রের বচনে দানবস্তু –

ক. ৭টি
খ. ৮টি
গ. ৯টি
ঘ. ১০টি

৪. বৌদ্ধমতে সর্বোকৃষ্ট দান হলো–

ক. অন্নদান, বস্ত্রদান
খ. বিত্ত দান, গৃহদান
গ. ধর্মদান, বিদ্যাদান
ঘ. হৃদয়দান, জীবনদান

৫. দানের পূর্বে দাতাকে কয়টি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?

ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত ..... হয়, ... বৃদ্ধি পায়।
২. দান মানুষের .... বটে।
৩. দানীয় বস্তু ..... অর্জিত হতে হবে।
৪. ..... পাত্রে দান দিতে হবে।

বাড়ির কাজ

১. দানের কার্যকারিতার উপর দুইটি অনুচ্ছেদ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ০৫ পৃষ্ঠা : ২১

বিষয়বস্তু : 'অষ্টপঙ্কিার দান, বৌদ্ধধর্মে দান একটি ..... ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।'

উপকরণ : অষ্টপরিষ্কার দানের দানীয় বস্তু এবং পাঠের ছবি।

শিখনফল

৩.৫.১ বিভিন্ন প্রকার দানের বিষয়বস্তু বিবৃত করতে পারবে।
৩.৫.২ অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণ কী কী বলতে পারবে।
৩.৬.১ বাংলা অনুবাদসহ অষ্টপরিষ্কার দানের উৎসর্গ গাথা বলতে পারবে।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে পূর্বের পাঠ মনে আছে কি না জানতে চাইবেন।
- পূর্বের পাঠ-সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- বিশেষ করে কয়েকটি দানের নাম উল্লেখ করতে বলবেন।
- এরপর বলবেন , আজকের পাঠ 'অষ্টপরিষ্কার দান'।
- তোমরা কী অষ্টপরিষ্কার দানের কথা শুনেছ, দেখেছ? জানতে চাইবেন।
- বলবেন– পাঠটি দেখ, আমি এ সম্পর্কে বলছি।
- পড়ানোর সময় অষ্টপরিষ্কার দান কী, আটটি দানীয় দ্রব্য কী কী এবং এ দান কীভাবে করতে হয় প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়ে দেবেন।
- অনুবাদসহ গাথাটি মুখস্থ শেখাবেন।
- গাথাটি ক্লাসে বলতে দিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে শিখিয়ে নেবেন।
- আটটি দানীয় সামগ্রীর নাম কী কী বারবার জানতে চাইবেন।
- এগুলো ক্লাসেই মুখস্থ শিখিয়ে নেবেন।
- বোর্ডে লিখে দিতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- অষ্টপরিষ্কার দানের দানীয় সামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- বিহারে অথবা বাড়িতে নিয়ে অষ্টপরিষ্কার দান প্রত্যক্ষভাবে দেখাবেন। (পরিদর্শনমূলক)

মূল্যায়ন

ক. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. অষ্টপরিষ্কার দানের বিবরণ দাও।
২. এ দানের নিয়ম সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।
৩. বঙ্গানুবাদসহ এ দানের গাথাটি মুখস্থ লেখ।

এক কথায় উত্তর দাও

১. অষ্টপরিষ্কার দানে ভিক্ষুর ব্যবহার্য দ্রব্য কয়টি? উত্তর .....।
২. এ দান ইচ্ছা করলে বছরে কতবার করা যায়? উত্তর .....।
৩. এ দান করতে কতজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়? উত্তর .....।
৪. দানীয় বস্তু সাজিয়ে কাদের সামনে রাখতে হয়? উত্তর .....।

৫. দানের গাথাটি কাদের মুখে মুখে উচ্চারণ করতে হয় ? উত্তর ..... ।

৬. কতবার উচ্চারণ করতে হয় ? উত্তর ..... ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

বাম	ডান
১. বৌদ্ধরা নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনায় ২. অষ্টপরিষ্কার দান বলতে ৩. নিজ গৃহে অথবা ৪. অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়ম হলো ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ৫. ইমং ভিক্খং	১. অট্ঠ পরিকখারং ভিক্খুসংঘসস ২. বিহারে এই দান সম্পন্ন করা যায়। ৩. ও সুখ-শান্তি লাভের আশায় এ দান করে থাকে। ৪. ভিক্ষুর ব্যবহার্য আটটি দ্রব্যসামগ্রী বোঝায়। ৫. নানা দানীয় বস্তু সাজিয়ে ভিক্ষুসংঘের সামনে রাখতে হয়।

বাড়ির কাজ

১. তোমার দেখা একটি অষ্টপরিষ্কার দানের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

পাঠ : ০৬ পৃষ্ঠা : ২২

বিষয়বস্তু : 'অষ্টপরিকার দানের পূর্বে ..... সুগতি লাভ করা যায়। '

উপকরণ : পাঠ ৫-এর অনুরূপ।

শিখনফল

৩.৩.২ দানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.৪.১ দানের নিয়মাবলি উল্লেখ করতে পারবে।

৩.৫.১ বিভিন্ন প্রকার দানের বিষয়বস্তু বিবৃত করতে পারবে।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- পাঠটি যেহেতু শেষ পাঠ, সেহেতু শিক্ষক পুনরায় পূর্বের পাঠের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন-এবার তিনি তাঁর আজকের পাঠ শুরু করবেন।
- অধ্যায়ের শেষ পাঠ হিসেবে শিক্ষক বারবার ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, মনোযোগ দিতে বলবেন।
- পাঠ শেষ হলে শিক্ষক এবার দুই-একজনকে নিদিষ্ট দুই-একটি অনুচ্ছেদ পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও মেধা যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

যেমন- অষ্টপরিষ্কার দানের পূর্বে ভিক্ষুরা কী কী করেন?

- কাদের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন? কেন করেন?
- এতে কি উপকার হয়?

- দায়ক-দায়িকেরা 'সাধু সাধু সাধু' বলে কেন ?
- দান দিলে চিত্তের উদারতা বাড়ে কেন ?
- দান কী একটি পুণ্য কর্ম ?
- এতে কী মানবসেবা হয় ?
- দানের পুণ্য ফলে মানুষের কী হয় ?

● শিক্ষক এ প্রশ্নগুলো করলে পাঠ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরো ধারণা লাভ করতে পারবে।

পরিকল্পিত কাজ

● তোমার দেখা অষ্টপরিষ্কার দান আয়োজনের একটি পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ কর।

মূল্যায়ন

ক. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. অষ্টপরিষ্কার দানের পূর্বে-পর নিয়মাবলি বর্ণনা কর।
২. দানের কার্যকারিতার উত্তর দশটি বাক্য লেখ।
৩. "ছোটবেলা থেকেই তোমরা দানের স্বভাব গড়ে তুলবে" –এর কারণ ব্যাখ্যা কর।
৪. "দানে ত্যাগ শক্তি বাড়ে"– কথাটি বুঝিয়ে দাও।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. অষ্টপরিষ্কার দানের গুরুত্ব তুলে ধরে .....করেন।
২. এ দানের দ্বারা..... অশুভ ও ..... দূর হয়।
৩. মানুষের ..... সাহায্যের হাত ..... দেবে।
৪. তোমাদের শ্রেণিতে কোন ..... থাকলে তাকে সাধ্যমতো ..... করবে।
৫. যে কোনো .....দান দেওয়া ভালো।
৬. দানের ..... জীবন সুন্দর ও ..... হয়।
৭. মৃত্যুর পর .....লাভ হয়।

গ. এককথায় উত্তর দাও

১. অষ্টপরিষ্কার পূর্বে ভিক্ষুগণ জীবিত ও মৃত জাতিগণের মঙ্গলের জন্য কী করেন? উত্তর.....।
২. দায়ক-দায়িকারা 'সাধু সাধু সাধু' বলে কখন ? উত্তর.....।
৩. এ দানের দ্বারা দাতার কী হয়? উত্তর.....।
৪. মানুষের আপদে-বিপদে কী বাড়িয়ে দেবে? উত্তর.....।
৫. কখন দান দিতে এগিয়ে আসবে? উত্তর .....।
৬. দানের কী হয়? উত্তর.....।
৭. দানের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে কখন থেকে? উত্তর.....।
৮. দানে কী বাড়ে? উত্তর.....।

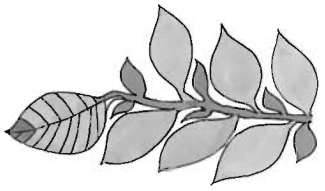

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রামণ্য শীল

শীল শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র, নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা। সুশীল বালক বলতে চরিত্রবান বালককেই বোঝায়। সুতরাং একজন সৎ মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিকে শীল বলে।

শ্রামণ্য শীল বলতে দশশীলকে বোঝায়। অর্থাৎ শ্রামণগণ যে শীল পালন করেন তাকে শ্রামণ শীল বলা হয়। প্রত্যেক গৃহীকে একবার হলেও শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিতে হয়। শ্রামণ বলতে শিক্ষার্থীকে বোঝায়। শ্রামণ হচ্ছে ভিক্ষু হবার প্রাথমিক স্তর। শ্রামণ হয়ে কমপক্ষে এক সপ্তাহ থাকতে হয়। শ্রামণদের নিত্যপালনীয় শীলই দশশীল। শ্রামণেরা সৎকর্মে রত থাকেন।

প্রব্রজিতেরা সুখের পথ খুঁজে পান। তাঁদের পুণ্যকর্ম করার যথেষ্ট সময় থাকে। তাঁদের পুণ্যকর্ম পরিশুদ্ধ থাকে। তাতে মুক্তির পথ সুগম হয়। বুদ্ধশাসনে পুত্র দান করলে মাতাপিতার প্রভুত পুণ্য সঞ্চয় হয়। সুষ্ঠু ধর্মীয় জীবন গঠনের জন্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্য।

এখন আমরা গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য কী তা জানব। গৃহী বা উপাসক–উপসিকারা নিত্য পঞ্চশীল পালন করে থাকে। তারা পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীলও পালন করে। সুতরাং পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গৃহীদের প্রতিপাল্য বিষয়।

গৃহীদের মধ্যে যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেন, তাঁদের শ্রামণ বলা হয়। শ্রামণ হচ্ছে গৃহী ও ভিক্ষুর মধ্যবর্তী স্তর। ভিক্ষু হতে হলে প্রথমে শ্রামণ হতে হয়। শ্রামণদের দশশীল পালন করতে হয়। তাদেরকে বিহারের প্রাত্যহিক কর্মও সম্পন্ন করতে হয়। ভোরে ঘুম থেকে উঠে শ্রামণদের প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে হয়। তারপর ভালোভাবে হাত, মুখ ধুয়ে নিতে হয়। সকাল-বিকাল ভিক্ষুর নিকট দশশীল গ্রহণ করতে হয়।

এবার দশশীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা জানব।

দশশীল গ্রহণ করার সময় নতজানু হয়ে হাত জোড় করে বসতে হয়। প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা

করতে হয়। তারপর গুরু ভিক্ষুর নিকট দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। আবৃত্তি করার সময় পালি ও বাংলা উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করতে হয়।

শ্রামণগণ গুরু ভন্তের নিকট দশশীল গ্রহণরত

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

বঙ্গানুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি ত্রিশরণসহ শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দশশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরেয–মজ্জ–পমাদট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চ–গীত–বাদিত–বিসুকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮. মালা–গন্ধ–বিলেপন– ধারণ মণ্ডন বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৯. উচ্চাসযন–মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
১০. জাতরূপ রজত পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খপদং সমাদিযামি।

বঙ্গানুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্তবস্তু গ্রহণ (চুরি) থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা–মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য–গীত–বাদ্য উৎসব প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. মাল্যধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য লেপন, প্রসাধন দ্রব্য, অলংকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৯. উচ্চাসন ও মহাশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
১০. সোনা–রুপা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

শীল পালনের মাধ্যমে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

সর্বজীবে দয়া, আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি নৈতিক গুণ শিক্ষা লাভ করি। এ নৈতিক গুণগুলো তোমরাও অর্জন করবে। অন্যদেরকেও অর্জন করতে সহায়তা করবে।

দুষ্ট বালকদের তোমরা কীভাবে সৎপথে আনবে? মনে কর, তোমাদের কোনো বন্ধু ডোবার ব্যাঙকে ঢিল ছুড়ছে। কেউ বা একটি ছাগলছানা ধরে অনর্থক মারধর করছে। মনে রাখবে, এগুলো অত্যন্ত খারাপ আচরণ। তোমরা এসব খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। এদের এভাবে কষ্ট দিও না। প্রাণীর প্রতি তোমাদের এই যে মমতা– এটাকেই বলে জীবে দয়া। এটা পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশশীলের প্রথম শীল।

এবার শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি ঘটনা বলব। তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

অনেক দিন আগের কথা। এক ব্রাহ্মণের ছেলে তক্ষশিলায় গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করত। সে মনোযোগের সাথে পড়ালেখা করে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল। পরে সেই ব্রাহ্মণপুত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। বারাণসীর রাজা তার পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে রাজদরবারে পুরোহিতের পদে নিয়োগ করেন।

তিনি প্রতিদিন শীল পালন করতেন। কোনো দিন একটি শীলও ভঙ্গ করতেন না। রাজা–প্রজা সবাই শ্রদ্ধা করতেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন– আমাকে সবাই কেন শ্রদ্ধা করে তা পরীক্ষা করব।

তিনি একদিন রাজভাণ্ডার থেকে একখানি সোনার কাঠি তুলে নিলেন। ধনরক্ষক তাঁকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন বলে প্রথম দিন কিছু বলল না। তিনি তিন দিনে তিনটি সোনার কাঠি রাজভাণ্ডার থেকে অন্য জায়গায় রেখে দিলেন। তখন ধনরক্ষক তাকে রাজার নিকট বেঁধে নিয়ে বলল, ইনি রাজকীয় ধন আত্মসাৎ করেছেন। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন– ঠাকুর, এ কথা কি সত্য? ব্রাহ্মণ বললেন, মহারাজ, আমি আপনার ধন আত্মসাৎ করিনি। আমার জানতে ইচ্ছা হয়েছিল, শীলবান ও বিদ্বান-এ দুজনের মধ্যে কার গুণ বেশি। এখন বুঝলাম, বিদ্বানের চেয়ে শীলবান বা চরিত্রবানই শ্রেষ্ঠ।

রাজা ব্রাহ্মণের প্রশংসা করলেন। তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর কর্তব্য সততার

সাথে সম্পন্ন করতে লাগলেন। বলতো এই ব্রাহ্মণ কে? ইনি ছিলেন বোধিসত্ত্ব (গৌতম বুদ্ধ)। তিনি তাঁর পূর্ব জন্মের একটি উদাহরণ দিয়ে কাউকে চুরি না করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

বিদ্যা এবং চরিত্র দুটোই মানুষের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার কোনো মূল্য নেই। তোমরাও বিদ্যা অর্জনের সাথে সাথে নিজেদের চরিত্র গঠন করবে। শীল হচ্ছে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার।

এবার শীল পালনের সুফল সম্পর্কে জানব।

এক সময় বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের মানসে পাটলি গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় উপাসক–উপাসিকারা বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট খাদ্য–ভোজ্য দান করেন। বুদ্ধ ভোজন শেষে তাদের উদ্দেশে শীল পালনের সুফল বর্ণনা করেন। শীল পালনের সুফলগুলো নিম্নরূপ:

১. শীলবানদের শীল পালনের সুকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
২. শীল পালনের দ্বারা সৎপুরুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যায়।
৩. শীলবান ব্যক্তিরা সর্বদা নির্ভয় থাকে। নিঃসঙ্কোচে ও প্রফুল্ল চিত্তে যথা-তথায় উপস্থিত হন।
৪. শীলবানেরা সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন।
৫. তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।
৬. তাঁরা অপরের উপকার সাধন করে পুণ্য অর্জন করেন।
৭. তাঁদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁরা সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

তোমরা দুঃশীল বা চরিত্রহীন লোকের কী কী ক্ষতি হয় জান?

১. সে পাপ কাজ করে সৎবন্ধু হারায়।
২. সকলে তাকে নিন্দা করে।
৩. সে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।
৪. সে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিন কাটায়।
৫. তার দুর্নাম সর্বত্র প্রচারিত হয়।

জগতে সবাই সুখ চায়। দুঃখ কেউ চায় না। সুখ পেতে হলে সচ্চরিত্রবান হবে। পুণ্য পথে চলবে। এতে তোমরা ইহকাল ও পরকালে শান্তি লাভ করবে।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. গৃহী বা উপাসক–উপাসিকারা নিত্য কোন শীল পালন করে থাকেন?

ক. দশশীল খ. পঞ্চশীল
গ. প্রাতিমোক্ষ শীল ঘ. ধুতাঙ্গ শীল

২. যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেন, তাঁদেরকে কী বলা হয়?

ক. ভিক্ষু খ. ব্রাহ্মণ
গ. শ্রামণ ঘ. আপন

৩. ব্রাহ্মণের ছেলে কোথায় গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করত?

ক. তক্ষশিলা খ. বিক্রমশীলা
গ. পাহাড়পুর ঘ. শ্রাবস্তী

৪. কোন দুইটি মানুষের অমূল্য সম্পদ?

ক. ধন ও রত্ন খ. টাকা ও পয়সা
গ. রাজা ও প্রজা ঘ. বিদ্যা ও চরিত্র

৫. প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কে ছিলেন?

ক. প্রত্যেক বুদ্ধ খ. শ্রাবক বুদ্ধ
গ. বোধিসত্ত্ব ঘ. আর্যমিত্র বুদ্ধ

৬. মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার কী?

ক. মণিমুক্তা খ. শীল
গ. ধনরত্ন ঘ. সোনা–রুপা

৭. শীলবানেরা মৃত্যুর পর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. স্বর্গে খ. নরকে
গ. মনুষ্যকুলে ঘ. ব্রাহ্মণকুলে

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শ্রামণ্য শীল ভিক্ষু জীবনের ..... স্তর ।
২. শ্রামণদের নিত্য ..... শীলই দশশীল।
৩. শ্রামণ হচ্ছে গৃহী ও ভিক্ষুর..... স্তর।
৪. এখন বুঝলাম, বিদ্বানের চেয়ে ..... শ্রেষ্ঠ।
৫. শীলবানেরা সজ্ঞানে..... করেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. প্রব্রজিতেরা সুখের পথ	১. নিয়ে বাস করে।
২. পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গৃহীদের	২. মৃত্যুবরণ করেন।
৩. গৃহীরা পরিবার পরিজন	৩. শীল প্রদান করুন।
৪. অনুগ্রহ করে আমাদের	৪. প্রতিপাল্য বিষয়।
৫. দুঃশীল ব্যক্তি মৃত্যুর পর	৫. খুঁজে পায়।
৬. শীলবানেরা সজ্ঞানে	৬. জীবন গঠন করতে হয়।
	৭. দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. সুশীল বালক বলতে কাকে বোঝায়?
২. শ্রামণ্য শীল কাকে বলে?
৩. দশশীল কাদের পালন করতে হয়?
৪. নৈতিক গুণের তিনটি উদাহরণ দাও।
৫. পালি 'মুসাবাদা' শব্দের বাংলা অর্থ কী?
৬. ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাজপরিবারে কী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শীলবান ব্যক্তির বিশেষ গুণগুলো তুলে ধর।
২. গৃহী শীল ও শ্রামণ্য শীলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
৩. দশশীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় বর্ণনা কর।
৪. দশশীলের বাংলা অনুবাদ লেখ।
৫. শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কের কাহিনীটি বর্ণনা দাও।
৬. শীল পালনের পাঁচটি সুফল উল্লেখ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রামণ্য শীল

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য বলতে পারবে।
৪.২ দশশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৩ দশশীল পালি ও বাংলায় উল্লেখ করতে পারবে।
৪.৪ শীল পালনের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।
৪.৫ ধর্মীয় নীতিবোধের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবাসতে শিখবে।
৪.৬ প্রকৃতি ও পরিবেশ রায় নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবে।

শিখনফল

৪.১.১ গৃহী ও শ্রামণ্য শীল কী বলতে পারবে।
৪.১.২ গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।
৪.২.১ দশশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।
৪.৩.১ দশশীল শুদ্ধরূপে পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে।
৪.৩.২ দশশীলের বাংলা অনুবাদ করতে পারবে।
৪.৪.১ শীল পালনের পাঁচটি সুফল উল্লেখ করতে পারবে।
৪.৫.১ ধর্মীয় নীতিবোধে শীল পালন ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে আগ্রহী হবে।
৪.৬.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ – ১ পৃষ্ঠা – ২৫

বিষয়বস্তু : শীল শব্দের অর্থ হচ্ছে ..... দশশীল গ্রহণ করতে হয়।

শিখনফল

৪.১.১ গৃহী ও শ্রামণ্য শীল কী বলতে পারবে।
৪.১.২ গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ : গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্যের চার্ট।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলবেন

- তোমরা চতুর্থ শ্রেণিতে কোন শীল সম্পর্কে জেনেছ?
- শীলগুলো ক্রমানুসারে বল।

- প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অনেকে দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে দুই/তিনজন শিক্ষার্থীকে উত্তর জিজ্ঞাসা করে শিক্ষক তাদের উত্তর যথাযথ কি না ঠিক করে দেবেন।

- শিক্ষক গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য চার্ট দেখিয়ে চিহ্নিত করবেন।
- চার্টে উল্লিখিত বিষয় জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- আজকে আমরা গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য সম্পর্কে জানব।
- শিক্ষক পাঠটির পরিসর শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিয়ে পাঠ শুরু করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ অনুসরণ করতে বলবেন।
- তারপর কয়েকজনকে পাঠটি পড়তে বলবেন এবং
- পাঠ শেষে তারা উত্তর দিতে পারে কি না যাচাই করবেন :

- 'শীল' শব্দের অর্থ কী?
- কারা দশশীল পালন করেন?

- প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থী পাঠ্যাংশ থেকে দেবে।
- শিক্ষক উত্তর প্রদানে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- গৃহীশীলের শিক্ষা নিজের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করতে পার– দুইটি উদাহরণ দাও।

মূল্যায়ন

- পাঠ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে লিখিত ও মৌখিক উভয়ভাবে মূল্যায়ন করবেন।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. সুশীল বালক বলতে কাকে বোঝায়?
২. দশশীলকে শ্রামণ্য শীল বলা হয় কেন?
৩. গৃহী ও ভিক্ষুদের মধ্যবর্তী স্তর কোনটি?
৪. গৃহীরা কখন অষ্টশীল পালন করে?

বাড়ির কাজ

- গৃহীশীল ও শ্রামণ্য শীলের পার্থক্য বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা :

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে (বিশেষ করে পালি উচ্চারণ ও বন্দনা রীতি) তাদের তিরস্কার না করে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা ও বন্দনা উচ্চারণকরে বলবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পালি ভাষা উচ্চারণ বা বুঝতে পেরেছে তাদের সাহায্যে পাঠটি সমস্বরে বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগীতার কারন জানার চেষ্টা করতে পারেন।
৫. প্রয়োজনে ক্লাসে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন।

পাঠ–২ পৃষ্ঠা- ২৫-২৭

বিষয়বস্তু : 'এবার দশশীল কীভাবে গ্রহণ ..... আমাকে শীল প্রদান করুন।'

শিখনফল

৪.২.১ দশশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শ্রামণ্যগণ গুরু ভন্তের নিকট দশশীল গ্রহণরত ছবি ও অডিও সিডি।

শিখন–শেখানো কার্যবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- অডিও সিডি থেকে দশশীল প্রার্থনা শিক্ষার্থীদের শোনাবেন।

- পাখা হাতে যিনি বসে আছেন, তাঁকে কী বলা হয়?
- যারা করজোড়ে বসে আছেন, তাঁরা কী নামে পরিচিত?

- শিক্ষার্থীরা আগ্রহসহকারে আলোচনা করবে।
- শিক্ষক পাখা হাতে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন গুরু ভন্তে এবং পাশে উপবিষ্ঠ যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন শ্রামণ, এ কথা ছবি দেখিয়ে বলে দিতে হবে।
- পাঠটি শিক্ষক প্রথম একবার পাঠ করে শোনাবেন।
- শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের দশশীল আবৃত্তি করবে।
- দুই/তিনজন শিক্ষার্থীকে পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের ভুল উচ্চারণ শুদ্ধ করে দেবেন।
- পরে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল কি না যাচাই করবেন-

- কার নিকট দশশীল প্রার্থনা করতে হয়?
- ত্রিশরণ কয়বার উচ্চারণ করতে হয়?

- উত্তর দুইটি সহজ-সরল। অনেকেই উত্তর দিতে পারবে।

পরিকল্পিত কাজ

- দশশীল প্রার্থনা শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে। (দলগত কাজ)

মূল্যায়ন

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. দশশীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয়?
২. দশশীল পালিতে প্রার্থনা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ কর।
৩. দশশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ লেখ।
৪. 'অনুগগহং' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

বাড়ির কাজ

- অনুশীলনীর দুটি প্রশ্ন-উত্তর বাড়ি থেকে শিখে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ২৭-২৮

বিষয়বস্তু : 'দশশীল পাণাতিপাতা বেরমণী ..... দশশীলের প্রথম শীল।'

শিখনফল

৪.৩.১ দশশীল শুদ্ধরূপে পালিতে আবৃত্তি করতে পারবে।

৪.৩.২ দশশীলের বাংলা অনুবাদ করতে পারবে।

উপকরণ : দশশীলের পালি ও বাংলা অনুবাদ পাশাপাশি বোর্ডে প্রদর্শন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।
- শিক্ষক বলবেন, দশশীল শ্রামণদের প্রতিপাল্য। গুরু ভন্তের নিকট দশশীল গ্রহণ করতে হয়।

- তোমরা পূর্বপাঠের দশশীল প্রার্থনা পালিতে বলতে পারবে তো?

- তারা অনেকেই উত্তর দিতে পারবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করে বলতে পারে কিনা দেখবেন।
- তারপর দশশীল পালিতে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করে পাঠ করবেন।
- কারণ শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য এটা মুখস্থ রাখা কঠিন ব্যাপার।
- এতদসঙ্গে বাংলা অনুবাদও পাঠ করে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পালিতে যথাযথ উচ্চারণ করতে পারে কি না কয়েকজনকে পড়তে বলবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আদায় করবেন।

- পালিতে প্রথম শীল কী বল।

- 'সিক্খাপদং শব্দের বাংলা অর্থ কী?

- প্রথমটির উত্তর শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে।
- দ্বিতীয় প্রশ্ন 'সিক্খাপদং' শব্দের উত্তর কেউ কেউ দিতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে আপনি বলে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- দশশীল পালনকারীর করণীয়সমূহ চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মূল্যায়ন

ক. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশে মিলকরণ

বাম	ডান
১. বিকাল ভোজনা বেরমণী	১. অর্জন করবে।
২. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা	২. কাজ থেকে বিরত থাকবে।
৩. এ নৈতিক গুণগুলো তোমরাও	৩. সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
৪. তোমরা এসব খারাপ	৪. এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

নমুনা প্রশ্ন:

ক.দশশীলের প্রথম শীলের বাংলা অর্থ ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ২৮-২৯

বিষয়বস্তু : 'এবার শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ..... জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার।'

শিখনফল

৪.৫.১ ধর্মীয় নীতিবোধে শীল পালন ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে আগ্রহী হবে।

৪.৬.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ রায় নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত করতে পারবে।

উপকরণ : নৈতিক গুণাবলির একটি তালিকা ও পোস্টার পেপার।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বলবেন :
- আমরা পূর্বপাঠে দশশীলের পালি ও বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।
- আজকের পাঠে আমরা শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি ঘটনা জানতে পারব।
- ব্রাহ্মণের ছেলে তক্ষশিলায় গিয়ে কীভাবে বিদ্যাশিক্ষা করত তা বর্ণনা করবেন।
- শিক্ষক নিজে পাঠটি পড়ে শোনাবেন এবং আলোচনা করবেন।
- পাঠশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন :

- শীলবান ও বিদ্বান এ দুজনের মধ্যে কার গুণ বেশি?
- এ ব্রাহ্মণ কে ছিলেন?

- এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাই করবেন।
- বস্তুত বিদ্যা ও চরিত্র দুইটিই মানুষের অমূল্য সম্পদ–ব্যাখ্যা করবেন।
- শীল হচ্ছে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার–আলোচনা করবেন।
- উপদেশপূর্ণ নীতিবাক্যগুলো সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছে কি না যাচাই করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শীলবান ব্যক্তির বিশেষ গুণগুলো পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

মূল্যায়ন

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. ব্রাহ্মণের ছেলে কোথায় গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করত?
২. তিনি কেন রাজদরবারে পুরোহিতের পদ লাভ করলেন?
৩. প্রকৃত পক্ষে সে ব্রাহ্মণ কে ছিলেন?
৪. বিদ্যা অর্জনের সাথে সাথে কী গঠন করতে হয়?

বাড়ির কাজ

- শীলবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত কাহিনীটি বর্ণনা কর।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ২৯

বিষয়বস্তু : এবার শীল পালনের সুফল ..... শান্তি লাভ করবে।

শিখনফল

৪.৪.১ শীল পালনের পাঁচটি সুফল উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ : সুশীল ও দুঃশীল মানুষের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক চার্ট।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগে আকর্ষণ করে পূর্বপাঠ যাচাইয়ের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবেন-
- পাঠ ঘোষণা : শীল পালনের সুফল.....
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীদের পাঠের কিছু অংশ পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-

- কোন দুইটি মানুষের অমূল্য সম্পদ।
- কোন সম্পদ চিরস্থায়ী?

- সঠিক উত্তরদাতাদের শিক্ষক প্রশংসা করবেন।
- আজকে আমরা শীল পালনের সুফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব।
- দুঃশীল বা চরিত্রহীন ব্যক্তির কী কী ক্ষতি হয়, তাও জানতে পারব।
- স্বল্প পরিসরে শিক্ষার্থীদের শীল পালনের সুফল এবং দুঃশীল ব্যক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ অনুসরণ করতে বলবেন।
- পরে শিক্ষার্থীদের মন পাঠে নিবদ্ধ ছিল কি না যাচাই করবেন।
- শীলবান ব্যক্তির দুটি সুফল উল্লেখ করা।
- কেউ কেউ উত্তর দিতে পারবে। আবার অনেকে দিতে পারবে না।
- এক্ষেত্রে শিক্ষক উত্তর বলে দিয়ে যারা শুদ্ধ উত্তর দিয়েছে তাদের প্রশংসা করবেন।
- অন্যদের পাঠে মনোযোগী হওয়ার জন্য উপদেশ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শীলবান ও দুঃশীল ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে একটি চার্ট প্রস্তুত কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. শীল পালনের তিনটি সুফল উল্লেখ কর।
২. দুঃশীল ব্যক্তির কী কী ক্ষতি হয়?
৩. বুদ্ধ শীল পালনের গুণাবলি কোথায় দেশনা করেন?

৪. শীলবানেরা কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন?

খ. শূন্যস্থান পূরণ

১. শীলবান ব্যক্তিরা সর্বদা ..... থাকে।
২. দুঃশীল ব্যক্তি পাপ কাজ করে সৎবন্ধু ..... ।
৩. সুখ পেতে হলে ..... হবে।

আচরণিক পরিবর্তন

দশশীল যে শ্রামণদের প্রতিপালনীয় আচরণ তা অনুধাবন করবে। এতে শিক্ষার্থীরা শৃংখলাপরায়ণ হতে পারবে। গুরুজনদের সম্মান করতে শিখবে। ধর্মীয় নীতিবোধ এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হবে।

বাড়ির কাজ

- শীল পালনের পাঁচটি সুফল উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি
অভিধর্ম পিটক

গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধরা এ ধর্মের অনুসারী। বুদ্ধ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্মবাণী প্রচার করেন। এ সময় তিনি শিষ্য ও অনুসারীদের নিকট ধর্মীয় রীতি-নীতি, উপদেশ ও বাণী দেশনা করেছেন। এসব ধর্মবাণী যে সমস্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তার নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ।

তোমরা আগের শ্রেণিতে ত্রিপিটকের তিনটি অংশের কথা জেনেছ। সেই তিনটি হলো– ১. বিনয় পিটক, ২. সূত্র পিটক ও ৩. অভিধর্ম পিটক।

ত্রিপিটকের শেষ খণ্ড

ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁর উপদেশসমূহ মুখস্থ করে রাখতেন। তখন লিখনপদ্ধতির খুব বেশি প্রচলন ছিল না। সে কারণে বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক শিষ্য পরম্পরা মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল।

ইতোপূর্বে তোমরা বিনয় পিটক ও সূত্র পিটক সম্বন্ধে জেনেছ। অভিধর্ম হলো ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ। এখন আমরা অভিধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এবং অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানব।

ত্রিপিটক সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্বের পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। এতে দেখা যায়, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ প্রধানত ধর্ম ও বিনয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্ম (সুত্ত) ও বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়েছিল। এর একশত বছর পর যশ স্থবির কর্তৃক দ্বিতীয় সংগীতি আহ্বান করা হয়। এতেও আগের মতো ধর্ম (সুত্ত) ও বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক রচিত হয়। এ সময় অভিধর্ম পিটকের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

সম্রাট অশোকের পুত্র থের মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম প্রচারে গমন কালে এ ত্রিপিটক সঙ্গে নিয়ে যান। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বট্টগামিনীর রাজত্বকালে ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়।

নবাঙ্গ সত্থুসাসন

ত্রিপিটকের মধ্যে অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের নয়টি অঙ্গ বা ত্রিপিটকের নয়টি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নয়টি বিভাগকে 'নবাঙ্গ সত্থুসাসন' বলা হয়। এই বিভাগ ত্রিপিটকের সম্পূর্ণ গ্রন্থকে বা কোনো বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকে বোঝায় না। এই বিভাগ হলো বিষয়বস্তু অনুযায়ী ত্রিপিটকের বিভাজন। নবাঙ্গ সত্থুসাসনের নয়টি ভাগের নাম হলো: সুত্ত, গেয্য, বৈয্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভূতধম্ম এবং বেদল্ল।

অভিধর্মের উৎপত্তি

অভিধর্ম ত্রিপিটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। অভিধর্মকে ত্রিপিটকের হৃৎপিন্ড বলা হয়।

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ প্রথমে অন্যান্য ধর্মবাণী ঘোষণা করলেও অভিধর্ম বিষয়ে দেশনা করতে চাননি। কারণ সাধারণ মানুষ ও দেবগণ জটিল দর্শন ও মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবে না। সে কারণে প্রথম সূত্র ও বিনয় বিষয়ে দেশনা করেন।

বুদ্ধ কালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও ত্রিলোক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর সপ্ত স্থানে বুদ্ধ অধিগত জ্ঞান ও ধর্মের তাৎপর্য চিন্তা করেন। ষষ্ঠতম সপ্তাহ দিবসে অভিধর্ম পিটকের ছয়টি গ্রন্থ নিয়ে চিন্তা করেন। সপ্তম সপ্তাহে সপ্তপ্রকরণ অভিধর্ম সম্পন্ন করেন।

এরপর বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। সেখানে তিনি তিন মাসব্যাপী মাতৃদেবী ও দেবতাদের প্রথম অভিধর্ম দেশনা করেন।

তাবতিংস দেবলোক থেকে মর্ত্যে এসে মানবকল্যাণে অভিধর্ম দেশনা করেন। এভাবেই অভিধর্মের উৎপত্তি হয়।

অভিধর্ম পিটক কী?

তোমরা পূর্বেই জেনেছ, অভিধর্ম ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ। এটি ত্রিপিটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পালি সাহিত্যমতে, ধর্ম ও অভিধর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

শুধু ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দানের জন্য 'অভি' উপসর্গটি যুক্ত করা হয়েছে। অভিধর্ম শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্ম, অতিরিক্ত ধর্ম, অধিকতর ধর্ম। তাই বলা হয় সূত্রাতিরিক্ত ধর্মই অভিধর্ম। বিশেষত চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ- এ চারটি বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে অভিধর্ম পিটকে।

অভিধর্ম পিটকে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলোর নাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার। অভিধর্ম পিটকে মোট সাতটি গ্রন্থ আছে। এ সাতটি গ্রন্থের সমষ্টিকে সপ্তপ্রকরণ বলা হয়। যথা : ১. ধম্মসঙ্গানি, ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুগ্গল পঞ্ঞত্তি ৫. কথাবত্থু ৬. যমক ৭. পট্ঠান।

প্রতিটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো–

১. ধম্মসঙ্গানি: এর অর্থ ধর্মের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা। এটি অভিধর্ম পিটকের সারাংশ। এতে চিত্ত ও চৈতসিকের পরিচয়, জড় পদার্থের বর্ণনা আছে। বিশেষ করে কুশল ও অকুশল চিত্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মসঙ্গানির বিষয়বস্তু দর্শনতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক।

২. বিভঙ্গ: এ গ্রন্থের বিষয়ও দর্শনতাত্ত্বিক । এতে স্কন্ধ, ধাতু, ইন্দ্রিয়, তথা আমাদের শরীর ও মনের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। পঞ্চস্কন্ধ হলো রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এর বিষয়বস্তু অতি চমৎকার।

৩. ধাতুকথা: ধাতুকথা শব্দের অর্থ 'ধাতু' সম্পর্কীয় কথা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের বেশ কিছু মৌলিক বিষয়ের তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। তাই এটি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম দর্শনশাস্ত্র। এতে ধ্যানপরপায়ণ ভিক্ষুর মানসিক বৃত্তি সম্পর্কিত আলোচনা আছে। এছাড়া পঞ্চস্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ধ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

৪. পুগ্গল পঞ্ঞত্তি: 'পুগ্গল' শব্দের অর্থ ব্যক্তি, যা দ্বারা মানুষকে বোঝায়। 'পঞ্ঞত্তি' হলো প্রজ্ঞপ্তি, প্রকাশ বা পরিচয়। বিভিন্ন প্রকার পুরুষের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। এ গ্রন্থে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দিয় এবং পুদ্গল এই ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তির উল্লেখ আছে।

৫. কথাবত্থু: এটি অভিধর্মের পঞ্চম গ্রন্থ। একে বৌদ্ধধর্ম দর্শন সম্পর্কিত তর্কশাস্ত্র বলা হয়। তৃতীয় সংগীতি শেষে মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবির কথাবত্থু রচনা করেন। মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি খণ্ডনই এ গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। কথাবত্থু তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পালি ত্রিপিটক সাহিত্যে কথাবত্থু গ্রন্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক–বির্তক

সৃষ্টি হয়েছে। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন থেরবাদ বা স্থবিরবাদই বুদ্ধের মূল নীতি। এটাকে বিভজ্যবাদও বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কথাবত্থু একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

৬. যমক: 'যমক' শব্দটি বা জোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটিতে স্বপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষীয় প্রশ্নের সহজ সমাধান রয়েছে। এতে কুশল, অকুশল ও তাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা আছে। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে রচিত এবং দশ প্রকার যমকে বিভক্ত। যেমন– মূল যমক, খন্ধ যমক, চিত্ত যমক, সচ্চ যমক ইত্যাদি।

৭. পট্ঠান: 'পট্ঠান' শব্দের অর্থ মূল কারণ বা প্রকৃত কারণ। এর বিষয়বস্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত। বিশেষত নামরূপ বা শরীর ও মনের অনিত্যতা ও অনাত্মা সম্পর্কে আলোচনাই এ গ্রন্থে গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন– ১. আলম্বন ২. ধর্মনিশ্রয় ৩. কর্ম এবং ৪ অস্ত্রি। নির্বাণ ব্যতীত সমস্ত জাগতিক বস্তুর কার্যকারণ নির্ণয় করাই এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলো ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক। বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অজর্নের জন্য এসব গ্রন্থ পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে ঠিক (√) চিহ্ন দাও :

১. গৌতম বুদ্ধ কোন ধর্ম প্রচার করেন?

ক. হিন্দুধর্ম খ. বৌদ্ধধর্ম
গ. জৈনধর্ম ঘ. খ্রিস্টধর্ম

২. বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

ক. গীতা খ. বেদ
গ. ত্রিপিটক ঘ. ধর্মপদ

৩. বুদ্ধ সর্বপ্রথম কোথায় অভিধর্ম দেশনা করেন?

ক. তাবতিংস স্বর্গে খ. বার্মা
গ. সারনাথে ঘ. শ্রীলংকায়

৪. কোন সংগীতিতে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংকলিত হয়?

ক. প্রথম সংগীতি খ. তৃতীয় সংগীতি
গ. দ্বিতীয় সংগীতি ঘ. চতুর্থ সংগীতি

৫. অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ আছে?

ক. সাতটি খ. তিনটি
গ. পাঁচটি ঘ. আটটি

৬. অভিধর্মকে ত্রিপিটকের কী বলা হয়?

ক. মস্তিষ্ক খ. হৃৎপিণ্ড
গ. আদিতম ঘ. বিশ্লেষক

৭. কোন রাজার সময় ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়?

ক. বট্টগামিনী খ. ধর্মপাল
গ. কনিষ্ক ঘ. অজাতশত্রু

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. অভিধর্ম পিটক ত্রিপিটকের ..... বিভাগ।
২. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে ..... পর প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
৩. একে বৌদ্ধধর্ম দর্শন সম্পর্কিত ..... বলা হয়।
৪. মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য স্থবির ..... রচনা করেন।
৫. যমক শব্দটি ..... অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৬. পট্ঠান শব্দের অর্থ ..... বা .....।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সাধারণ মানুষের মুখের	১. প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
২. বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁর উপদেশসমূহ	২. অন্যতম দর্শনশাস্ত্র।
৩. বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর	৩. ভাষা ছিল পালি।
৪. বুদ্ধ কালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও	৪. মুখস্থ করে রাখতেন।
৫. ধাতুকথা বৌদ্ধধর্মের	৫. ত্রিলোক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।
৬. ধর্মসঙ্গানির বিষয়বস্তু	৬. চিত্ত হলো মানুষের মন।
	৭. দর্শনতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটক কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?
২. নবাঙ্গ সত্থুসাসন বলতে কী বোঝ?
৩. অভিধর্ম পিটককে সপ্তপ্রকরণ বলা হয় কেন?
৪. পঞ্চস্কন্ধ কী কী?
৫. অভিধর্ম পিটকের চারটি প্রধান আলোচ্য বিষয় কী কী?
৬. কখন ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম লিখে যেকোনো দুটি গ্রন্থের বর্ণনা দাও।
২. ধর্মসঙ্গানি ও বিভঙ্গ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩. পুগ্গল শব্দের অর্থ কী? এ গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
৪. কথাবত্থু গ্রন্থ কে রচনা করেন? এ গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
৫. পট্ঠান শব্দের অর্থ কী? এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. যমক কাকে বলে? যমক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি : অভিধর্ম পিটক

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ অভিধর্ম কী তা বলতে পারবে।
৫.২ অভিধর্ম পিটককে সপ্ত প্রকরণ বলা হয় কেন তা বলতে পারবে।
৫.৩ অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম বলতে পারবে।
৫.৪ অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ অভিধর্ম কী বলতে পারবে।
৫.১.২ অভিধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবে।
৫.২.১ অভিধর্ম ত্রিপিটককে সপ্তপ্রকরণ বলা হয় কেন তা বলতে পারবে।
৫.২.২ 'কথাবত্থু' সম্পর্কে জানতে পারবে।
৫.৩.১ অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে বলতে পারবে।
৫.৪.১ অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৩২-৩৩

বিষয়বস্তু : 'গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ..... লিপিবদ্ধ করা হয়।'

শিখনফল

৫.১.১ অভিধর্ম কী বলতে পারবে।

উপকরণ : ত্রিপিটকের অভিধর্ম পিটকের যেকোনো একটি গ্রন্থ, চার্ট পোস্টার পেপার, স্লাইড শো।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি এবং পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য একটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন।

- বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কয়টি ভাগে বিভক্ত?
- ত্রিপিটকের তৃতীয় বিভাগের নাম কী?

- প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে শিক্ষক প্রশংসা করবেন।
- পাঠ ঘোষণা : অভিধর্ম পিটক ..... (বড় করে বোর্ডে লিখতে হবে)।

- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে কিছু অংশ পাঠ করতে দেবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন ও পড়ে শোনাবেন।
- পাঠ শেষে ত্রিপিটক সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?
- বুদ্ধবাণী কীভাবে প্রচলিত ছিল?
- বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত?
- কখন তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়?

- শিক্ষক প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর শিক্ষার্থীদের যথার্থভাবে শিক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবেন।
- পাঠের বিষয় যেন সহজভাবে বুঝতে পারে তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।
- জটিল শব্দগুলো পোস্টার পেপারে লিখে দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ত্রিপিটক সংকলনে বৌদ্ধ সংগীতির ভূমিকা খাতায় লেখ।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক শিখন-শেখানোর কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- মৌখিক এবং লিখিত উভয়ভাবে বোধগম্যতা যাচাই করবেন।

বাড়ির কাজ

১. ত্রিপিটক কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৩৩

বিষয়বস্তু : 'ত্রিপিটকের মধ্যে অনেক ..... অভিধর্মের উৎপত্তি হয়।'

শিখনফল

৫.১.১ অভিধর্ম কী বলতে পারবে।
৫.১.২ অভিধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : অভিধর্ম পিটকের একটি গ্রন্থ, ভিডিও ফুটেজ, পোষ্টার পেপার।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে বুদ্ধশিষ্য ও সংগীতি অনুষ্ঠানের চিত্র দেখাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সংগীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেবেন।
- পাঠ প্রস্তুতির জন্য ছেলে-মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- অভিধর্ম পিটকের একটি গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রদর্শন করবেন।

- অভিধর্ম পিটকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- পাঠ ঘোষণা : নবাঙ্গ সত্থুসাসন ও অভিধর্মের উৎপত্তি .....
- শিক্ষক সহজ-সরলভাবে পাঠ করে শোনাবেন।
- বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- নবাঙ্গ সত্থুসাসন কাকে বলে?
- অভিধর্মকে ত্রিপিটকের ..... বলা হয়।
- অভিধর্ম দেশনা সম্পন্ন করে বুদ্ধ কোন স্বর্গে গমন করেন?

- শিক্ষক উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে পাঠ বিষয়ে আলোচনা করতে নির্দেশ দিন।
- শিক্ষক দলীয় কাজ মনিটরিং করবেন।
- দলনেতা পরিকল্পিত কাজ উপস্থাপন করবে।
- প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করার নির্দেশ দেবেন।
- প্রশ্নের উত্তর যাচাই করবেন।
- প্রশ্ন-উত্তর খাতায় লিখবে।

পরিকল্পিত কাজ

- শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে পোস্টার পেপারে নবাঙ্গ সত্থুসাসনের নয়টির নাম লিখে প্রদর্শন করতে বলবেন।

একটি নমুনা ছক-

নবাঙ্গ সত্থুসাসনের নয়টির নাম		
১.	৪.	৭.
২.	৫.	৮.
৩.	৬.	৯.

- শিক্ষক ছকটি বোর্ডে তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীকে এ ছকের অনুকরণে লিখতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানোর কার্যাবলি দলীয় কাজ ও বাড়ির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক থেকে শ্রেণিপাঠ তৈরি করতে দেবেন।

নমুনা প্রশ্নঃ

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. বুদ্ধ সর্বপ্রথম কোথায় অভিধর্ম দেশনা করেন?
২. সপ্তম সপ্তাহে কোন পিটক সম্পন্ন করেন?
৩. বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে কয় মাস অবস্থান করেন?

বাড়ির কাজ

১. নবাঙ্গ সত্থুসাসন বলতে কী বোঝ?

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৪

বিষয়বস্তু : 'অভিধর্ম পিটক কী ..... যমক, পট্ঠান।'

শিখনফল

৫.১.১ অভিধর্ম কী বলতে পারবে।
৫.৩.১ অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে বলতে পারবে।

উপকরণ : অভিধর্ম পিটকের কয়েকটি গ্রন্থ এবং সাতটি গ্রন্থের শ্রেণিবিভাগের চার্ট।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- অভিধর্ম পিটকের শ্রেণিবিভাগ বোর্ডে ছকের মাধ্যমে দেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত ছক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষক উপকরণটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন এবং চিত্রটি শিক্ষার্থীদের দেখার জন্য বলবেন।
- টেবিলে রক্ষিত অভিধর্ম গ্রন্থসমূহ এক এক করে দেখাবেন।
- অভিধর্ম পিটক থেকে দর্শনতাত্ত্বিক মৌলিক শিক্ষাপদ সম্পর্কে বলবেন।
- পাঠ ঘোষণা : অভিধর্ম কী? .....
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন যাতে , শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু বুঝতে পারে।
- পাঠের কিছু অংশ শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ শেষে বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-

– 'অভিধর্ম' শব্দের অর্থ কী?
- অভিধর্ম পিটকের মূল চারটি বিষয় কী কী?
– অভিধর্ম পিটকে মোট কয়টি গ্রন্থ আছে?
– পাঠ্যাংশের বর্ণিত সাতটি গ্রন্থের নাম চিহ্নিত করবেন।

- পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থী এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে।
- অপারগ শিক্ষার্থীকে উত্তরদানে সাহায্য করবেন।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ২/৩টি প্রশ্ন বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় তোলার নির্দেশ দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর লিখবে (জোড়ায় কাজ)।
- উত্তর সঠিক হয়েছে কি না কাসে ঘুরে ঘুরে যাচাই করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- অভিধর্ম পিটকের সাতটি গ্রন্থের নাম চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিপাঠে বোর্ডে প্রশ্ন লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন-শেখানোর কার্যাবলি থেকেও বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. এককথায় উত্তর দাও

- শিক্ষক পাঠ অনুসারে প্রশ্ন করবেন।

খ. শূন্যস্থান পূরণ

- শিক্ষক অনুশীলনী-৩ পাঠ থেকে শূন্যস্থান তৈরি করে নেবেন।
- কর্মপত্র তৈরি করে রাখবেন।

বাড়ির কাজ

১. অভিধর্ম পিটকের চারটি প্রধান আলোচ্য বিষয় কী কী?
২. অভিধর্ম পিটককে সপ্তপ্রকরণ বলা হয় কেন?

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৩৪

বিষয়বস্তু : 'প্রতিটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ..... প্রজ্ঞপ্তির উল্লেখ আছে।'

শিখনফল

৫.৩.১ অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে বলতে পারবে।
৫.৪.১ অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ : অভিধর্ম পিটকের চারটি গ্রন্থ (স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন)।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- পাঠের শুরুতে শিক্ষক উপকরণগুলো প্রদর্শন করবেন। এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পূর্বপাঠের দুটি প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন দুটির উত্তর দিতে পারবে। শিক্ষক প্রশংসা করে আজকের পাঠটি জানিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক ধীরে ধীরে পাঠটি নিজে পড়ে শোনাবেন। কিছু অংশ শিক্ষার্থীদের পড়তে দিন।
- পাঠের মাঝখানে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পারল কি না তা বোঝার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন :

- অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

- পঞ্চস্কন্ধ কী কী?
- 'পুগ্গল' শব্দের অর্থ কী?
- ধাতুকথা শব্দের অর্থ ..... সম্পর্কীয় কথা।
- শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের বারবার প্রশ্ন করে পাঠটি বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠটি প্রশ্নের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

· ধম্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা ও পুগ্গল পঞ্ঞত্তি –এ চারটি গ্রন্থের নাম পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন।

- অভিধর্ম পিটকের দর্শনতাত্ত্বিক শব্দগুলো বাছাই করে খাতায় লিখ।

মূল্যায়ন

- পাঠ থেকে শিক্ষক নিজে প্রশ্ন করবেন। যাতে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন ও মূল্যায়ন হয়।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. ধর্মসঙ্গনি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. বিভঙ্গ গ্রন্থের বিষয়বস্তু লেখ।

বাড়ির কাজ

- অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম লিখে যেকোনো দুইটির বর্ণনা দাও।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫

বিষয়বস্তু : 'কথাবত্থু' : 'এটি অভিধর্মের ..... পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

শিখনফল

৫.২.২ 'কথাবত্থু' সম্পর্কে জানতে পারবে।
৫.৪.১ অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র এবং পট্ঠান গ্রন্থ প্রদর্শন।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপকরণ প্রদর্শন করবেন। (প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে)।
- আলোচ্য পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।
- পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য পূর্বের পড়া শিখেছে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।

- অধিকাংশ শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
- কোনো শিক্ষার্থী অপারগ হলে উত্তরদানে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলগতভাবে পাঠ আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠের আগ্রহকে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয় থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করবেন।

- অভিধর্ম পিটকের পঞ্চম গ্রন্থের নাম কী?
- কথাবত্থু কে রচনা করেন?
- 'যমক' শব্দের অর্থ কী?
- পট্ঠান গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী সম্পর্কিত?

- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে চেষ্টা করবে।
- শিক্ষার্থী উত্তরদানে সক্ষম বা অপারগ উভয় ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবেন।
- পট্ঠান গ্রন্থের বিষয়বস্তু খাতায় লিখতে বলবেন।
- উত্তরটি দাঁড়িয়ে পাঠ করতে বলবেন।
- শিক্ষক আরো কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিখনফল যাচাই করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

কথাবত্থু গ্রন্থ বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

মূল্যায়ন

শূন্যস্থান ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. শূন্যস্থান

১. মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য স্থবির ..... রচনা করেন।
২. যমক শব্দটি ..... অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. পট্ঠান শব্দের অর্থ ..... বা .....।

বাড়ির কাজ

১. কথাবত্থু গ্রন্থ কে রচনা করেন? এ গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
২. পট্ঠান শব্দের অর্থ কী? এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু লিখ।
শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম ও কর্মফল

বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি হলো কর্মবাদ। ভালো কর্ম সুফল এবং মন্দ কর্ম কুফল প্রদান করে– এরূপ দৃষ্টি বা ধারণাকে কর্মবাদ বলে। কর্মের গতি বিচিত্র ও বহুমুখী। জীবন কর্মময়। প্রাণীরা কর্মফলের কারণে সুখ–দুঃখ ভোগ করে।

বুদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন:

প্রাণীগণ নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীদের একান্ত আপন। সকলেই কর্মের উত্তরাধিকারী। কর্মই জীবের পুনর্জন্মের হেতু। কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয়। ভালো–খারাপ যে যেরূপ কর্ম করে, সে সেরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম জীবকে হীন–শ্রেষ্ঠ, উচ্চ–নিচ নানাভাবে বিভক্ত করে।

ভগবান বুদ্ধ কুশল কর্মের কথা বলেছেন। ভালো কাজ করলে সকলের প্রশংসা পায়। পুণ্য লাভ হয়। জীবন সুন্দর হয়। সুখী হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে। সুকর্ম সুখকর ও আনন্দায়ক। পুণ্যবান ব্যক্তিরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তাঁদের নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। দীর্ঘায়ু হয়। ভালো কাজকে কুশল কর্ম বলে।

খারাপ কাজ করলে সবাই নিন্দা করে। পাপ উৎপন্ন হয়। পাপীরা দুঃখে পতিত হয়। কুকর্ম অনিষ্টকর ও দুঃখদায়ক। পাপীরা কুকর্মে লিপ্ত থাকে। তারা সকলের নিন্দার পাত্র হয়। লোভ, দ্বেষ ও মোহ এগুলো দুষ্কর্মের অন্তর্গত। পাপীরা মানুষের হিত ও মঙ্গল কামনা করে না। দুষ্কর্মের ফল ভোগ করে। মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। তাই খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলে।

জীবনের অপূর্ণতা ও দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। যার দুঃখ সে নিজেই সৃষ্টি করে। নিজের সুকর্মের জন্য নিজেই সুখ ভোগ করে। কুকর্মের জন্য দুঃখ ভোগ করে। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। ছেলেমেয়েরা সৎ-জীবন গঠন করলে মা-বাবা আনন্দিত ও প্রশংসিত হয়। তাই বুদ্ধ বলেছেন– নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অপর কেউ নয়। স্বর্গ–নরক নিজেদেরই পরিণতি। সেজন্য বলা হয়েছে–

সুকর্ম কুকর্ম হেথা উভয় প্রধান,
তাদের সহযোগে জীব সদা ভাসমান।

একদিকে পূর্ণ শান্তি পূর্ণতার দ্বার,
বিনির্মুক্ত; অন্যদিকে নিরয় অপার।

যার যেদিকে ভার সেদিকে প্রয়াণ,
কর্ম অনুযায়ী গতি নিয়তি বিধান।

তোমরা আপন কর্মে সংযত ও দায়িত্ববান হবে। নিজের দুঃখের জন্য অপর কাউকে দোষ দেবে না। অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। প্রতিদানে তোমাকে ভালোবাসবে। কাউকে ঘৃণা করবে না। সর্বদা সত্য ও ধর্মপথ অনুসরণ করবে।

আমরা সুন্দর জীবন গঠন করলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি। পুণ্যবান ও শীলবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। এটা ধার্মিক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা থাকে। আর যারা কুকর্মে লিপ্ত হয়, তারা সমাজে অবহেলিত ও নিন্দিত হয়। কুকর্মের ফল ইহজীবনে ভোগ করতে হয়। তাই কবি বলেছেন–

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর,
মানুষের মাঝে স্বর্গ–নরক মানুষেতে সুরাসুর।

সেজন্য বুদ্ধ চেতনাকে কর্ম বলেছেন। এ চেতনা কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে সংঘটিত হয়। তাই কুশল চিত্ত উৎপন্ন করতে হয়। সৎ চেতনা দ্বারা সৎকর্ম উৎপন্ন হয়। কর্ম ও কর্মফল জীবনপ্রবাহের অবস্থামাত্র। তাই সুখের ক্ষেত্রে স্বর্গ, দেবলোক, ব্রহ্মলোক যেমন রয়েছে, তেমন দুঃখের ক্ষেত্রে রয়েছে তির্যক, প্রেত, অসুর, নরক ইত্যাদি।

এবার কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে তোমাদের দুটি নীতিগল্প বলব। একটি হচ্ছে পুণ্যবান ব্যক্তির কাহিনী এবং অন্যটি হচ্ছে পাপের পরিণাম। তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

শ্রাবস্তীতে একজন ধার্মিক উপাসক ছিলেন। তিনি সপরিবার সৎপথে জীবনযাপন করতেন। সৎকর্ম করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি সব সময় পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমীতে উপোসথ পালন করতেন। তাঁর গুণাবলি দেখে সবাই মুগ্ধ হতো। উপাসক বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, বাবা বিহারে যাও।

ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন কর, আমার ধর্মশ্রবণের ইচ্ছা হয়েছে। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন। বুদ্ধ ভিক্ষু পাঠালেন। ভিক্ষুগণ উপাসকের বাড়িতে এসে পাশে বসে সূত্র পাঠ আরম্ভ করলেন। উপাসক একাগ্র মনে শুনছিলেন। এ সময় ছয় দেবলোক থেকে ছয়জন সারথি রথসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেবলোকের সুখের বর্ণনা দিয়ে উপাসককে রথে উঠার অনুরোধ জানালেন। উপাসক সারথিকে বললেন– আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি ধর্মশ্রবণ করছি। ধর্মশ্রবণ শেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

'পাপের পরিণাম' সম্পর্কে কাহিনীটি নিম্নরূপ:

একদা মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বাসস্থানের পাশে একটি বিরাট অজগর প্রেত বাস করত। তার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। স্থবির অজগরের অবস্থা দেখে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ধার্মিক উপাসকের সূত্র শ্রবণ

মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির বেণুবন বিহারে এসে এ বিষয় বুদ্ধকে জানালেন। তখন বুদ্ধ স্থবিরকে এ প্রেতের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বললেন।

অজগর প্রেত কাশ্যপ বুদ্ধের সময় মানব কুলে জন্ম নিয়েছিল। সে অধার্মিক ছিল। দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাই সে দুর্বৃত্ত নামে পরিচিত হলো। তখন সুমঙ্গল

কষ্টরত অবস্থায় অজগর প্রেত, পাশে ছোট কুটিরের সামনে মৌদগল্যায়ন স্থবির দণ্ডায়মান

নামে এক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। দুর্বৃত্ত শ্রেষ্ঠীর সবকিছু লুণ্ঠন করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সে পাপের ফলে অজগর প্রেতরূপে জন্ম নিয়ে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ উপদেশ স্বরূপ বললেন:

মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে, তখন তা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন সে দুষ্কর্মের ফলে নরকে গমন করে, তখন অনুতাপ করে।

দেখ, সৎকর্মের ফল কী সুখাবহ। দুষ্কর্মের ফল কী ভয়াবহ। তোমরা সবসময় সৎকর্মে রত থাকবে। তাহলে ধর্মীয় ও আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে। কখনো খারাপ কাজ করবে না। সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। সত্যধর্ম অনুশীলন করবে। নিজেদেরকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক প্রশ্নের উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কী?

ক. দৃষ্টিবাদ খ. আত্মবাদ
গ. কর্মবাদ ঘ. ক্ষান্তিবাদ

২. বুদ্ধ চেতনাকে কী বলেছেন?

ক. কর্ম খ. ধর্ম
গ. জন্ম ঘ. ব্রহ্ম

৩. কোনটি দুঃখের ভোগান্তি?

ক. স্বর্গ খ. নরক
গ. দেবলোক ঘ. ব্রহ্মলোক

৪. কোনটি দুষ্কর্মের অন্তর্গত?

ক. জরা, ব্যাধি খ. সুখ, আনন্দ
গ. জাতি, গোত্র ঘ. লোভ, দ্বেষ

৫. ধার্মিক উপাসক কোথাকার ছিলেন?

ক. রাজগৃহ খ. শ্রাবস্তী
গ. নালন্দা ঘ. বারাণসী

৬. মৌদ্গাল্লায়ন স্থবির রাজগৃহের কোন পর্বতে অবস্থান করতেন?

ক. তালকূট খ. গৃধ্রকূট
গ. চিরকূট ঘ. ন্যায়কূট

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কর্মের গতি ..... ও বহুমুখী।
২. তাই খারাপ কাজকে ..... কর্ম বলা হয়।
৩. ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য ..... দ্বার খোলা থাকে।
৪. কর্ম ও কর্মফল জীবন ..... প্রবাহের অবস্থামাত্র।
৫. তখন বুদ্ধ স্থবিরকে এ প্রেতের ..... বৃত্তান্ত বললেন।
৬. সৎ ও ..... ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. প্রাণীগণ নিজ নিজ	১. নিজেই সুখ ভোগ করে।
২. খারাপ কাজ করলে	২. মানুষেতে সুরাসুর।
৩. নিজের সুকর্মের জন্য	৩. মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন।
৪. মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপকর্ম করে,	৪. সবাই নিন্দা করে।
৫. মানুষের মাঝে স্বর্গ–নরক	৫. কর্মের অধীন।
৬. উপাসক বৃদ্ধ বয়সে	৬. তখন তা বুঝতে পারে না।
	৭. দেবলোকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. কর্মবাদ কাকে বলে?
২. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
৩. খারাপ কাজকে কী বলা হয়?
৪. ধার্মিক উপাসক কখন উপোসথ পালন করতেন?
৫. মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের বাসস্থানের পাশে কে বাস করত?
৬. কে দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. সুকর্ম ও দুষ্কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।
২. 'বৌদ্ধ কর্মবাদ' সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।
৩. কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফলাফল বর্ণনা কর।
৪. সুকর্ম ও কুকর্মের পদ্যাংশটি উদ্ধৃত কর।
৫. ধার্মিক উপাসকের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৬. অজগর প্রেতের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম ও কর্মফল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ কর্মবাদ কী তা বলতে পারবে।
৬.২ বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে বুদ্ধের কয়েকটি উপদেশ বলতে পারবে।
৬.৩ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফলবিষয়ক দুইটি কাহিনী বলতে পারবে।
৬.৪ কুশল কর্মের প্রতি অধিক উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় ও আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.১ কর্ম কী বলতে পারবে।
৬.১.২ বৌদ্ধ কর্মবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.২.১ বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ জানতে পারবে।
৬.৩.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৬.৩.২ অকুশল কর্ম কী ধারণা পাবে।
৬.৩.৩ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফল বর্ণনা করতে পারবে।
৬.৪.১ কুশল কর্মের প্রতি অধিক আগ্রহী হবে।
৬.৪.২ কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি ..... গতি নিয়তি বিধান।'

শিখনফল

৬.১.১ কর্ম কী বলতে পারবে।
৬.১.২ বৌদ্ধ কর্মবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.২.১ বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ জানতে পারবে।
৬.৩.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৬.৩.২ অকুশল কর্ম কী ধারণা পাবে।

উপকরণ : কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের তালিকা ও কর্মপত্র।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলবেন :
- তোমারা ভালো কাজ করবে কেন?

- শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেবে।
- উত্তর শুনে শিক্ষক বলবেন, আজকের পাঠে আমরা সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিক্ষক পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে অধ্যায়ের শিরোনাম 'কর্ম ও কর্মফল' চক বোর্ডে লিখে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠটি শুরু করার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হবার জন্য বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে পাঠটি পড়বে।
- পাঠশেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
- সুকর্মের ফল সুখদায়ক এবং দুষ্কর্মের ফল দুঃখদায়ক–এ কথা বলে দেবেন।
- সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা ও খারাপ কাজ না করার উপদেশ দিয়ে পাঠদানের কাজ সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষক কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- প্রাত্যহিক জীবনে সৎকর্মের গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবেন।
- তিন/চারজন শিক্ষার্থী বেছে নিয়ে পাঠটি পড়তে বলবেন।
- নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অপর কেউ নয়। এ কথাটির যথার্থতা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
- কীভাবে শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তন করা যায় তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন।
- সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফলাফলের বাংলা কবিতাংশটি সুর করে পাঠ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বাংলা পদ্য মুখস্থ করতে ভালোবাসে, শিক্ষকও এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগাবেন।
- কবিতাংশ সহজ ভাষায় তাদের বুঝিয়ে দেবেন। এতে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের ফলাফল সহজে বুঝতে পারবে।

পরিকল্পিত কাজ

- কর্মপত্রে উল্লেখিত কর্মের তালিকা থেকে কুশল কর্মগুলো চিহ্নিত কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কী?
২. কর্মবাদ কাকে বলে?
৩. মানুষ কী কারণে সুখ–দুঃখ ভোগ করে?
৪. ভালো কাজকে কোন কর্ম বলা হয়?

ক. বাম পাশের বাক্যংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম	ডান
১. খারাপ কাজ করলে	১. নিজেই সৃষ্টি করে।
২. তাই খারাপ কাজকে	২. নিয়তি বিধান।
৩. যার দুঃখ সে	৩. সবাই নিন্দা করে।
৪. কর্ম অনুযায়ী গতি	৪. অকুশল কর্ম বলে।

বাড়ির কাজ

- পাঠে বর্ণিত কর্মবাদ সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৩৯

বিষয়বস্তু : 'তোমরা আপন কর্মে সংযত ..... প্রেত, অসুর, নরক ইত্যাদি।'

শিখনফল

৬.৩.১ কুশল কর্ম কী বলতে পারবে।
৬.৩.২ অকুশল কর্ম কী ধারণা পাবে।

উপকরণ : স্বর্গ-নরকের একটি ছবি প্রদর্শন এবং পোস্টার পেপার।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- পূর্বজ্ঞান যাচাই।
- শিক্ষক প্রথমে পাঠটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।
- বিমান বত্থু ও পেতবত্থু গ্রন্থ দুটি থেকে স্বর্গ নরকের ছবি প্রদর্শন করবেন।
- ছবি দুইটির আলোকে স্বর্গ-নরকের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভালো-মন্দ কাজের সুফল ও কুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা ছবি দুটি দেখে ভালো-মন্দ কাজের সুফল ও কুফল দেখে সৎকাজে আগ্রহী হবে।
- তখন শিক্ষার্থীরা আদর্শ জীবন গঠনে মনোযোগী হবে।
- শীলবান ও পুণ্যবান ব্যক্তির আদর্শ অনুসরণে ব্রতী হবে।
- 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক' উদ্ধৃতির মমার্থ শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয় পড়ার ও শোনার পর অভিজ্ঞতা থেকে শিখনফল জানতে পারবে।
- নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আদায় করবেন-

- পুণ্যবান ও শীলবান ব্যক্তিকে সকলে কী করে?
- কুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
- বুদ্ধ কাকে কর্ম বলেছেন?

পরিকল্পিত কাজ

- দুঃখের ক্ষেত্র হিসেবে চারি অপায়ের নাম উপস্থাপন কর।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানোর কার্যাবলি থেকে মূল্যায়ন করবেন।

- মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. তোমরা সর্বদা কোন পথ অনুসরণ করবে?
২. চেতনা কয়টি দ্বারে সংঘটিত হয়?
৩. ধার্মিক ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে কেন?
৪. 'সুরাসুর' বলতে কী বোঝ?

পাঠ–৩ পৃষ্ঠা : ৩৯-৪১

বিষয়বস্তু : 'এবার কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে ..... মানুষরূপে গড়ে তুলতে।'

শিখনফল

৬.৩.৩ কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফল বর্ণনা করতে পারবে।
৬.৪.১ কুশল কর্মের প্রতি অধিক আগ্রহী হবে।
৬.৪.২ কুশাল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : কষ্টরত অবস্থায় প্রেত, পাশে ছোট্ট কুটিরের সামনে মৌদ্‌গল্যায়ন মহাস্থবিরের ছবি ও চার্ট।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বইটি হাতে নিয়ে প্রদত্ত ছবিটি শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।
- ছবিতে তোমরা কী দেখছ?
- শিক্ষক চিত্রটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।
- মৃত্যুশয্যায় শায়িত ধার্মিক উপাসকের। ভিক্ষু সংঘের সামনে সূত্র শ্রবণের উদ্দেশ্য বলে দেবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন.....
- নির্ধারিত পাঠ শিক্ষার্থীদের পড়তে নির্দেশ দেবেন।
- নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখবেন-

- কে উপোসথ পালন করতেন?
- উপাসক একাগ্রমনে কী শুনছিলেন?
- উপাসক মৃত্যুর পর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- উপাসক এ মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে জন্ম নিয়ে দিব্যমুখ উপভোগের কারণ বলে দেবেন।
- প্রসঙ্গক্রমে দেবলোকের সুখের কারণ পুণ্যবান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন।
- শিক্ষার্থীদের অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় উপোসথ ব্রত পালন করার জন্য উপদেশ দেবেন।
- বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর নিকট ধর্মশ্রবণের গুরুত্ব তুলে ধরবেন।

- এবার প্রসঙ্গেক্রমে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন।

- অন্ধ, পঙ্গু, বধির লোক দেখলে তোমাদের কেমন লাগে বল তো?

- তারা অতি সহজেই উত্তর দেবে 'ভালো লাগে না'।
- অসৎকর্মের ফল কী হতে পারে ? (জোড়ায় আলোচনা কর)
- অসৎকর্মের ফল শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অসৎকর্মের ফল যে ভয়াবহ তা তাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পার্থক্যসমূহ খাতায় লিখে নেবে।
- পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন।

- লোভ, দ্বেষ, মোহ- এগুলো কোন কর্মের অন্তর্গত?

- বুদ্ধ চেতনাকে কী বলেছেন?

- অনেকে উত্তর দিতে পারবে। তাদের সবাইকে প্রশংসা করবেন।
- পূর্বপাঠের আলোকে দুইজন শিক্ষার্থীকে কর্ম ও কর্মকল সম্পর্কে দুইটি নীতিগল্প নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- প্রজেক্টর বা কম্পিউটারের মাধ্যমে কর্মকল ভোগকারী ছবি দেখাবেন।
- সচ্চরিত্র গঠনে সৎকর্মের প্রভাব উল্লেখ করবেন।
- সুকর্মের সুফল কত মহৎ তার ব্যাখ্যা করবেন।
- হিংসা, বিদ্বেষ পরিহার করে গুরুভক্তি, পরোপকার, চরিত্রগঠন প্রভৃতি সৎকর্মে নিয়োজিত থাকতে সবাই উপদেশ দেবেন।
- সৎকর্মের মাধ্যমে আদর্শ জীবন গঠনে আগ্রহী করে তুলবেন।
- শিক্ষক মনিটর করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ধার্মিক উপাসকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. ধার্মিক উপাসক কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. তাঁর ব্রত কী ছিল?
৩. অজগর প্রেতের শরীর অগ্নিতে দাহ হলো কেন?
৪. মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির সে স্থান পরিত্যাগ করলেন কেন?

ক. ঠিক উত্তরে ঠিক (√) চিহ্ন দাও

১. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কী?

ক. ধর্মবাদ　　খ. কর্মবাদ
গ. মতবাদ　　ঘ. জিজ্ঞাসাবাদ

২. বুদ্ধ চেতনাকে কী বলেছেন?

ক. কর্ম　　খ. ধর্ম
গ. মর্ম　　ঘ. বর্ণ

৩. সৎকর্মের ফল কীরূপ?

ক. গৃহদাহ　　খ. অন্তর্দাহ
গ. সুখাবহ　　ঘ. ভয়াবহ

বাড়ির কাজ

১. কুশল ও অকুশল কর্মের ফল বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য

ভগবান বুদ্ধ সারনাথে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সে সময় পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। পরবর্তী সময়ে যশ, সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন, উপালি, আনন্দ, অনুরুদ্ধ, সীবলী প্রমুখ ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁরা সবাই থের উপাধি লাভ করেন। পটাচারা, কৃশা গৌতমী, অনোপমা, পূর্ণিকা, উৎপলবর্ণা, আম্রপালি ছিলেন থেরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

যিনি প্রবীণ ও মার্গফললাভী তাঁকে শ্রাবকশিষ্য বলা হয়। যিনি বয়সে ও জ্ঞানে বড় তিনি থের নামে অভিহিত। মহিলা ভিক্ষুণীকে থেরী বলা হতো। শুধু ভিক্ষুজীবন যাপন করলেই প্রকৃত থের বা থেরী হওয়া যায় না। যিনি সত্য, ন্যায়, সচ্চরিত্র, অহিংসা, সংযম প্রভৃতি নিয়ম পালন করেন, তিনিই প্রকৃত থের বা থেরী। পালি 'থের' শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে স্থবির।

যারা গার্হস্থ্য জীবনযাপনকারী উপাসক–উপাসিকা, তারা গৃহীশিষ্য । গৃহীশিষ্যদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, অজাতশত্রু, জীবক, সম্রাট অশোক, কণিষ্কের নাম উল্লেখযোগ্য।

আনন্দ স্থবির

বুদ্ধের প্রধান সেবক ছিলেন আনন্দ। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। তিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ভাই। মাতার নাম জনপদকল্যাণী। সদ্যোজাত শিশুর দর্শনে জ্ঞাতিগণ আনন্দিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় 'আনন্দ'। সিদ্ধার্থ গৌতম যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক সেদিন আনন্দও ভূমিষ্ট হন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দের শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিই ছিল উভয়ের জন্মলগ্ন। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের কথা শুনে শাক্যকুমারদের অনেকে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল অন্যতম। এ কথা শুনে দেবদহের রাজপুত্র দেবদত্ত এবং রাজকুলের নাপিত বংশধর উপালিও তাঁদের সংগে যোগ দেন। তখন বুদ্ধ অনুপ্রিয় আম্রকাননে অবস্থান করতেন। তাঁরা একসঙ্গে বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন।

রাজপুত্র আনন্দ ছিলেন ক্ষৌরকার উপালির চেয়ে বয়সে বড়। বুদ্ধ জাতিভেদের বিপক্ষে ছিলেন। তাই তিনি উপালিকে সর্বপ্রথমে প্রব্রজ্যা দেন। বয়সে যত বড় হোক

বুদ্ধ ও আনন্দ স্থবির

না কেন, যিনি আগে প্রব্রজিত হন, তাঁকে প্রণাম করতে হয়।

তখন বুদ্ধের কোনো ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন না। তাই আনন্দ ৮টি শর্তে বুদ্ধের প্রধান সেবক নিযুক্ত হন। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. বুদ্ধ নিজের প্রাপ্ত চীবর যেন তাঁকে না দেন।
২. স্বীয় লব্ধ অন্ন যেন তাঁকে না দেন।
৩. গন্ধকুটির বিহারে যেন থাকতে না বলেন।
৪. বুদ্ধ তাঁর গৃহীত নিমন্ত্রণে যেন যান।

৫. নিমন্ত্রণে যেন তাঁকে নিয়ে না যান।
৬. বুদ্ধের নিকট কেউ দেখা করতে চাইলে তিনি যেন দেখা দেন।
৭. যখন তাঁর কোনো বিষয়ে সন্দেহ হবে, তখন বুদ্ধের নিকট যেন উপস্থিত হতে পারেন।
৮. তাঁর অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করলে তা যেন তাঁকে বলেন।

আনন্দ ছিলেন জ্ঞানী, পন্ডিত, স্মৃতিধর। বুদ্ধের দেশিত বাণী তিনি স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি প্রথম সংগীতিতে সমগ্র ধর্ম অর্থাৎ সূত্র ও অভিধর্ম আবৃত্তি করেছিলেন। তাঁরই একান্ত অনুরোধে মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ বহু শাক্যনারীকে ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই তিনি ধর্মভান্ডারিক নামে খ্যাত ছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরও আনন্দ ৪০ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ১২০ বছর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

অনুরুদ্ধ স্থবির

স্থবির অনুরুদ্ধের পূর্বজন্মের একটি সুন্দর কাহিনী আছে। তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর পর বারাণসীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় অন্নভার। সে সময় তিনি সুমন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে চাকরি করতেন। একদিন তাদের জন্য তৈরি সব খাদ্য একজন পচ্চেক বুদ্ধকে দান করেন। পচ্চেক বুদ্ধ তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রেষ্ঠী সুমন অন্নভারের নিকট পুণ্যভাগ দিতে অনুরোধ করলেন। অন্নভার তাঁকে পুণ্যদান করলেন। এতে শ্রেষ্ঠী খুশি হয়ে তাঁকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন।

একদিন শ্রেষ্ঠী সুমন রাজদর্শনে গেলেন। সাথে অন্নভারও ছিলেন। এ সময় রাজা পুণ্যবান অন্নভারকে এক হাজার টাকা পুরস্কৃত করেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য জায়গা দিলেন। সে জায়গা আবাদ করার সময় মাটির নিচে অনেক টাকা পান। এজন্য রাজা তাঁর নাম রাখলেন ধনশ্রেষ্ঠী। তিনি যথাসময়ে দেহত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর পর ধনশ্রেষ্ঠী গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় অনুরুদ্ধ। পিতার নাম ছিল অমিতোদন শাক্য। দুঃখময় জীবনে তাঁর এ সুখ বেশি দিন ভালো লাগল না। তিনি সারিপুত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি সাধনা করতে লাগলেন। পরে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্বফল লাভ করেন।

দান দিলে পুণ্য হয়। পুণ্য প্রভাবে ইহ ও পরজন্মে ধন লাভ হয়। সৎকাজে ব্যয় করলে

অন্নভার জমি চাষ করতে গিয়ে ধনের সন্ধান লাভ করেন

প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। পুণ্যকর্ম পারমী পূরণে সাহায্য করে। অনুরুদ্ধ স্থবিরের জীবন সাধনা সকলের জন্য শিক্ষণীয়।

উৎপলবর্ণা

এ নারী পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত। তিনি প্রাপ্ত বয়সে বুদ্ধের উপদেশ শুনে আনন্দিত হলেন। তখন বুদ্ধ জনৈক ভিক্ষুণীকে ঋদ্ধিবান হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন। তা দেখে উক্ত নারীর ঐ পদ লাভের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে সাত দিনব্যাপী দান দিয়েছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহ নীল পদ্মের মতো ছিল। তাই তাঁকে উৎপলবর্ণা বলা হতো। প্রাপ্ত বয়সে সমগ্র ভারত থেকে তাঁর বহু

বিবাহপ্রার্থী আসল। সকলের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সংসার ত্যাগ করতে আগ্রহী কি না?' শ্রেষ্ঠীকন্যা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আমি এখনই প্রস্তুত। তিনি কন্যাকে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ভিক্ষুণীদের নিকট নিয়ে গেলেন। কন্যা সেখানে ভিক্ষুণী হলেন। পরে সাধনার বলে অর্হত্বফল লাভ করেন।

তারপর জেতবনের সংঘ সম্মেলনে বুদ্ধ তাঁকে ঋদ্ধিবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহু গাথা ভাষণ করেন। গাথার একটি অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

> তৃষ্ণা মানুষকে শূলের মতো বিদ্ধ করে। তোমার কাছে যা ভোগের আনন্দ, আমার কাছে তা অল্পমাত্র।

তৃষ্ণার বশীভূত হলে মানুষের ক্ষতি হয়। তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। সৎকর্মেরত থাকবে।

পূর্ণিকা

বিপস্সী বুদ্ধের সময় পূর্ণিকা এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদের নিকট ধর্মোপদেশ শুনেন। পরে ভিক্ষুণী হন। নিয়মিত শীল পালন করতেন। ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে বুদ্ধবাণী অনুশীলন করতেন। ফলে তিনি ধর্মের শিক্ষয়িত্রী হলেন। পরবর্তীকালে তিনি আরো পাঁচজন বুদ্ধের নিকট একই পদ লাভ করেন। এজন্য তিনি অভিমান করতেন। এ কর্মফলের দরুণ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে দাসীর গৃহে জন্ম নেন। তাঁর পিতা ছিল অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠীর কৃতদাস। তাই তিনি দাসীকন্যা রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ধর্মোপদেশ শুনে স্রোতাপন্ন হন। পরে উদকশুদ্ধিক নামে এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সকালে পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীতে স্নান করতেন। তাই পূর্ণিকা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন: 'ব্রাহ্মণ, তুমি কেন নদীতে স্নান করছ?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'পূর্ণিকা, আমি পাপকর্মের ফল মোচনের জন্য সৎকর্ম করছি।' স্নানশুদ্ধির দ্বারা পাপমুক্ত হয় তা তোমাকে কে বলেছে? যদি তাই হতো, তাহলে ভেক, কচ্ছপ, কুমিরাদি স্বর্গে যেত। স্নান করলে পুণ্য সঞ্চয় হয় না। পুণ্য সঞ্চয় করতে হলে দান, শীল, ভাবনায় রত থাকতে হয়।

এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ বললেন: পূর্ণিকা, আমি কুমার্গে পতিত হয়েছিলাম। তুমি আমাকে

আর্যমার্গ প্রদর্শন করেছ। আমি পূর্বে নামেমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলাম। এখন আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হলাম।

ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করছেন, কূলে পূর্ণিকা

এরূপ বলে ব্রাহ্মণ বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণ গ্রহণ করলেন। শীল পালনে ব্রতী হলেন। উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের সুখ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হলো। তা শুনে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী পূর্ণিকার পিতাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। পূর্ণিকা সংঘে প্রবেশ করে অচিরেই অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন। তোমরাও আর্যমার্গ অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন করবে। সৎকর্মে নিজের জীবনকে গড়ে তুলবে। তাহলে সুখী হতে পারবে।

রাজা বিম্বিসার

বুদ্ধের সময় মগধ ও কোশল– এ দুইটি রাজ্য শক্তিশালী ছিল। বিম্বিসার মগধের এবং মহাকোশল কোশলের রাজা ছিলেন। রাজা বিম্বিসার মহাকোশলের কন্যাকে বিয়ে করেন। কন্যার বিয়ের সময় মহাকোশল বিম্বিসারকে কাশীগ্রাম উপহার দেন। অজাতশত্রু ছিলেন বিম্বিসারের পুত্র।

সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করে প্রথমে মগধে যান। তখন রাজা বিম্বিসারের সাথে তাঁর দেখা হয়। বুদ্ধত্ব লাভের পর আগমন করবেন বলে সিদ্ধার্থ রাজাকে কথা দিয়েছিলেন। তাই বুদ্ধ সারনাথ থেকে রাজগৃহে গিয়ে বিম্বিসারকে দীক্ষা দেন।

বুদ্ধের নিকট রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা গ্রহণ

রাজা বিম্বিসারের স্ত্রী গর্ভবতী হন। রানি যথাসময়ে এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো অজাতশত্রু। রাজকীয় পরিবেশে ষোল বছর বয়সে তাঁকে যুবরাজরূপে অভিসিক্ত করলেন। পিতা বিম্বিসার অজাতশত্রুকে সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে কারাগারেই রাখলেন। রাজা বিম্বিসার কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

বুদ্ধের প্রতি বিম্বিসারের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে ধর্মের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সদ্ধর্মের একজন খাঁটি ধার্মিক উপাসক। তাঁকে অনুসরণ করে অনেক লোক তথাগত বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে ১৯ বর্ষা যাপন করেন। বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার জীবনে রাজা বিম্বিসারের অবদান সব চেয়ে বেশি।

রাজবৈদ্য জীবক

জীবক ছিলেন ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক। রাজকুমার অভয় ছিলেন তাঁর পিতা। মাতা ছিলেন শালবতী। কথিত আছে, শালবতী তাঁকে প্রসব করার পরই অরণ্যে ফেলে দেন। রাজকুমার অভয় তাকে নিজ গৃহে নিয়ে লালনপালন করেন। জীবক একদিন কুমার অভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমার মা কে? অভয় বললেন, বৎস, তোমার মা কে তা আমি জানি না। তোমাকে বনের মধ্য থেকে কুড়িয়ে এনেছি। আমি লালনপালন করেছি মাত্র। জীবক বুঝলেন, সে কুমার অভয়ের পুত্র নয়। তাই তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য

বুদ্ধের চিকিৎসক রাজবৈদ্য জীবক

আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা লাভের জন্য তক্ষশিলায় গেলেন। তথায় একজন আচার্যের নিকট গিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমাকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিন। জীবকের ব্যবহারে আচার্য মুগ্ধ হলেন। আচার্য খুশি হয়ে জীবককে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। জীবক অল্প সময়েই শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

একদিন আচার্য জীবককে বললেন, 'আমি তোমাকে চার দিন সময় দিলাম। তুমি এ নগরের চারদিকে ঘুরে এস। কোন গাছটি ঔষধের কাজে লাগে না, তা এনে দেখাবে।' জীবক আচার্যের আদেশমতো নগরের চারদিকে ঘুরলেন। কিন্তু কোথাও কোনো গাছ দেখলেন না, যা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত নয়। তিনি আচার্যকে এ কথা জানালেন। আচার্য বললেন, তোমার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়েছে। আর কিছু করণীয় নেই। তুমি নিজ দেশে ফিরে গিয়ে কর্তব্য সম্পাদন কর।

জীবক দেশে ফেরার পথে সাকেত নগরে উপস্থিত হলেন। সে নগরে এক ধনী মহিলার শিরঃপীড়া ভালো করে অনেক টাকা পেলেন। রাজগৃহে ফিরে গিয়ে কুমার অভয়ের পুত্র হিসেবে বাস করতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধের স্থায়ী চিকিৎসক ছিলেন এবং রাজবৈদ্য হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধের প্রধান সেবক কে ছিলেন?

ক. মহাকাশ্যপ খ. আনন্দ
গ. উপালি ঘ. যশ

২. আনন্দ কয়টি শর্তে বুদ্ধের সেবক নিযুক্ত হয়েছিলেন?

ক. ১০টি খ. ১৫টি
গ. ৮ টি ঘ. ২৫টি

৩. অনুরুদ্ধ স্থবিরের পিতার নাম কী ছিল?

ক. শুদ্ধোদন খ. ধৌতদন
গ. অমিতোদন ঘ. শুক্লদন

৪. উৎপলবর্ণা পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কোন নগরে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. কপিলবাস্তু খ. শ্রাবস্তী
গ. কৎসবতী ঘ. হংসবতী

৫. বিম্বিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?

ক. কোশল খ. মগধ
গ. পাটলিপুত্র ঘ. উজ্জয়নী

৬. রাজবৈদ্য জীবকের মাতার নাম কী?

ক. শালবতী খ. লীলাবতী
গ. লজ্জাবতী ঘ. অমরাবতী

৭. জীবকের আচার্য তাঁকে ঔষধের কাজে লাগে না এমন গাছ আনার জন্য কয়দিন সময় দিয়েছিলেন?

ক. এক দিন খ. দুই দিন
গ. তিন দিন ঘ. চার দিন

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সে সময় পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা ..... দীক্ষা নেন।
২. মহিলা ভিক্ষুণীদের ..... বলা হতো।
৩. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরও আনন্দ ..... বছর জীবিত ছিলেন।
৪. তাঁর দেহ নীল ..... মতো ছিল।
৫. সিদ্ধার্থ গৌতম ..... করে প্রথমে মগধে যান।
৬. তুমি এ নগরের ..... ঘুরে এস।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সে সময় পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা	১. রাজদর্শনে গেলেন।
২. তাই তিনি উপালিকে	২. আশীর্বাদ করলেন।
৩. পচ্চেক বুদ্ধ তাদেরকে	৩. রাখলেন ধনশ্রেষ্ঠী।
৪. একদিন শ্রেষ্ঠী সুমন	৪. কন্যাকে বিয়ে করেন।
৫. এজন্য রাজা তাঁর নাম	৫. ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন।
৬. রাজা বিম্বিসার মহাকোশলের	৬. সর্বপ্রথম প্রব্রজ্যা দেন।
	৭. গৃহ ত্যাগ করেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. দুইজন থের–থেরীর নাম লেখ।
২. শ্রাবকশিষ্য কাকে বলে?
৩. বুদ্ধের প্রধান সেবক কে ছিলেন?
৪. পূর্ণিকা কোন বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?
৫. রাজা বিম্বিসার কার কন্যাকে বিয়ে করেন?
৬. জীবক আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. আনন্দ স্থবিরের জীবনী আলোচনা কর।
২. অনুরুদ্ধ স্থবিরের পূর্বজন্মের কাহিনীটি বর্ণনা কর।
৩. উৎপলবর্ণার সংসার ত্যাগের কারণ লেখ। তিনি কীভাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন?
৪. পূর্ণিকা কে ছিলেন? পূর্ণিকা ও উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণের কথোপকথনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৫. রাজা বিম্বিসারের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. চিকিৎসাশাস্ত্রে জীবকের ভূমিকা আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্যদের নাম এবং তাদের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।
৭.২ বুদ্ধের চারজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারবে।
৭.৩ তাদের অবদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে।

শিখনফল

৭.১.১ বুদ্ধের প্রধান সেবকের নাম বলতে পারবে।
৭.১.২ শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য কারা বলতে পারবে।
৭.১.৩ শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্যের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবে।
৭.২.১ বুদ্ধের কয়েজন শিষ্য-প্রশিষ্যের নাম বলতে পারবে।
৭.২.২ তাঁদের জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারবে।
৭.৩.১ বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কী কী বলতে পারবে।
৭.৩.২ তাঁদের অবদান থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৪৫-৪৭

বিষয়বস্তু : 'ভগবান বুদ্ধ সারনাথে ..... পরিনির্বাণ লাভ করে।'

শিখনফল

৭.১.১ বুদ্ধের প্রধান সেবকের নাম বলতে পারবে।
৭.১.২ শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্য কারা বলতে পারবে।
৭.১.৩ শ্রাবকশিষ্য ও গৃহীশিষ্যের মধ্যে পার্থক্য জানতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধ ও আনন্দ স্থবিরের ছবি।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- 'যশ, সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, আনন্দ, উপালি প্রমুখ ভিক্ষু ছিলেন বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য।
- গৃহীশিষ্যদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, অজাতশত্রু, জীবক-এঁরা হলেন অন্যতম। তারাও বুদ্ধের সাক্ষাৎ গৃহীশিষ্য।

- পাঠ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে মূল বিষয়ের অবতারণা করবেন। তারপর এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন-

- থের কাকে বলে?

- দুই/তিনজন হয়তো বলতে পারে। অনেকে বলতে পারবে না।
- আপনি থের শব্দের অর্থ স্থবির বা প্রবীণ ভিক্ষুর অর্থ বলে দিয়ে বুদ্ধ ও আনন্দ স্থবিরের পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- বুদ্ধ প্রশান্ত হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আর আনন্দ স্থবির করজোড়ে বুদ্ধের সম্মুখে আছেন।
- আনন্দ ৮টি শর্তে কোন বুদ্ধের প্রধান সেবক হতে চেয়েছিলেন তা একে একে পাঠ করে শোনাবেন।
- তিনি যে বহুশ্রুত, স্মৃতিধর তাও বলে দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে পাঠ করে আনন্দ স্থাবিরের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।
- পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে।
- প্রয়োজনে তাদের উত্তর প্রদানে সহায়তা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শুধু ভিক্ষু জীবনযাপন করলেই প্রকৃত থের বা থেরী হওয়া যায় না- ব্যাখ্যা কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. বুদ্ধের শ্রাবকশিষ্য কারা?
২. ভিক্ষুণীকে কী বলা হয়?
৩. আনন্দ স্থবিরের পিতার নাম কী?
৪. তাঁর নাম আনন্দ রাখা হয় কেন?

বাড়ির কাজ

- আনন্দ স্থবিরের জীবনী আলোচনা কর।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮

বিষয়বস্তু : 'স্থবির অনুরুদ্ধের পূর্বজন্মের ..... সকলের জন্য শিক্ষণীয়।'

শিখনফল

৭.২.১ বুদ্ধের কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্যের নাম বলতে পারবে।
৭.২.২ তাদের জীবন চরিত বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠে প্রদত্ত অন্নভারের জমি চাষরত ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।
- পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :

- আনন্দ স্থবির কী নামে পরিচিত ছিলেন?
- তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন?

- প্রশ্ন দুইটির উত্তর আদায়ের পর বর্তমান পাঠটি নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ অনুসরণ করতে বলে পাঠটি পড়বেন।
- পাঠের পর শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করবেন-

- অন্নভার কে ছিলেন?
- মৃত্যুর পর ধনশ্রেষ্ঠী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যাংশ থেকে উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।
- শিক্ষক উত্তর প্রদানে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সহায়তা করবেন।
- এতে তারা উৎসাহিত এবং উত্তর দানে আগ্রহী হবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর দুটি আদায় করে নেবেন।
- অনুরুদ্ধ স্থবিরের পূর্বজন্মের কাহিনীটি শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ করে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছে কাহিনীর গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- দুই/একজনকে কাহিনীটি নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।
- কেউ অপারগ হলে তাকে উত্তরদানে সহায়তা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- পুণ্য প্রভাবে ইহ ও পরজন্মে ধন লাভ হয়- এটি কীভাবে অনুরুদ্ধ স্থবিরের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

মূল্যায়ন

ক. ঠিক উত্তরে (√)টিক চিহ্ন দাও–

১. পূর্বজন্মে অন্নভার কার বাড়িতে চাকরি করতেন?

ক. সুমন শ্রেষ্ঠীর　　খ. অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর
গ. ধনকুবের শ্রেষ্ঠীর　　ঘ. বিশ্বম্ভর শ্রেষ্ঠীর

২. অনুরুদ্ধ কার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন?

ক. মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির　　খ. সারিপুত্র স্থবির
গ. আনন্দ স্থবির　　ঘ. যশ স্থবির

৩. অনুরুদ্ধ স্থবির কার ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্বফল লাভ করেন?

ক. পচ্চেক বুদ্ধের　　খ. দীপংকর বুদ্ধের
গ. আনন্দ বুদ্ধের　　ঘ. ভাবী বুদ্ধের

বাড়ির কাজ

- অনুরুদ্ধ স্থবিরের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা কর।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৪৮-৪৯

বিষয়বস্তু : উৎপলবর্ণা- 'এ নারী পদুমুত্তর বুদ্ধের ..... সৎকর্মে রত থাকবে।'

শিখনফল

৭.৩.১ বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কী কী বলতে পারবে।

উপকরণ : থেরীগাথায় প্রদত্ত ভিক্ষুণীদের চিত্র।

শিখন–শেখানো কার্যবলি

- ভিক্ষুণীদের চিত্র প্রদর্শন করে জিজ্ঞাসা করবেন–
- চিত্রটিতে কী দেখছ?
- কোনো ভিক্ষুণীর নাম বলতে পারবে?
- পাঠ ঘোষণা করবেন–থেরী উৎপলবর্ণা।
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন।
- তোমরা অনুরুদ্ধ স্থবিরের পূর্বজন্মের কাহিনী কে কে বলতে পারবে?
- দুই/তিনজন হাত তুললে তাদের প্রশংসা করবেন। তাদের উত্তর যথাযথ কি না পর্যবেক্ষণ করবেন।
- পরে বর্তমান পাঠ উৎপলবর্ণার জীবন-কাহিনী পাঠ করবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেবেন।
- সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা ও খারাপ কাজ না করার উপদেশ দেবেন।
- অবদান কী কী তা শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন।
- উৎপলবর্ণার ভিক্ষুণজীবন গ্রহণের সার্থকতা ব্যাখ্যা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- থেরী উৎপলবর্ণার জীবনী পাঠ করে কী শিক্ষা পেলে বর্ণনা কর।

মূল্যায়ন

মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবে শিখন-শেখানোর কার্যাবলি থেকে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. উৎপলবর্ণা গৌতম বুদ্ধের সময় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. তার সংসারধর্ম ত্যাগ করার কারণ কী?
৩. তিনি সাধনার বলে কোন ফল লাভ করেন?

৪. বুদ্ধ তাঁকে কোন আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন?

বাড়ির কাজ

১. উৎপলবর্ণা কে ছিলেন ?
২. থেরী উৎপলবর্ণার জীবনী লেখ।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৪৯-৫০

বিষয়বস্তু : 'পূর্ণিকা- এ নারী বিপস্‌সী বুদ্ধের ..... সুখী হতে পারবে।'

শিখনফল

৭.৩.১ বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কী কী বলতে পারবে।

উপকরণ : ব্রাহ্মণকে উপদেশরত পূর্ণিকার ছবি।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে পাঠ্যাংশে প্রদত্ত ব্রাহ্মণ ও পূর্ণিকার ছবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন।

- ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করছেন কেন?

- আপনি পাঠ্যাংশ থেকে উত্তর বলে দেবেন। বলবেন- তিনি পাপকর্মের ফল মোচন করার জন্য স্নান করছেন।
- এ প্রসঙ্গে বলবেন,

- স্নানশুদ্ধির দ্বারা পাপকর্মের ফল মোচন করা যায় না।
- দান, শীল ভাবনায় রত থাকলেই আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়।

- ব্রাহ্মণ তার ভুল বুঝতে পেরে পূর্ণিকার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হন।
- শিক্ষার্থীরা ছবি দেখেও তা অনুধাবন করতে পারবে।
- শিক্ষক আজকের পাঠ্যাংশ নির্দেশ করে দিয়ে পাঠটি পড়বেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠটি পড়তে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী হওয়ার জন্য প্রশ্ন করবেন :
- পূর্ণিকা দাসীর ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণ কী?
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের যথার্থতা যাচাই করবেন।
- পূর্ণিকার জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের অবগত করবেন।
- তারপর দুই/তিন শিক্ষার্থীকে পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠে বিবৃত উপদেশ সকল শিক্ষার্থীকে অবগত করবেন।
- পাঠের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু যথাসম্ভব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে মূল্যায়নে মনোনিবেশ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- কী কাজ করলে পুণ্য সঞ্চয় করতে পার-দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।

মূল্যায়ন

ক. *সংক্ষেপে উত্তর দাও*

১. পূর্ণিকাকে ধর্মের শিক্ষয়িত্রী বলা হতো কেন?
২. উদক্‌শুদ্ধিক ব্রাহ্মণ কার শরণ গ্রহণ করেন?
৪. পূর্ণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বাড়ির কাজ

- উদক শুদ্ধিক ব্রাহ্মণকে কীভাবে পূর্ণিকা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন ব্যাখ্যা কর।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৫০-৫১

বিষয়বস্তু: 'বুদ্ধের সময় ..... সবচেয়ে বেশি।'

শিখনফল

৭.৩.১ বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কী কী বলতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধের নিকট রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা গ্রহণের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- পূর্বজ্ঞান যাচাই।
- শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য জিজ্ঞাসা করবেন :

- এটি কার ছবি?

- শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে প্রশ্নটির উত্তর দেবে।
- উত্তর শুনে শিক্ষক বলবেন, বেশ, চমৎকার- এভাবে তাদের প্রশংসা করবেন।
- এতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে।
- পাঠ পরিসর নির্দেশ করে বলবেন; আজ আমরা রাজা বিম্বিসার সম্পর্কে জানব।
- পাঠে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলে শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠটি একবার পড়ে শোনাবেন।
- কঠিন শব্দ থাকলে সেগুলো চকবোর্ডে লিখে দিয়ে অর্থ বুঝিয়ে দেবেন।
- পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ছিল কি না যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করবেন-

- বুদ্ধের সময় কয়টি শক্তিশালী রাজ্য ছিল?

- শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ থেকে এ প্রশ্নটির উত্তর দেবে।
- উত্তর দানে কেউ কেউ অসমর্থ হলে শিক্ষক উত্তর চিহ্নিত করতে সাহায্য করবেন।

- এরপর পর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠটি পড়তে বলবেন।
- পাঠ শেষে হলে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে মূল্যায়নে মনোনিবেশ করবেন।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. বিম্বিসার কে ছিলেন?
২. বুদ্ধ কোথায় গিয়ে রাজা বিম্বিসারকে দীক্ষা দেন?
৩. বিম্বিসারের পুত্রের নাম কী?
৪. বিম্বিসার কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন?

পরিকল্পিত কাজ

ক. বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজা বিম্বিসারের অবদান উল্লেখ কর।

বাড়ির কাজ

১. বিম্বিসার সম্পর্কে পাঠের আলোকে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৫২-৫৩

বিষয়বস্তু : 'জীবক ছিলেন ভগবান বুদ্ধের ..... খ্যাতি লাভ করেন।'

শিখনফল

৭.৩.২ তাঁদের অবদান থেকে শিক্ষার লাভ করতে পারবে।

উপকরণ : বুদ্ধের চিকিৎসক রাজবৈদ্য জীবকের ছবি ও পোস্টার পেপার।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের পুস্তকের ছবি দেখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন :
  ছবিতে কী দেখছ?
- রাজা বিম্বিসারকে রাজা মহাকোশল কোন গ্রাম উপহার দেন?
- শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বজ্ঞান থেকে প্রশ্নটির উত্তর দেবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রশংসা করে বলবেন, প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের জন্য আমি সত্যিই আনন্দিত।
- আরো বলবেন, আজকের পাঠ থেকে আমরা রাজবৈদ্য জীবকের ভূমিকা সম্পর্কে জানব।
- পাঠের পরিসর উল্লেখ করে শিক্ষক ধীরে ধীরে পাঠটি পড়ে যাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন
- জীবকের পালক পিতার নাম কী?

- জীবক আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন কেন?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ থেকে ও লিখিতভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর আদায় করবেন।
- উত্তর চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের জীবনবৃত্তান্ত আরো ভালোভাবে জানার জন্য সূত্র পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থাবলি থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। শিষ্য-প্রশিষ্যদের জীবনী থেকে উপদেশেমূলক তথ্যসমূহ গুচ্ছবদ্ধ করে শিক্ষণীয় বিষয় ধারণ করে রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবেন।
রাজবৈদ্য জীবকের ছবি পোস্টার পেপারে অঙ্কন।

মূল্যায়ন

ক. *সংক্ষেপে উত্তর দাও :*

১. জীবকের মায়ের নাম কী?
২. জীবকের প্রতি আচার্যমুগ্ধ হলেন কেন?
৩. নগরে চারদিকে ঘুরে এসে জীবক আচার্যকে কী বললেন?
৪. জীবক কীভাবে অনেক পুরস্কার লাভ করলেন?

বাড়ির কাজ

ক. রাজবৈদ্য জীবকের জীবনবৃত্তান্ত লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

জাতকের শিক্ষা

জাতক

সাধারণ অর্থে জাতক বলতে যে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে বোঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্তকে জাতক বলা হয়। এক কথায় জাতক বুদ্ধের পূর্বজন্মের বিচিত্র কথা ও কাহিনী।

বুদ্ধ ধর্মদেশনা কালে উদাহরণস্বরূপ জাতক কাহিনীগুলো বলতেন। বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর রূপে তিনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। অনেক কুশল কর্ম করে শেষ জন্মে পূর্ণজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ হন।

পালি সাহিত্যে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। জাতক পালি ভাষায় রচিত। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্ত পিটকের খুদ্দক নিকায়ের একাদশ গ্রন্থ হলো জাতক।

জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা

জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা সর্বজনীন। জাতক কাহিনীগুলো অতি চমৎকার। সদাচারণ, জীবে দয়া, মৈত্রী, করুণা, মহানুভবতা, সাধুতা, নৈতিকতা, সেবা, শিষ্টাচার, সংযম, মানবতা ইত্যাদি জাতক সাহিত্যের উপদেশ। কুশল কর্ম বা পথ অবলম্বন করে মহৎ ও আদর্শ জীবন গঠন করা জাতকের মূল শিক্ষা।

বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দানের সময় জাতকের নানা কাহিনীর বর্ণনা করতেন। জাতকের ঘটনাগুলো বোধিসত্ত্ব জীবনের সময়কালের। বোধিসত্ত্বের নানা জন্ম ও পারমী পূরণের অবিচল প্রচেষ্টার কথাই জাতকের শিক্ষা। জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা মানুষের জন্য মণিরত্নের মতো।

জাতকের উপদেশ মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী, করুণা আর ভালোবাসার বন্ধন ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। এগুলো মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। জাতকের উপদেশের মধ্যে মানুষের জীবনাচার, পেশা এবং সমাজের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ন্যায়–অন্যায় বোধ জাগ্রত করা এবং কুসংস্কার পরিহার করা জাতকের শিক্ষা।

জাতক পাঠের উদ্দেশ্য

জাতক পাঠে অনেক কিছু জানা যায়। সাধারণত সৎ কাজের সুফল ও অসৎ কাজের কুফল বর্ণনা করাই জাতকের উদ্দেশ্য। বৌদ্ধমতে, এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারে না। গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাংকুর রূপে অসংখ্য কল্পকাল ধরে নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল জন্মে দান, শীল, মৈত্রী, সেবা, কুশল কর্ম সম্পাদনের দ্বারা পারমী পূরণ করে বুদ্ধ হন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সৎ কর্ম, ভালো–মন্দ জানার উদ্দেশ্যে জাতক বলতেন। মৈত্রী সাধনা ও কুশলকর্ম বোধিসত্ত্ব জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ। জাতক পাঠ মূলত শিষ্য ও প্রশিষ্যদের সঠিক পথে চলা, ভালো কাজ করা, সমাজজীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি, পরোপকার করা, ন্যায়পরায়ণ হওয়া ইত্যাদির শিক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নির্বাণের পথে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা লাভ করা।

জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য

জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সকলের কাছে জাতক পাঠ গুরুত্ব লাভ করেছে। জাতকের প্রভাব সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্যে বিদ্যমান। প্রাচীন কালের ঈশপের গল্প ও ডেকামেরনে জাতকের প্রভাব পাওয়া যায়। আরব্য রজনীর কাহিনীতেও জাতকের প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। যেমন– বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এমনকি ইহুদি সাহিত্য ও বাইবেলেও জাতকের প্রভাব রয়েছে।

জাতকের ঐতিহাসিক মূল্য অত্যধিক। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান জাতকে রয়েছে। আড়াই হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা, রাজ্যশাসন প্রণালি, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি জাতকে বর্ণিত আছে। জাতক সাহিত্যে বিভিন্ন রাজ্য, নগর, বন্দর, রাজন্যবর্গ, শ্রেণি, বণিক, বিহার, নদ–নদী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– কোশল, বৈশালী, মগধ, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বারাণসী প্রভৃতি। আবার রাজাদের মধ্যে প্রসেনজিৎ, বিম্বিসার, উদয়ন, অজাতশত্রু প্রমুখ রাজার নাম পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠী ছিলেন ধনঞ্জয়, অনাথপিন্ডিক প্রমুখ। জাতকের নানা দিক বিবেচনা করে ভিনসেন্ট, স্মিথ, রিসডেভিড, ফৌসবল প্রমুখ ইতিহাসবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম রত্নভাণ্ডার বলে

অভিহিত করেছেন। তাই বলা যায়, জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

জাতক সাহিত্যের আলোকে তোমরা এবার কয়েকটি জাতক কাহিনী এবং উপদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে।

মহাধর্মপাল জাতক

প্রাচীন কালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন কাশীরাজ্যে ধর্মপাল নামে একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন দশ কুশল ধর্ম আচরণকারী। তাঁকে লোকে বলত ধর্মপাল। তাঁর পরিবারের সব লোক ও দাস–দাসীরা পর্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাঁরা শীল ও উপবাস ব্রত পালন করতেন।

বোধিসত্ত্ব এই বংশে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো ধর্মপাল কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর পিতা তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় এক আচার্যের কাছে পাঠালেন। আচার্যের পাঁচশত শিষ্য ছিল। ক্রমে বোধিসত্ত্ব সেই শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

একদিন আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হলো। আচার্য, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ছাত্ররা সকলে কান্না করতে লাগলেন। একমাত্র ধর্মপাল কুমার বোধিসত্ত্ব রোদন করলেন না। তিনি শুধু হাসলেন।

আচার্য ধর্মপালকে হাসার কারণ কী জানতে চান। তখন ধর্মপাল বলল, তাঁর বংশে কেউ তরুণ বয়সে মারা যায় না। এ কথার সত্যতা জানতে আচার্য একদিন একটি মৃত ছাগলের অস্থি নিয়ে ধর্মপালের বাড়ি গেলেন। ধর্মপাল মারা গেছে বলে আচার্য তাঁর পিতাকে বলল। কিন্তু ধর্মপালের পিতা বিশ্বাস করলেন না। তখন আচার্য ছাগলের অস্থি দেখিয়ে বলল, এ অস্থি ধর্মপালের। ধর্মপালের পিতা কোনো মতে বিশ্বাস করল না। তখন আচার্য সত্যতা স্বীকার করলেন।

আচার্য এবার প্রসন্ন হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র জীবিত আছে। সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং তারই উপর আমার অন্য শিষ্যদের বিদ্যাশিক্ষার ভার দিয়ে আমি এখানে এসেছি। আপনার পুত্র আমাকে বলেছে, আপনার বংশে তরুণ বয়সে কারো মৃত্যু হয় না। আমি এখন আপনার কাছে তার কারণ জানতে চাই। এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ যে যে গুণের প্রভাবে তাঁর বংশে অকালমৃত্যু হয় না তার গুণগুলো বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, আমরা সৎ ও অসৎ ধর্মের কথা শুনে কখনো আসক্ত হই না। অসৎকে ত্যাগ করে, সদা সর্বদা সৎ এর ভজনা করি। তাই আমাদের বংশে তরুণ বয়সে কারো মৃত্যু হয় না।

দানের পূর্বে আমাদের মন সুপ্রসন্ন থাকে। প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করি। দানের পর আমরা কোনো অনুতাপ করি না। তাই তরুণের মরণ হয় না। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পথিক, যাচক, দরিদ্র, ভিখারী, দ্বারস্থ হলে তাদের আহার ও পানাহারে তুষ্ট করি। সাধ্যমতো তাদের দান করি।

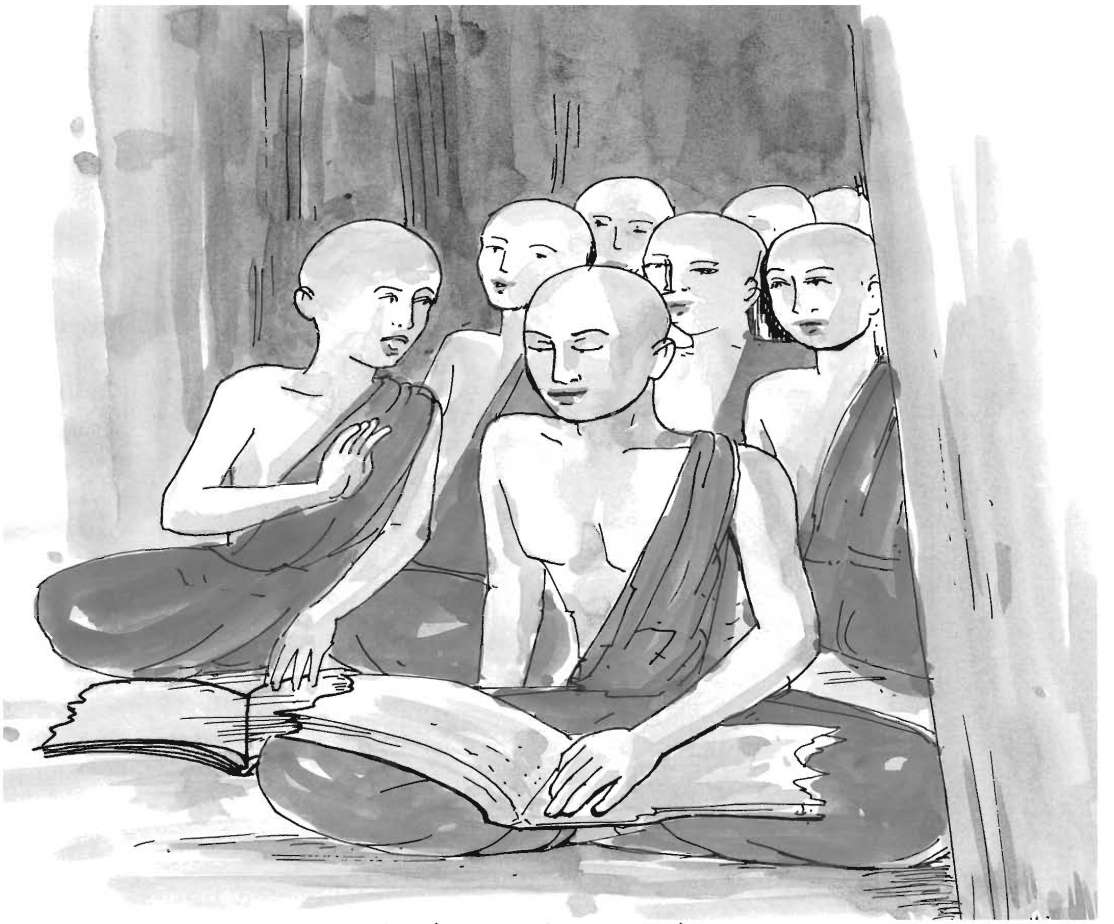

আচার্যের পাঠশালায় ধর্মপাল ও সহপাঠীবৃন্দ

আমাদের বংশের স্বামীরা সতীব্রত, স্ত্রীরা পতিব্রতা। সমগুণে ব্রহ্মচর্য পালন করি। এ বংশের সতী স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মায়, সে মেধাবী, ধার্মিক, প্রজ্ঞাবান, সর্বশাস্ত্রবিদ ও দেবপরায়ণ হয়। মৃত্যুর পর সদ্‌গতি লাভের আশায় সকলেই ধর্মপথে বিচরণ করে। যে দাস–দাসী আশ্রিত আছে, তারাও ধর্মপথে চলে।

এরপর ব্রাহ্মণ বললেন, যে ধর্মপথে চলে, ধর্মই তাকে রক্ষা করে। বর্ষা ও রৌদ্রে ছাতা

যেমন মানুষকে রক্ষা করে, তেমনি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ধর্ম রক্ষা করে। ধার্মিকের কখনো অকল্যাণ হয় না। তাই বলি আপনি যে অস্থি এনেছেন, তা অন্য কারো। আমার পুত্রের তরুণ বয়সে মৃত্যু হতে পারে না। এ কথা শুনে আচার্য পরমপ্রীত হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য ছাগ অস্থি এনেছিলাম। আপনার পুত্র সুস্থ আছে। এখন আপনি যে ধর্ম রক্ষা করেন, সেই কথাগুলো অনুগ্রহ করে বলুন।

আমরা আর্যধর্ম পালন করি, চার আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, ব্রহ্মবিহার, উপোসথ ব্রত, পঞ্চশীল পালন করি। আচার্য কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করে তক্ষশিলায় ফিরে গেলেন। তারপর ধর্মপাল কুমারকে সমস্ত বিদ্যা দান করে তাকে বহু অনুচরসহ গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

উপদেশ : ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ধর্ম রক্ষা করে।

নক্ষত্র জাতক

প্রাচীন কালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর রাজত্বকালে এ জাতকের ঘটনাটি ঘটেছিল। বারাণসী নগরের লোকেরা তাদের এক পাত্রের সাথে জনৈক গ্রামবাসীর মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করলেন। আজীবক নামে নগরবাসীদের এক কুলগুরু ছিলেন। তাঁর নিকট গিয়ে নগরবাসীরা বলল, প্রভু, আজ আমাদের একটি শুভ কাজ আছে।

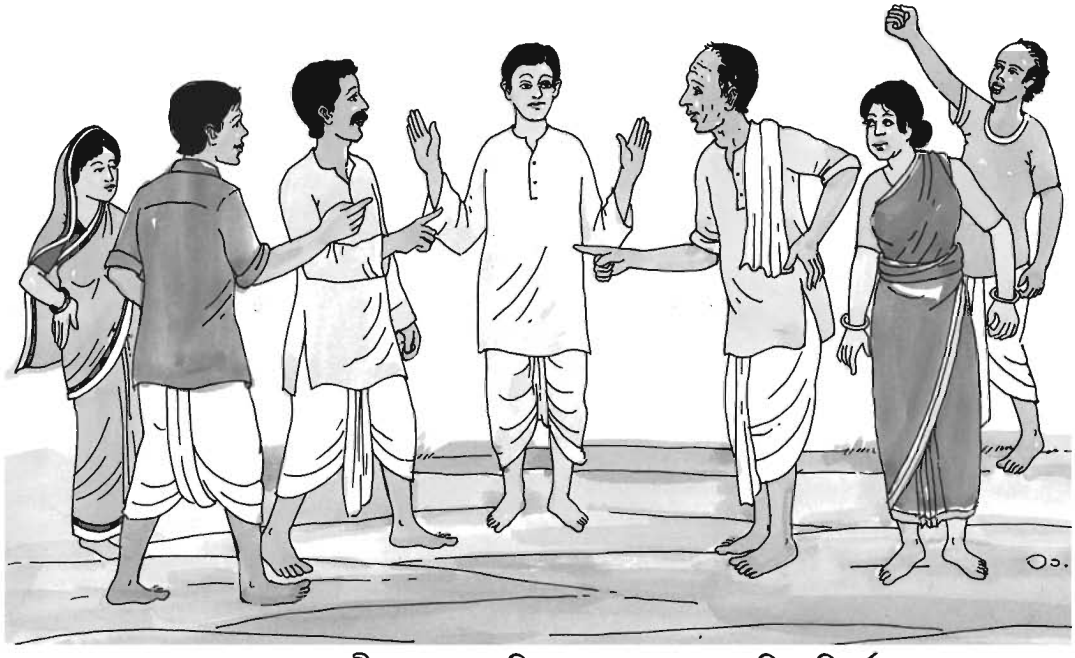

বরপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে বিবাহ লগ্নের শুভ–অশুভ নিয়ে বিতর্ক

এখানকার এক কুলপুত্রের সাথে এক গ্রামবাসী মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। নক্ষত্র লগ্ন শুভ হবে কি? আজীবক মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। ভাবলেন, বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে এরা লগ্ন শুভ কি না জানতে এসেছে। আগে জানার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য বললেন, আজ নক্ষত্র লগ্ন মোটেই শুভ নয়। বিয়ে সম্পন্ন হলে অমঙ্গল হবে। নগরবাসীরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ঐদিন পাত্রী আনতে গেল না।

বোধিসত্ত্ব এসে বরপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে বিতর্ক মিটাচ্ছেন

এদিকে গ্রামবাসীরা সারা দিন অপেক্ষা করল। রাত হয়ে এলো। তবু বরযাত্রীদের দেখা নেই। উপায় না দেখে তারা রাতের মধ্যে অন্য বরের সাথে কনের বিয়ে দিয়ে দিল।

পরদিন পাত্রপক্ষ কন্যা আনতে গেলে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে গ্রামবাসীরা বলল, তোমরা নগরবাসীরা বড়ই নির্লজ্জ। দিনক্ষণ সব ঠিক করে গতকাল পাত্রী নিতে এলে না। তাই আমরা অন্য পাত্রের সাথে কন্যা সম্প্রদান করেছি। এখন সেই বিবাহিত মেয়ে এনে তোমাদের দেওয়া সম্ভব নয়। তোমরা ফিরে যাও।

বরপক্ষ বলল, আমাদের কুলগুরু আজীবকের নিকট জানলাম, গতকাল নক্ষত্র লগ্ন শুভ ছিল

না। বিয়ে হলে অমঙ্গল হবে। এজন্য আমরা আসিনি। এখন পাত্রী না নিয়ে ফিরে যাব কেন?

এভাবে উভয়পক্ষে তর্ক–বিতর্ক চলছিল। পাশে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব সব শুনছিলেন। তিনি বললেন, নক্ষত্র লগ্ন শুভ কি অশুভ তাতে কি এসে-যায়? মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ অশুভ চিন্তা করে বসে থাকে। যথাসময়ে কাজ সম্পাদন করে সুফল অর্জনই শুভ লক্ষণ। শুভ কাজে নক্ষত্রের কোনো যোগ নেই। নক্ষত্র মেনে চলতে গেলে নিজেদেরই কাজের ক্ষতি হয়। যেমন– বরপক্ষের ক্ষতি হলো।

বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনে উভয়পক্ষ শান্ত হলো। বরপক্ষ পাত্রী ছাড়া বিষণ্ন মনে নগরে ফিরে গেল।

উপদেশ : শুভ কাজের কোনো কালাকাল নেই।

কূটবাণিজ জাতক

সুদূর অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'পণ্ডিত'। বড় হয়ে 'অতিপণ্ডিত' নামে বণিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তাঁরা দুই জনে পাঁচশ পণ্য বোঝাই গাড়ি নিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যান। ক্রয়–বিক্রয় করে অনেক লাভবান হন। কিছুদিন পর বারাণসী নগরে ফিরে আসেন।

ব্যবসায় লভ্যাংশ নিয়ে তাঁদের দুই জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। অতিপণ্ডিত বললেন, আমি দু'ভাগ নেব, তুমি এক অংশ পাবে। পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাস করলেন, কেন? পণ্যের মূল্য, গাড়ি, বলদ সবকিছু আমরা দুই জনে সমান দিয়েছি। উত্তরে অতিপণ্ডিত বললেন, তুমি শুধু পণ্ডিত বলে এক ভাগ, আর আমি অতিপণ্ডিত দুই অংশ। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হলো। অবশেষে অতিপণ্ডিত মীমাংসার একটি উপায় বের করলেন। কিন্তু এটা ছিল তার দুষ্টবুদ্ধি। তিনি তাঁর পিতাকে এক বৃক্ষের কোটরে রাখলেন। বললেন, আমরা দুই জনে এসে কে কত ভাগ পাব জিজ্ঞাসা করব।

এক সময় তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হয়ে বৃক্ষদেবতার প্রশংসা করে বললেন, ঐ বৃক্ষদেবতা ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারেন।

তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করা হয় তাই লাভ করা যায়। কোনো বিবাদ দেখা দিলে তাও মীমাংসা

করতে পারেন। বৃক্ষদেবতার সব জানা আছে। চল ভাই, আমরা তাঁর নিকট গিয়ে ঝগড়া নিষ্পত্তি করি। আমরা কে কত ভাগ পাব তা যাচাই করি।

বৃক্ষ কোটরে ধূর্ত বণিকের পিতা এবং আগুনের ফুলকি

সেভাবে তাঁরা দুই জন বৃক্ষের নিচে উপস্থিত হলেন। অতিপণ্ডিত প্রার্থনা করলেন, হে ভগবানসদৃশ বৃক্ষদেবতা, আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আমরা সমস্যায় পড়েছি। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই। আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। তখন অতিপন্ডিতের পিতা বললেন, তোমাদের বিবাদ কী নিয়ে বল? তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

অতিপণ্ডিত সবিনয়ে বললেন, প্রভু আমরা দুইজনে একসঙ্গে ব্যবসা করেছিলাম। দূর-দূরান্তে অনেক কষ্ট করেছি। আমি বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে চাই না। এখন আপনিই মধ্যস্থতা করুন। আমাদের মধ্যে লভ্যাংশের কে কত ভাগ পাবে? বৃক্ষ কোটর থেকে উত্তর এলো। পণ্ডিত এক ভাগ, অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাবে। তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আমার উপদেশমতো অংশ ভাগ করে নেবে।

বোধিসত্ত্ব এ বিচার শুনে বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করলেন। ভাবলেন এখানে দেবতা আছে কি না জানতে হবে। তিনি খড়কুটা সংগ্রহ করলেন। বৃক্ষের কোটরপূর্ণ করে অগ্নি সংযোগ করলেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ধূর্ত বণিকের পিতা অর্ধাঙ্গ শরীরে বৃক্ষকোটর থেকে বের হয়ে এলেন। সমস্ত শরীর ঝলসে গেল। শাখা ধরে তিনি নিচে নামলেন। নামবার সময় ধূর্ত বণিকের পিতা বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করে বললেন-

সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুমি সাধুবর,
নাহি এতে সন্দেহের লেশ;
অতিপণ্ডিত নিরর্থক হায়, হায়!
তারি দেখে এত মোর ক্লেশ।

অতিপণ্ডিতের পিতা অসহ্য যন্ত্রণা ও মনের দুঃখে নিজ পুত্রকে ভর্ৎসনা করলেন। বোধিসত্ত্বের গুণকীর্তন করে বাড়ি চলে গেলেন। অতিপণ্ডিত নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে। পিতাকে অপমান ও কষ্ট দিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে হার মানলেন। অবশেষে দুইজনে সমান লভ্যাংশ ভাগ করে নিলেন।

উপদেশ : কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

কুরঙ্গামৃগ জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গামৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বনে বনে ফল খেয়ে তিনি জীবনধারণ করতেন। সেই বনে ছিল একটি বড় ছাতিম গাছ। বোধিসত্ত্ব সেই ছাতিম গাছের ফল খেতেন। সে সময় বনের পাশের এক গ্রামে এক ব্যাধ বাস করত। সে হরিণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেই ছাতিম গাছের ডালে মাচা বেঁধে শিকারের অপেক্ষায় থাকত। হরিণেরা তা বুঝতে না পেরে ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিত। ব্যাধ সেই হরিণের মাংস বিক্রি করে জীবন ধারণ করত।

গাছের উপরে বসা শিকারি ব্যাধ এবং ছাতিম গাছের পাশে হরিণ বোধিসত্ত্ব

একদিন সেই ছাতিম গাছের শাখায় মাচার ওপর বসে ব্যাধ বোধিসত্ত্বের জন্য অপেক্ষা করছিল। বোধিসত্ত্ব সেদিন সকালে ছাতিম গাছের দিকে যাওয়ার সময় ভাবলেন, সময়ে সময়ে ব্যাধরা গাছের ওপর মাচা বেঁধে ওত পেতে থাকে। কাজেই আমারও উচিত ছাতিম গাছে কোনো ব্যাধ আছে কি না পরীক্ষা করা। এ জন্য বোধিসত্ত্ব সাবধানে দূর থেকে লক্ষ করতে লাগলেন।

ব্যাধ দেখল, বোধিসত্ত্ব গাছের নিচে আসছেন না। তাই ব্যাধ ছাতিমের শিম ছিঁড়ে বোধিসত্ত্বের দিকে ছুড়ে মারছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বুঝলেন এ গাছে নিশ্চয়ই ব্যাধ আছে। তা না হলে শিমগুলো ছুড়ে মারবে কে?

কাজেই বোধিসত্ত্ব গাছের দিকে বারবার ভালো করে দেখতে লাগলেন। শেষে তিনি পাতার ফাঁক দিয়ে ব্যাধকে দেখতে পেলেন। বোধিসত্ত্ব ব্যাধকে দেখেও না দেখার ভান করে বললেন, হে গাছ, এত দিন তুমি ছাতিমের শিমগুলো ওপর থেকে সোজা নিচের দিকে ফেলতে। আজ তুমি ছুড়ে মারছ কেন? আজ তুমি আমার পরিচিত গাছের মতো ব্যবহার করছ না কেন? কাজেই তুমি যখন তোমার স্বভাব ধর্ম মতো কাজ করছ না আমি অন্য কোনো গাছের নিচে চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমার খাবার জোগাড় করি।

এই বলে বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার উপক্রম, এমন সময় ব্যাধ তীর নিক্ষেপ করল। সেই তীর বোধিসত্ত্বের গায়ে লাগল না। তখন ব্যাধ বলল, দূর হও, আজ আমার হাত থেকে রক্ষা পেলে।

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি তোমার হাত থেকে রক্ষা পেলাম বটে। কিন্তু তুমি মহানরক থেকে রেহাই পাবে না। তোমাকে হিংসা, লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি পাঁচ রকম যাতনা ভোগ করতে হবে। এই বলে বোধিসত্ত্ব সেখান থেকে চলে গেলেন। ব্যাধও গাছ থেকে নেমে অন্য জায়গায় চলে গেল।

উপদেশ : বুদ্ধিমান ও সাবধানের মার নেই।

কালকর্ণী জাতক

অতীতকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন বোধিসত্ত্ব একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। এই শ্রেষ্ঠীর কালকর্ণী নামে এক মিত্র ছিল। এই কালকর্ণী ছিল তাঁর শৈশবের খেলার সাথী। পরে কালকর্ণী কোনো কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের কাছে সাহায্য চায়।

বোধিসত্ত্ব তখন তাকে তাঁর সম্পত্তি ও বাড়িঘর দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেন। সেই থেকে কালকর্ণী তাঁর কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে লাগল।

কালকর্ণী শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে আসার পর থেকে 'কালকর্ণী দাঁড়াও, কালকর্ণী বস, কালকর্ণী যাও'–এই সব কথা প্রায় শোনা যেত। তখন শ্রেষ্ঠীর বন্ধু–বান্ধবগণ বিরক্ত হয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, মহাশ্রেষ্ঠী, আপনার বাড়ি থেকে কালকর্ণীকে সম্বোধন করে দাঁড়াও, বস, খাও, এসব কথা শোনা যায়। এসব ভালো দেখায় না। আপনি তার সঙ্গ ত্যাগ করুন। বোধিসত্ত্ব উত্তরে বললেন, 'দেখ, নাম বস্তু নির্দেশ করে পণ্ডিতেরা কোনো বস্তু বা

কালকর্ণী শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে রাতে ডাকাতদল

ব্যক্তির গুণ বিচার করেন না। কোনো নাম শুনেই অমঙ্গল আশঙ্কা করা উচিত নয়। আমি নামের উপর নির্ভর করে আমার শৈশবের সাথী বাল্যবন্ধুর প্রতি বিমুখ হব না।'

শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের একটি ভোগ গ্রাম ছিল। অর্থাৎ তাঁর ভোগের জন্য রাজা এই গ্রামটি তাঁকে দান করেছিলেন। একদিন তিনি কালকর্ণীর হাতে গৃহরক্ষার ভার দিয়ে সেই গ্রামে চলে গেলেন। তখন চোরেরা ভাবল, এখন শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই। এই সুযোগে আমরা তাঁর বাড়ি থেকে সর্বস্ব চুরি করব।

এই ভেবে তারা সেদিন রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রেষ্ঠীর বাড়ি ঘিরে ফেলল। এদিকে কালকর্ণী আগেই সন্দেহ করেছিল, আজ রাতে চোরেরা আসতে পারে। তাই সে সেই রাতে না ঘুমিয়ে জেগে বসে ছিল। যখন সে বুঝতে পারল দস্যুরা বাড়ির চারদিকে জড়ো হয়েছে, তখন সে পাড়া প্রতিবেশীদের জানানোর জন্য 'শাঁখ বাজাও, দামামা বাজাও' বলে চিৎকার করতে লাগল। সে সারা বাড়ি ছোটাছুটি করে তোলপাড় করতে লাগল।

দস্যুরা তা দেখে ভাবল, শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই এ কথা সঠিক নয়। বাড়িতে অনেক লোক জেগে আছে। বোধ হয় শ্রেষ্ঠী ফিরে এসেছেন। এক্ষেত্রে বাড়ি লুট করা সম্ভব নয়।

তখন তারা হতাশ হয়ে পাথর, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র ফেলে রেখে চলে গেল। পরদিন সকালে পাড়ার লোকেরা দস্যুদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র দেখে বুঝতে পারল; গত রাতে চোর এসেছিল। তারা ভয় পেয়েছিল। তারা তখন সকলে বলাবলি করতে লাগল, কালকর্ণীর মতো বুদ্ধিমান লোক না থাকলে দস্যুরা শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পদ চুরি করে নিয়ে যেত। শ্রেষ্ঠীর ভাগ্য খুব ভালো যে এমন বিশ্বাসী লোক পেয়েছেন।

এমন সময় শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব ভোগ গ্রাম হতে ফিরে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। তিনি তখন তাঁর বন্ধু–বান্ধবদের বললেন, তোমাদের কথা শুনে যদি এমন বিশ্বস্ত বন্ধুকে তখন তাড়িয়ে দিতাম, তাহলে চোরেরা আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেত।

এরপর তিনি একটি গাথা পাঠ করে তাদের ধর্মোপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন, যার সঙ্গে সাত পা চলা হয়, তাকে মিত্র বলতে হয়। যার সঙ্গে বারো দিন বাস করা হয়, তাকে সখা বলা হয়। যার সঙ্গে এক পক্ষ বা এক মাস বাস করা হয় সে হচ্ছে জ্ঞাতির সমান। যার সঙ্গে বেশি ভাব, যার সঙ্গে একান্তে বাস করা হয়, সে হচ্ছে বন্ধু। আত্মসুখের জন্য আমার শৈশবের বন্ধুকে কি ত্যাগ করতে পারি?

এই বলে সকলকে উপদেশ দিলেন বোধিসত্ত্ব।

উপদেশ : বিপদে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় হয়।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. জাতকের মূল শিক্ষা কী?

ক. বিনয় সম্মত জীবন গঠন
খ. পরিপূর্ণ জীবন গঠন
গ. অর্থনৈতিক জীবন গঠন
ঘ. মহৎ ও আদর্শ জীবন গঠন

২. ভারতীয় সাহিত্যে কিসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

ক. সুত্তপিটক
খ. জাতক
গ. ত্রিপিটক
ঘ. ধর্মপদ

৩. ধর্মপাল কুমার কোথায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন করেন?

ক. তক্ষশিলা
খ. বিক্রমশীলা
গ. নালন্দা
ঘ. ময়নামতি

৪. অতি পন্ডিত বিবাদ মীমাংসার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়?

ক. অতিবুদ্ধি
খ. সুবুদ্ধি
গ. দুষ্টবুদ্ধি
ঘ. উপস্থিত বুদ্ধি

৫. আজীবক মনে মনে কী হলেন?

ক. সন্তুষ্ট
খ. অসন্তুষ্ট
গ. শান্ত
ঘ. রাগান্বিত

৬. ব্যাধ গাছের ডালে কী শিকারের অপেক্ষায় থাকত?

ক. হরিণ
খ. বাঘ
গ. ছাগল
ঘ. পাখি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর ..... সংগৃহীত হয়।
২. জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা মানুষের জন্য ..... মতো।
৩. সার্থক পন্ডিত নাম ধর তুমি ..... ।

৪. দানের পূর্বে আমাদের মন ..... থাকে।
৫. শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের একটি ..... গ্রাম ছিল।
৬. বিপদে প্রকৃত ..... পরিচয় হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. জাতকের উপদেশ ও	১. অশুভ চিন্তা করে বসে থাকে।
২. এক জন্মের কর্মফলে কেউ	২. ধর্মই তাকে রক্ষা করে।
৩. তুমি শুধু পণ্ডিত বলে এক ভাগ,	৩. ফল খেত।
৪. মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ	৪. শিক্ষা সর্বজনীন।
৫. যে ধর্মপথে চলে	৫. আমি অতিপণ্ডিত তাই দুই ভাগ।
৬. বোধিসত্ত্ব সেই ছাতিম গাছের	৬. বুদ্ধ হতে পারে না।
	৭. জাতকের প্রভাব পড়ে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. জাতক কাকে বলে?
২. জাতক পাঠের উদ্দেশ্য কী?
৩. ধর্মপাল কুমারের আচার্য কিসের অস্থি নিয়ে গিয়েছিল?
৪. অতিপণ্ডিতের শঠতা কীভাবে ধরা পড়েছিল?
৫. নক্ষত্র জাতকের উপদেশ কী?
৬. শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের কী ধর্মোপদেশ দিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ কর।
২. মহাধর্মপাল জাতক মতে তরুণ বয়সে মৃত্যু না হওয়ার গুণগুলো লেখ।
৩. নক্ষত্র জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।
৪. 'কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়' – এ কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৫. কালকর্ণী কীভাবে শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের ধনসম্পদ রক্ষা করেছিল? আলোচনা কর।
৬. উপদেশসহ কুরঙ্গামৃগ জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

জাতকের শিক্ষা

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ জাতক পাঠের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।
৮.২ পাঁচটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৩ জাতকের মূল উপদেশসমূহ বলতে পারবে।
৮.৪ জাতক সাহিত্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখনফল

৮.১.১ জাতক কাকে বলে বলতে পারবে।
৮.১.২ জাতক পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।
৮.২.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৩.১ জাতকের উপদেশ বলতে পারবে।
৮.৩.২ জাতকের শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারবে।
৮.৩.৩ জাতকের উপদেশ অনুসরণে আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে।
৮.৪.১ জাতকের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮.৪.২ জাতকের মাধ্যমে সদাচরণ, নেতৃত্ব, পরোপকার ইত্যাদির উদাহরণ দিতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৭

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৫৬

বিষয়বস্তু : 'সাধারণ অর্থে জাতক ..... করা জাতকের শিক্ষা।'

শিখনফল

৮.১.১ জাতক কাকে বলে বলতে পারবে।
৮.৩.১ জাতকের উপদেশ বলতে পারবে।
৮.৩.২ জাতকের শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারবে।

উপকরণ : জাতক গ্রন্থ, প্রাসঙ্গিক ছবি, ফ্ল্যাশ কার্ড এবং ভিডিও ফুটেজ।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক ফ্ল্যাশ কার্ড ও ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি ও জাতকের চিত্র দেখাবেন।
- শ্রেণিপাঠের সময় শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন।

- গল্প বলা ও শোনার গুরুত্ব আলোচনা করবেন।
- জাতক পাঠে আগ্রহ এবং এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।
- পূর্বের শ্রেণিতে পঠিত কয়েকটি জাতকের নাম বলতে বলবেন।
- পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পাঠ থেকে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলবেন।

- জাতক কাকে বলে?
- বুদ্ধ কখন জাতক কাহিনীগুলো বলতেন?
- পালি সাহিত্য মতে জাতক কয়টি?

- শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে।
- এ অধ্যায়ে জাতক, জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা সম্পর্কে জানাবেন।
- পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :

- জাতক কী?
- জাতকের উপদেশ কী?
- জাতকের মূল শিক্ষা কী?

- শিক্ষার্থীরা গ্রন্থের সাহায্যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
- বাড়িতে বা বন্ধুদের মধ্যে আলাপ ও আলোচনা কালে জাতক কাহিনী বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থী কেউ কেউ গল্প বলতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করবেন এবং কিছু অংশ পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষক জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- জাতকের উপদেশ ও শিক্ষা বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লিখ (দলীয় কাজ)।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানোর কার্যাবলি পরিচালনার সময় শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন।
- নমুনা প্রশ্ন বা নতুন প্রশ্নের ভিত্তিতে পাঠ মূল্যায়ন করবেন।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. জাতক কাকে বলে?
২. জাতকের ঘটনাগুলো কোন সময়কালের?
৩. জাতকের উপদেশ কী।
৪.জাতকের সংখ্যা ও ভাষা সর্ম্পকে বল।

বাড়ির কাজ

- অনুশীলনীর প্রশ্নমালা ও শূন্যস্থান।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৫৭-৫৮

বিষয়বস্তু : 'জাতক পাঠে অনেক ..... সম্পর্কে জানতে পারবে।'

শিখনফল

৮.১.২ জাতক পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

৮.৪.১ জাতকের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : জাতক গ্রন্থ, গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্র।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- 'জাতক' গ্রন্থ প্রদর্শন করে জাতকের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের জাতক পাঠের উদ্দেশ ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক নির্ধারত পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে শিক্ষকের পাঠ শুনবে।
- শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে পাঠটির কিছু কিছু অংশ পুনরায় পড়বে।
- পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন।
- প্রশ্নসহ উত্তর খাতায় লিখবে, শিক্ষক মনিটরিং করবেন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করার নির্দেশনা দেবেন।
- পাঠে মনোযোগ ও আগ্রহ ছিল কি না জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন।

- বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কোন উদ্দেশে জাতক বলতেন?
- বোধিসত্ত্ব জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ কী?
- বুদ্ধ কালীন কয়েকটি প্রাচীন রাজ্যের নাম বল?
- জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য কীরূপ?

- শিক্ষার্থীরা গ্রন্থের সহায়তায় নিজ চেষ্টায় সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে।

পরিকল্পিত কাজ

- জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ। (দলগত)

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও শিখনফল ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের শূন্যস্থান ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১.জাতক শব্দের অর্থ কী?

২.জাতক পাঠের উদ্দেশ্য লিখ।

বাড়ির কাজ

১. জাতকের প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্য বর্ণনা কর।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৫৮-৬০

বিষয়বস্তু : 'প্রাচীন কালে বারাণসীর ..... ধর্ম রক্ষা করে।' (মহাধর্মপাল জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।

৮.৩.৩ জাতকের উপদেশ অনুসরণে আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : মহাধর্মপাল জাতকের কাহিনীতে প্রদত্ত রঙিন চিত্র, চার্ট।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিপাঠের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রঙিন চিত্রটি দেখতে বলবেন।
- চিত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে বলবেন।
- বতর্মান পাঠ মহাধর্মপাল জাতক নামটি অবহিত করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত অংশটুকু পড়ে শোনাবেন।
- প্রজেক্টর বা স্লাইডে ছবি প্রদর্শন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কিছু অংশ শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক জাতক থেকে সাধারণভাবে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।

- কাশীরাজ্যে ধর্মপাল নামে কী ছিল?
- ধর্মপাল কীরূপে জন্মগ্রহণ করেন?
- কে তক্ষশিলায় বিদ্যাশিক্ষায় গিয়েছিলেন?
- ধর্মপাল কুমারের আচার্য কিসের অস্থি নিয়ে গিয়েছিল?

- শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে উত্তর দেবে।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট আরো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করবেন।
- সংশোধনী থাকলে ঠিক করে দেবেন এবং উত্তরদানে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু কেন হয় সে সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- দশ প্রকারে কুশলধর্ম চার্টে প্রদর্শন করবেন ও আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সৎ কাজ করার জন্য উপদেশ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- মহাধর্মপালের পারিবারিক রীতিনীতিগুলো উপস্থাপন কর। (দলীয় কাজ)
- শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে সবাইকে পড়ে শোনাবে।

মূল্যায়ন

- বাড়ির কাজ, দলীয় কাজ বা ক্লাসের পাঠ মূল্যায়ন করবেন।
- ভালো হলে সবার উপস্থিতিতে প্রশংসা করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১. মহাধর্মপাল কে ছিলেন। তার পাণ্ডিতের পরিচয় দাও।

২. মহাধর্মপাল জাতকের বিষয় বর্ণনা কর?

বাড়ির কাজ

১. দশকুশল ধর্মগুলো বর্ণনা কর।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৬০-৬২

বিষয়বস্তু : 'প্রাচীনকালে বারাণসীর ..... কোনো কালাকাল নেই।' (নক্ষত্র জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৩.৩ জাতকের উপদেশ অনুসরণে আদর্শ জীবন গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : নক্ষত্র জাতকে প্রদত্ত রঙিন ছবি/চিত্র। (ফ্ল্যাশ কার্ড)

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশল জানবেন।
- শিক্ষক পাঠের পূর্বে কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- শুভ কাজ কী? কয়েকটি শুভ কাজের নাম বল?
- বিবাহ একটি পবিত্র ও শুভ কাজ।
- নক্ষত্র জাতকে বিবাহের শুভ-অশুভ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- এ জাতকের চিত্রগুলো গুরুত্ব সহকারে দেখাবেন।
- পাঠ ঘোষণা : নক্ষত্র জাতক.....
- শিক্ষক পাঠটি সহজ সরলভাবে পাঠ করে শোনাবেন।
- মনোযোগ আকর্ষণ করতে মাঝেমধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন :

- নক্ষত্র জাতকের মূল আলোচ্য বিষয় কী?
- বরপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে কী নিয়ে বির্তক হয়েছিল?
- কে উভয় পক্ষের বিতর্ক সঠিকভাবে মীমাংসা করেছিলেন?
- কে বিবাহ পণ্ড করে দিতে চেয়েছিল?
- নক্ষত্র জাতকের উপদেশ কী?

- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো উত্তর দিলে প্রশংসা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- বিতর্ক : শুভ কাজের কোনো কালাকাল নেই।
- শ্রেণিতে বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শিক্ষক তত্ত্বাবধান করবেন।

মূল্যায়ন

- জাতকের গল্পে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে কয়েকটি ভালো কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন।

- আজীবক ও বোধিসত্ত্বের যুক্তির মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় তুলে ধর।
- প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. ..... মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন।
২. নগরবাসীরা তাঁর কথায় ..... করে ঐদিন পাত্রী আনতে গেল না।
৩. পাশে দাঁড়িয়ে .....সব শুনছিলেন।
৪. শুভ ..... কোনো কালাকাল নেই।

বাড়ির কাজ

নক্ষত্র জাতকের বিষয়বস্তু উপদেশ সহ লেখ।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৬২-৬৪

বিষয়বস্তু : 'সুদূর অতীতে ..... বঞ্চিত করা উচিত নয়।' (কূটবাণিজ জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।
৮.৪.২ জাতকের মাধ্যমে সদাচরণ, নেতা, পরোপকার ইত্যাদির উদাহরণ দিতে পারবে।

উপকরণ : কূটবাণিজ জাতকে প্রদত্ত রঙিন চিত্র এবং অনুরূপ বড় মডেল ছবি।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করে জাতকের ছবি নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।
- চিত্রে কী দেখছে? জিজ্ঞাসা করবেন।

- 'বাণিজ্য' কী?

- পাঠ ঘোষণা : কূটবাণিজ জাতক।
- পাঠটি পড়ে শোনাবেন এবং কিছু অংশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন।
- গল্প সংক্ষেপে শেষ করে শিক্ষক পাঠের মূল অংশ সহজভাবে বুঝিয়ে বলবেন।
- জাতক পাঠের উদ্ধৃত অংশ শেষ করে জাতক বিষয়ে অভিমত জানবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন-

- জাতকটি পাঠ করতে কেমন লেগেছে?
- কূটবাণিজ জাতকের মূল উপদেশ কী?
- অতিপণ্ডিতের মতামত তুমি সমর্থন কর কি?
- জাতকের বিষয় মতে বৃক্ষ কোটরে কে লুকিয়ে ছিলেন?

- আমাদের প্রার্থনা পূরণ করবেন- এ কথা কে বলেছিল?
- শিক্ষার্থীর নিজের মতো করে উত্তর দেবে। উত্তর দিতে শিক্ষক সহায়তা ও উৎসাহিত করবেন।
- সব সময় বুদ্ধির মাধ্যমে কাজ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন।
- ন্যায্য পাওনা ও অধিকার সবাই চায়।

পরিকল্পিত কাজ

- কাউকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়- ব্যাখ্যা কর।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলি, উপস্থাপনা ও বাড়ির কাজ।
- প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১. কূটবাণিজ জাতকের কাহিণী বর্ণনা কর।

বাড়ির কাজ

- অতিপণ্ডিপতের শঠতা কীভাবে ধরা পড়েছিল?

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৬৪-৬৬

বিষয়বস্তু : 'পুরাকালে বারাণসীরাজ ..... সাবধানের মার নেই।' (কুরঙ্গমৃগ জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।

৮.৪.২ জাতকের মাধ্যমে সদাচরণ, নেতা, পরোপকার ইত্যাদির উদাহরণ দিতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শিকারি ব্যাধ ও হরিণ বোধিসত্ত্বের রঙিন চিত্র, প্রাসঙ্গিক মডেল চিত্র, পোস্টার পেপার।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্রটি দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করবেন।

ক) এটা কীসের ছবি?

খ) তোমরা চিত্রে কী কী দেখতে পাচ্ছ?

গ) ব্যাধ ও হরিণের জীবন কেমন?

- পাঠ ঘোষণা- কুরঙ্গমৃগ জাতক .....
- শিক্ষক পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়াতে কিছু অংশ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে বলবেন।
- পাঠ সম্পর্কে জোড়ায় মত বিনিময় করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কিছু বলতে বলবেন।

- ব্যাধ কি গাছের শাখায় মাচার ওপর বসে ছিল?
- কে ছাতিম গাছের নিচে এলো না?
- কার গায়ে তীর লাগল না ?
- কার মার নেই?

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আছে কি না পরীক্ষা করে দেখবেন।
- শিক্ষার্থীদের জাতকের পাঠ শিক্ষায় প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জাতকের উপদেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য নির্দেশ দিবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- কুরঙ্গমৃগ জাতকে কুরঙ্গমৃগ বোধিসত্ত্বের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও।

মূল্যায়ন

- অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি ছাড়াও বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ ও বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. ব্যাধ ছাতিমের শিম ছিঁড়ে ..... দিকে ছুড়ে মারছিল।
২. বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি তোমার হাত থেকে ..... পেলাম বটে।
৩. ..... ও সাবধানের ..... নেই।

খ. সঠিক উত্তর দাও

১. মহানরক থেকে কে রক্ষা পাবে না?
২. কে হরিণের মাংস বিক্রি করে?
৩. ব্যাধ গাছের ডালে কী শিকার করতে অপেক্ষায় থাকত।

বাড়ির কাজ

১. কুরঙ্গ মৃগ জাতকের বিষয়বস্তু লিখ।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা : ৬৬–৬৮

বিষয়বস্তু : 'অতীতকালের বারাণসীর রাজা ..... বন্ধুর পরিচয় হয়।' (কালকর্ণী জাতক)

শিখনফল

৮.২.১ কয়েকটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে।

৮.৪.২ জাতকের মাধ্যমে সদাচরণ, নেতা, পরোপকার ইত্যাদির উদাহরণ দিতে পারবে।

উপকরণ : এ অধ্যায়ে প্রদত্ত কালকর্ণী জাতকের রঙিন চিত্র /পোস্টার পেপার।

শিখন শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- প্রশ্ন ও উত্তর সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ও উপস্থাপন করতে ধারণা দেবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্রটি দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- পাঠ ঘোষণা- কালকর্ণী জাতক .....
- শিক্ষক পাঠটির কিছু অংশ পড়ে শোনাবেন এবং কিছু অংশ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও সাহস বাড়াতে শ্রেণিপাঠে অংশ নিতে বলবেন।
- পাঠ সম্পর্কে জোড়ায় মত বিনিময় করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রশ্ন করবেন-

- শ্রেষ্ঠির মিত্র কে ছিলেন?
- কোনো কথা শুনলেই কী করা উচিত নয়?
- যার সঙ্গে সাত পা চলা হয়, তাকে কী বলা হয়?
- কাকে সখা বলা হয়?

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জাতকের উপদেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- অনুচ্ছেদ লিখ–বিপদে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় হয়।
- শিক্ষক জাতকের উপদেশটি শিক্ষার্থীকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পর্যবেক্ষণ ও বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. শূন্যস্থান পূরণ

১. শ্রেষ্ঠী ..... একটি গ্রাম ছিল।
২. শ্রেষ্ঠীর ভাগ্য খুব ভাল যে এমন ..... লোক পেয়েছে।
৩. বিপদে প্রকৃত ..... পরিচয় হয়।

খ. নমুনা প্রশ্নঃ

১. কূটবাণিজ জাতকের বিষয়বস্তু লিখ।

বাড়ির কাজ

১. কালকর্ণী কীভাবে শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের ধনসম্পদ রক্ষা করেছিলেন? আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত তীর্থ, মহাতীর্থ, ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলো অতীব পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ।

তোমরা পূর্বে তীর্থ ও মহাতীর্থ সম্পর্কে জেনেছ। এ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সম্বন্ধে জানতে পারবে।

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

বৌদ্ধধর্ম একটি সুপ্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের অনেক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। বিশেষ করে বুদ্ধ, বুদ্ধ শিষ্য, রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীদের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থানকে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান বলে। আবার এ সকল স্থানে প্রাচীন যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে, তাকে নিদর্শন বলা হয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও নিদর্শন অত্যন্ত গৌরবময়।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হলো একটি জাতির মূল শেকড়। জাতির ইতিহাস–ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে সংস্কৃতি। ফা–হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখ চীনা পর্যটকেরা বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কীর্তি ইতিহাসের বিবরণ লিখে গেছেন। বৌদ্ধবিহারগুলো সেকালে ধর্ম, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল।

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান

ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাসের এক পরম সম্পদ। বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান হলো গৌরবময় স্মৃতি ও ঘটনা বিজড়িত পবিত্র স্থান। এগুলো বুদ্ধ, বুদ্ধশিষ্য, অতীতের রাজা–মহারাজা বা ব্যক্তি মানুষের রেখে যাওয়া কীর্তি। এসব কীর্তি কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে গেছে, কিছু কিছু মাটির নিচে নানা কারণে চাপা পড়ে গেছে। পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা এসব স্থান নির্দিষ্ট করেছেন।

পুরাতত্ত্ববিদরা এসব স্থান খনন করে আবিষ্কার করেছেন। খননকাজের ফলে বৌদ্ধ কীর্তির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্থানগুলো হলো– শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ,

নালন্দা, তক্ষশিলা, অজন্তা, কপিলবাস্তু, কুশিনগর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি।

বাংলাদেশের এরূপ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান আছে। যেমন– বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি। এছাড়া চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট, ঠেগরপুনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বৌদ্ধ নিদর্শন হিসেবে আছে সোমপুর মহাবিহার, শালবন মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, হলুদ বিহার, সীতাকোট বিহার প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।

ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এসব স্থান ভ্রমণ করলে বৌদ্ধ নিদর্শনগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো দেখা যায়। ঐতিহাসিক স্থানের ভৌগোলিক পরিচয় জানা যায়। এতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়। এছাড়া মনের প্রসারতা বাড়ে, ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এসব জায়গা দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। বই পড়ে লাভ করা জ্ঞানের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখার জ্ঞানের যোগ ঘটে।

বৌদ্ধধর্ম মতে, তীর্থ ভ্রমণ বা ঐতিহাসিক স্থান দর্শন একটি পুণ্যকর্ম। এতে দুঃখ খণ্ডন, পুণ্য সঞ্চয়, বর্তমান জন্মে সুখ ও পরকালে সুগতি লাভ হয়। এজন্য সকলেরই সাধ্য অনুযায়ী, সময় ও সুযোগ করে তীর্থ দর্শন করা উচিত। বিশেষ করে ছাত্র–ছাত্রীদের ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণে যাওয়ার গুরুত্ব অত্যধিক।

এক কথায় ঐতিহাসিক স্থানে পাওয়া যায় মানুষের শৌর্য, বীর্য ও সমাজ–সংস্কৃতির পরিচয়। তাই দেশে ঐতিহ্য সংস্কৃতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা সংরক্ষণে প্রত্যেকের যত্নবান হওয়া উচিত।

এখন আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা জানতে পারব।

শ্রাবস্তী

শ্রাবস্তী ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। এ নগরকে অনেকে 'সবস্থ' বা 'সাবস্ত' বলে। আবার কেউ কেউ 'সবস্থ' ঋষির নামানুসারে এই স্থানের নাম শ্রাবস্তী হয়েছে বলে মনে করেন।

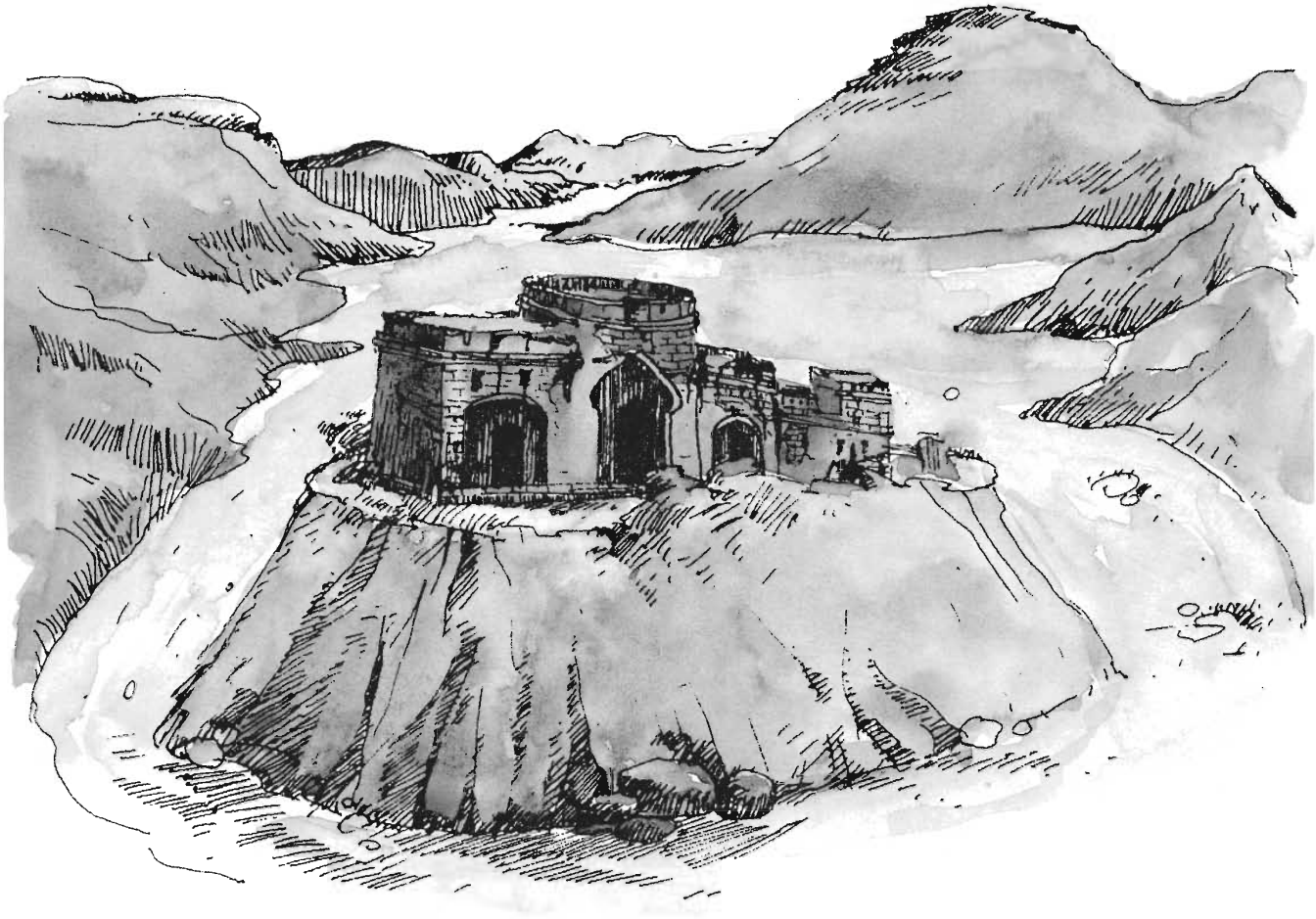

শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ

শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত–মাহেত।

বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী ছিল উত্তর প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জনপদ। এটি ছিল কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। শ্রাবস্তীর সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শ্রাবস্তীতে জেতবন, পূর্বারাম এবং রাজকারাম নামে তিনটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। এর মধ্যে জেতবন বিহারটি খুবই সুন্দর। শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী ছিলেন সুদত্ত। তিনি বহুস্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে রাজকুমার জেতের কাছ থেকে জেতবন উদ্যান ক্রয় করেন। সেখানে তিনি

জেতবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুব প্রিয় গৃহীশিষ্য ছিলেন। তিনি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণের স্থান হিসেবে জেতবন উদ্যান পছন্দ করেন। এটি ছিল রাজকুমার জেতের প্রমোদ উদ্যান। সুদত্ত শ্রেষ্ঠী এটি কিনতে চাইলে রাজকুমার বললেন, সোনার মোহরে জমিটি ঢেকে দিতে পারলে তিনি তা বিক্রি করবেন। সুদত্ত শ্রেষ্ঠী সোনার মোহর এনে জায়গাটি ভরে দিলেন। জায়গাটি ক্রয় করেন। তারপর তিনি সেখানে নির্মাণ করেন বিরাট জেতবন বিহার।

ইতিহাস মতে, এতে ৬০টি বড় হলঘর ও ৬০টি ছোট-বড় কক্ষ ছিল। বিহারটির তোরণ নির্মাণ করেন রাজকুমার জেত। এই বিহারের ভিতরে ছিল কয়েকটি কুটির। বুদ্ধ জেতবনে ১৯টি বর্ষা যাপন করেন। এখানে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের পূতাস্থি রাখা হয়। সম্রাট অশোক তা পরে অন্য স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম নামে এক মহাবিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। বিশাখা ছিলেন সাহেত নামক স্থানের এক ধনী শ্রেষ্ঠীর সুন্দরী কন্যা। পরে শ্রাবস্তী নগরীর শ্রেষ্ঠী মিগার বিশাখাকে নিজের পুত্রবধূ করে ঘরে আনেন। বিশাখা বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। বিশাখাকে মিগার মাতা বলা হয়। তাই পূর্বারাম বিহারটি মিগারমাতা বিহার নামে পরিচিত। বিহারটি ছিল দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট। বুদ্ধ পূর্বারামে ছয় বর্ষা যাপন করেন। জানা যায়, বিশাখা মহামূল্যবান সোনার হার বিক্রি করে এই পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করেন।

জেতবনের তৃতীয় বিহার রাজকারাম। কোশালরাজ প্রসেনজিৎ এই বিহার নির্মাণ করেন। অগ্রমহিষী মল্লিকা দেবীর অনুরোধে রাজা প্রসেনজিৎ এখানে একটি অথিতিশালাও নির্মাণ করেন। এর নাম ছিল মল্লিকারাম। এতে বুদ্ধের ধর্মদেশনা ও ধর্মালোচনা হতো।

শ্রাবস্তীর কাছেই ছিল অঞ্জন বন। বুদ্ধের শিষ্য গবম্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে এখানে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকা উৎপলবর্ণাও বাস করতেন শ্রাবস্তীতে। বর্তমানে মাহেত ও সাহেত নামক স্থানে প্রাচীন শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাহেতের জেতবন বিহারের ধ্বংসাবশেষের প্রায় চারশত একর এলাকা জুড়ে রয়েছে মূল শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

বৈশালী

বৈশালী ভারতের বিহার রাজ্যের মোজাফ্‌ফরপুর জেলায় অবস্থিত। বৈশালী বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া থেকে সড়কপথে এখানে যাওয়া যায়। বুদ্ধের সময় বৈশালী সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এটি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন গণরাজ্য। এটি লিচ্ছবিদের গণরাজ্যের রাজধানী ছিল। আটটি জাতির মিলিত শক্তিতে এই গণরাজ্য গঠিত ছিল।

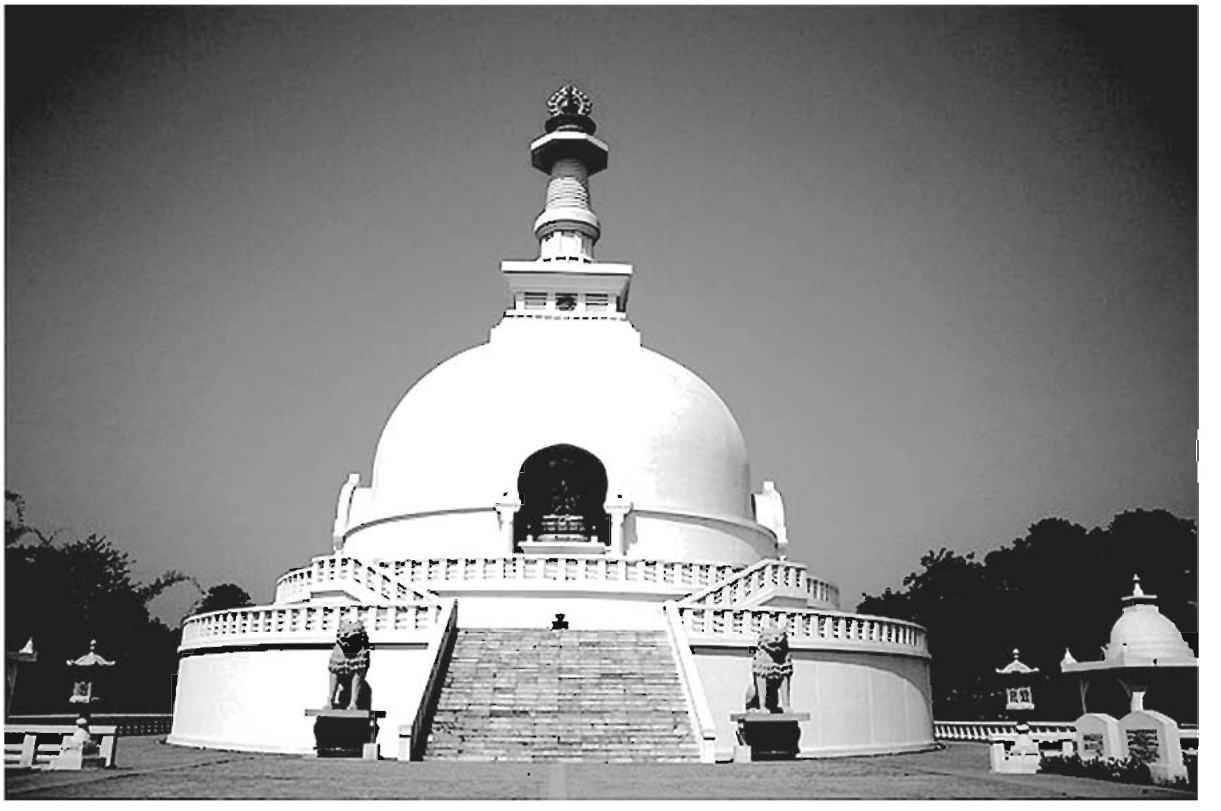

বৈশালী নগরীর চৈত্য স্তূপ

গণশক্তির মধ্যে লিচ্ছবিরা ছিল সংখ্যায় বেশি। সেজন্য একে লিচ্ছবি গণরাজ্য বলা হয়। ত্রিপিটকের মহাবর্গে এর উল্লেখ আছে। এখানে বহু প্রাসাদ, কুটাগার, প্রমোদ উদ্যান ও পুকুর ছিল। বুদ্ধ বৈশালীতে অনেকবার আসেন। তিনি এখানে বর্ষাবাস যাপন করেন। এখানে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ নর্তকী আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁকে ত্রিশরণে দীক্ষিত করেন। আম্রপালি বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। চাপাল চৈত্যে অবস্থান করা কালে বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লিচ্ছবিরা তাঁর পূতাস্থি এনে এখানে স্তূপ নির্মাণ করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, 'রাজাবিশালকাগড়' নামক স্থানটি প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ। এটি খননের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। ফা–হিয়েন ও হিউয়েন সাং বৈশালী পরিদর্শন করেন। এখানে তাঁরা অনেক স্থাপত্য ও প্রাচীন শিল্পের নমুনা দেখতে পান। রাজাবিশালকাগড়ের উত্তরে কোলৌ নামক স্থানের অনতিদূরে আছে সিংহমূর্তিসহ একটি স্তম্ভ। এর মধ্যে আছে অশোকের শিলালিপি। হিউয়েন সাং এটি দেখতে পান।

বৈশালী জৈনদের বড় তীর্থস্থান। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

তক্ষশিলা

তক্ষশিলা ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালেই এ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ যুগের পূর্ববর্তীকালেও তক্ষশিলা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তক্ষশিলা পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি নগরের চব্বিশ কিলোমিটার দূরে সরাইকলা নামক রেলওয়ে জংশনের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত। এটি গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনো বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ পরিলক্ষিত হয়। গ্রিক পন্ডিত তাঁদের গ্রন্থে তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও গৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় আর্যগণ অতি প্রাচীনকালেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী চাণক্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ সূত্রের রচয়িতা পাণিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র। বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মরক্ষা ও মাতঙ্গ তক্ষশিলার প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীন দেশে গিয়েছিলেন। গুপ্ত রাজাদের শাসনামলে চীন দেশ থেকে দলে দলে শিক্ষার্থী ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে।

এখানে নানা ললিতকলা, ধর্মদর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো । মহাবর্গ গ্রন্থেও এর বিপুল খ্যাতির কথা বর্ণিত আছে।

তক্ষশিলাকে বৌদ্ধগণ 'তক্কসির' বা 'তাকসিলা' নামে অভিহিত করেছেন। জাতক অনুসারে জানা যায়, বুদ্ধ কোনো এক জন্মে এ স্থানে শির দান করে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কুম্ভকার জাতকে উল্লেখ আছে , তক্ষশিলা 'নগ্গজি' নামক এক রাজার রাজধানীও ছিল।

সম্রাট বিন্দুসার কুমার অশোককে তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। দীপবংস থেকে জানা যায়, দীপংকর নামে এক বৌদ্ধ রাজা ও তাঁর ১২ জন উত্তরসূরি তক্ষশিলা শাসন করেন। কুষাণরাজ কণিষ্কের সময়ে তক্ষশিলা থেকে রাজধানী পুরুষপুরে স্থানান্তরিত করলে তক্ষশিলার মর্যাদা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। তৎকালে রাজপুত্র, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলাকেই প্রাধান্য দিতেন। রাজবৈদ্য জীবক তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বছর আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

কথিত আছে, তিনি চৌদ্দ বছরের শিক্ষণীয় বিষয় সাত বছরে সমাপ্ত করেছিলেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাঁকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদান করেছিল । হুন জাতি ৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে এ নগর আক্রমণ করে ধ্বংস করে ।

মহাস্থানগড়

বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এক সময় পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গের শাসন কেন্দ্র ছিল। মহাস্থানগড়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মৌর্য, গুপ্ত ও পাল রাজাদের রাজত্বকালে এটি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল।

এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ স্থানে খনন কার্যের ফলে বিভিন্ন যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষকৃত হয়েছে। বৌদ্ধযুগের বহু নিদর্শন এ স্থানে বিদ্যমান।

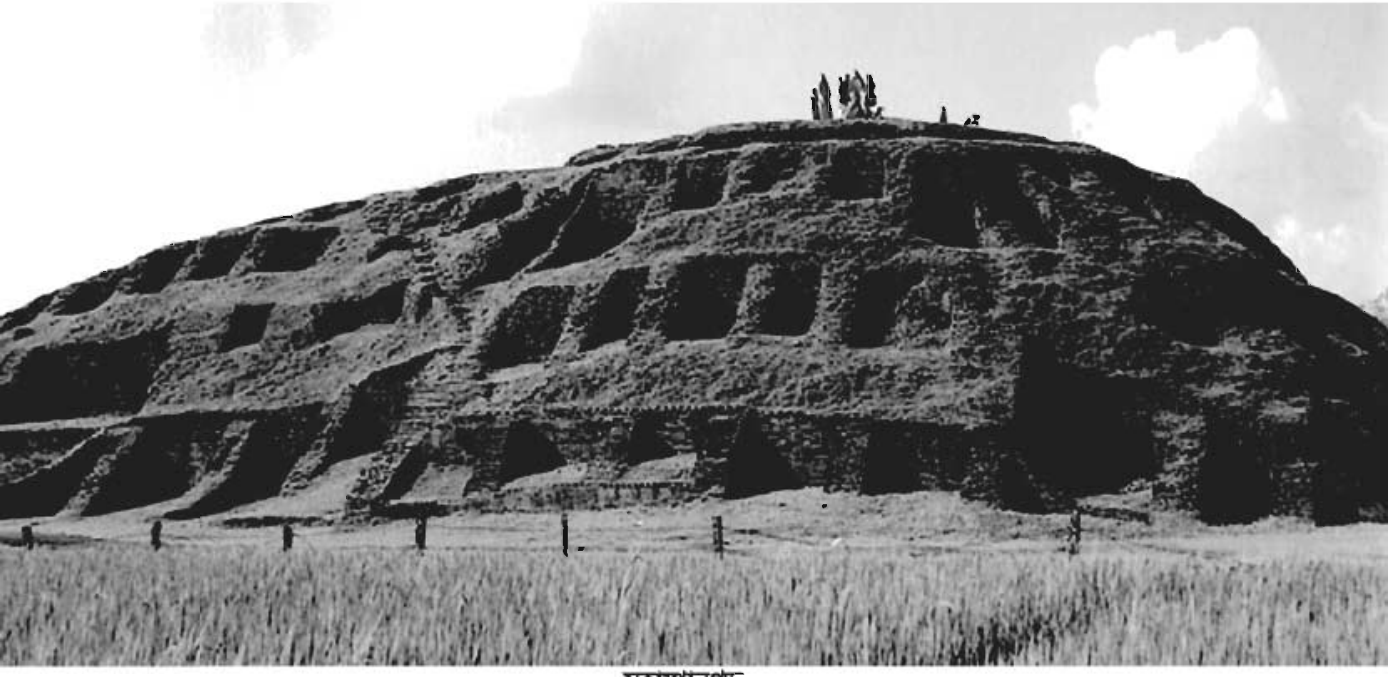

মহাস্থানগড়

ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনই মহাস্থানগড়। এটি প্রাচীন বাংলার সর্ববৃহৎ নগরী ছিল।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এখানে আসেন। তিনি এখানে অনেকগুলো বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য দেখেছিলেন। নগর প্রান্তে বুদ্ধের দেহাবশেষ সংরক্ষিত একটি স্তূপ দেখতে পান। সম্রাট অশোক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

১৮০৮ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ বুকানন হেমিল্টন স্থানটির প্রথম বর্ণনা দেন। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম স্থানটি পরিদর্শন করেন। ১৯৭৩–৭৪ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নরপতির ধাপ নামক জঙ্গল খনন করতে গিয়ে ভাসু বিহার আবিষ্কার করেন। এটি একটি বিরাট বিহার।

ভাসু বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাচীন মুদ্রা, নানা দ্রব্য, ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, ধর্মচক্র ও বুদ্ধ পূজারিণীর মূর্তি আবিষকৃত হয়েছে। এছাড়া বহির্ভাগে গোবিন্দ ভিটা, মংকনির কুণ্ড, বৈরাগী ভিটা প্রভৃতি নিদর্শন আছে।

মহাস্থানের খননকাজ অনেক দিন আগে শুরু হয়েছিল। এখনও শেষ হয়নি। অর্ধখনন অবস্থায় পড়ে আছে। প্রাচীন নিদর্শন সমৃদ্ধ মহাস্থানগড় অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ এলাকার মাটির নিচে পড়ে আছে বহু বৌদ্ধ নিদর্শন। সঠিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চালানো হলে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নওগাঁ জেলার একটি বৌদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাল বংশীয় রাজাগণ বাংলাদেশ শাসন করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। রাজা ধর্মপাল তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এখানে একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম ছিল সোমপুর মহাবিহার। এ বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সোমপুর (বা ওমপুর) গ্রামটি এখনও সেই প্রাচীন নামের স্মৃতি বহন করছে।

সে সময় এত বড় বিহার হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে আর ছিল না। ভারতের উত্তরে নর্মদা থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত রাজা ধর্মপালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজ্যের মধ্যেও এটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিহার। তাঁর স্ত্রী রন্নাদেবী 'মূর্তিমতি কীর্তি' বলে বর্ণিত হয়েছেন। কারণ তিনিও অনেক বিহার ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সে বিহার ও মন্দির সোমপুর বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উদারতা ও বৌদ্ধধর্মে পৃষ্ঠপোষকতাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্মপাল সোমপুর বিহারকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেখে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইটের তৈরি উঁচু ও পুরু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল প্রতিষ্ঠানটি। সোমপুর বিহারের অভ্যন্তরে ১৭৭টি কক্ষ ছিল। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন এবং ধর্মচর্চা ও ধ্যান সমাধি করতেন।

সোমপুর মহাবিহার

বিশাল বিহার-সংলগ্ন ছিল জলাধার ও জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা। সোমপুর বিহারের ভিত্তি ও নিচের চত্বরের কারুকাজ ছিল অপূর্ব। পোড়ামাটির তৈরি ফলকের বিভিন্ন চিত্র সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

মহাপণ্ডিত ভিক্ষু বোধিভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করতেন। তাঁদের রচিত বহু গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এ বিহারে বসে 'ভাব বিবেকের মধ্যমকর রত্নদ্বীপ' গ্রন্থ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তিব্বতে ধর্ম প্রচার করে অমর হয়ে আছেন। কল্যাণশ্রী মিত্র ও বিপুলশ্রী মিত্র এ বিহারে থাকতেন। পাল বংশের পতনের পর ধীরে ধীরে বিহারের উন্নয়ন সমৃদ্ধি লুপ্ত হতে থাকে। এক সময় অযত্ন অবহেলায় প্রাকৃতিক কারণে এটি মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি জাতিসংঘ সোমপুর বিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

রামকোট

কক্সবাজারের নিকটবর্তী রম্যভূমি রামুর রামকোট বিহার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য। এক সময় রামু বৌদ্ধ সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রামুর লামার পাড়া কেয়াং, সীমা বিহার অত্যন্ত প্রাচীন বৌদ্ধবিহার।

রামুর রামকোট বিহার

রামকোট ছোট-বড় অনেকগুলো পাহাড় বেষ্টিত। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ইটের স্তূপ, বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি, পোড়ামাটির ফলক এখনো অনুচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। পাশে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রামকোট জগৎজ্যোতি শিশু সদন।

১৯৩০ সালে জগৎচন্দ্র মহাস্থবির শ্রীলংকায় উদ্ধারকৃত একটি শিলালিপিতে রামকোট বিহারের কথা জানেন। এতে প্রাপ্ত তথ্যমতে অনুসন্ধান ও খনন কার্য চালিয়ে এ সুবৃহৎ সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেন। এতে বেলে পাথরের নির্মিত ভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও হস্তপদাদি ভগ্ন ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রাণপুরুষ ছিলেন চকরিয়া হাররাংয়ের চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির। তিনি ছিলেন চেন্দি রাজের পুত্র। তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার অভিযানে রামুর পল্লিগ্রামে এসে উপনীত হন। রামুতে তিনি সাতটি ধর্মচৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস মতে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে ধর্মপালের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম স্বল্প সময়ের জন্য পাল সম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। রাজা ধর্মপাল শাসিত বাংলার দক্ষিণ–পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের রাজধানী ছিল রাহমী বা রাহমা। অর্থাৎ বৃহত্তম চট্টগ্রামের রামু। রামুকে রম্যভূমি বা রম্যস্থান বলা হয়। রামুর প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস হিন্দু–মুসলিম শাসনামলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে, রামকোট বৌদ্ধবিহার ও সধাতুক বড় বুদ্ধমূর্তি সম্রাট অশোকের নির্মিত ৮৪ হাজার চৈত্যের মধ্যে একটি। ঐতিহাসিক রামকোটে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে। এই প্রত্নস্থল ও প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি দর্শনে স্বদেশী-বিদেশি অনেক পর্যটক ও ইতিহাস গবেষক আসেন। এটি বর্তমানে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও পুণ্যতীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

তোমরা বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন করবে। বাংলাদেশের সর্বত্র মাটির নিচে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, ঊয়ারি-বটেশ্বর, চক্রশালা, রামকোট প্রভৃতি স্থানগুলো পুরাতন স্মৃতি হিসেবে বৌদ্ধদের কাছে তীর্থে পরিণত হয়েছে। পর্যটকদের কাছেও অজানাকে জানার প্রেরণা দিচ্ছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর। আমাদের হারানো গৌরবময় অতীতকে জানতে হলে এসব ঐতিহাসিক স্থান দর্শন প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কারা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশ সাধন করেছিলেন?

ক. পাল রাজারা খ. ক্ষত্রিয় রাজারা
গ. সেন রাজারা ঘ. বজ্জি রাজারা

২. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করার উদ্দেশ্য কী?

ক. নিজের ইচ্ছা পূরণ খ. মনের প্রসারতা বৃদ্ধি
গ. বুদ্ধজ্ঞান লাভ ঘ. মার্গফল লাভ

৩. মহা–উপাসিকা বিশাখা কোন বিহার নির্মাণ করেন?

ক. পূর্বারাম খ. জেতবন
গ. সোমপুর ঘ. বুদ্ধগয়া

৪. সম্রাট বিম্বিসার কাকে তক্ষশিলা বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

ক. ধর্মপাল খ. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
গ. অজাতশত্রু ঘ. কুমার অশোক

৫. বুদ্ধ কোথায় পরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন?

ক. শ্রাবস্তী খ. তক্ষশিলা
গ. চাপাল চৈত্য ঘ. কুশীনগর

৬. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. বগুড়া খ. রাজশাহী
গ. রংপুর ঘ. দিনাজপুর

৭. পাহাড়পুরে অবস্থিত বিহারটির নাম কী?

ক. বেণুবন খ. শালবন
গ. সোমপুর ঘ. ভাসু বিহার

৮. রামকোট কে আবিষ্কার করেন?

ক. জগৎচন্দ্র মহাস্থবির খ. সারমেধ মহাথের
গ. চন্দ্রজ্যোতি মহাথের ঘ. সত্যপ্রিয় মহাথের

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে .....।
২. ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাসের এক পরম ..... ।
৩. ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি ..... সৃষ্টি হয়।
৪. শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম .....।
৫. জীবক .....বছর আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন।
৬. সম্রাট অশোক ..... নির্মাণ করেছিলেন।
৭. রামকোটে প্রতিবছর ..... মেলা বসে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হলো	১. বৌদ্ধ ছিলেন।
২. বুদ্ধের সময়ে বৈশালী	২. উত্তরবঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল।
৩. বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত	৩. একটি জাতির মূল শেকড়।
৪. এক সময় পুন্ড্রবর্ধন	৪. ১৭৭টি কক্ষ ছিল।
৫. পাল বংশের রাজারা	৫. সমৃদ্ধ নগরী ছিল।
৬. সোমপুর মহাবিহারে	৬. অনাথপিণ্ডিক নামে পরিচিত ছিলেন।
	৭. গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. পাঁচটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের নাম লেখ?
২. তক্ষশিলায় কারা বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন উল্লেখ কর।
৩. শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম কী? স্থানটি কেমন ছিল?
৫. সোমপুর বিহারে কোন কোন পণ্ডিত অবস্থান করেছিলেন?
৬. ভাসু বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৭. রামুর প্রাচীন নাম কী ছিল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধ ঐতিহ্য কী? ঐতিহাসিক স্থান গুলো কেন দর্শন করবে?
২. ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৩. তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ দাও।
৪. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বৈশালীর বর্ণনা দাও।
৫. সোমপুর মহাবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৬. মহাস্থানগড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৭. ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে রামকোট বিহারের বর্ণনা দাও।

নবম অধ্যায়

ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
৯.২ দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যত্নবান হতে শিখবে।
৯.৩ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবে।
৯.৪ ছয়টি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ দিতে পারবে।

শিখনফল

৯.১.১ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কী বলতে পারবে।
৯.১.২ বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।
৯.২.১ দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যত্নবান হবে।
৯.২.২ প্রধান প্রধান বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নাম বলতে পারবে।
৯.৩.১ ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৯.৪.১ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।
৯.৪.২ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা : ৭১-৭২

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ..... গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে।'

শিখনফল

৯.১.১ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কী বলতে পারবে।
৯.১.২ বৌদ্ধ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।
৯.২.২ প্রধান প্রধান বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ : বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানের চিত্র/ছবি, ভিডিও ফুটেজ।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠদানের পূর্বে চিত্র/ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন পাঠটি যে গুরুত্বপূর্ণ এ কথা বলবেন।
- শিক্ষক কয়েকটি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের নাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কয়েকটি

নাম জিজ্ঞাসা করবেন।

- শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন এবং নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- বিষয়বস্তু অনুসারে পাঠটি সহজ-সরল করে বুঝিয়ে দেবেন।
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-

- ঐতিহাসিক স্থান কী?
- বৌদ্ধ ঐতিহ্য বলতে কী বোঝ?
- কয়েকটি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের নাম বল।

- শিক্ষার্থী কম-বেশি সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।
- শিক্ষার্থী অপারগ হলে পাঠ্যপুস্তকে চিহ্নিত করে উত্তরদানে সাহায্য করবেন।
- প্রয়োজন হলে সংশোধন করে দেবেন।
- সঠিক উত্তর প্রদানকারীদের প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বারবার চেষ্টা ও মনোযোগী হতে বলবেন।
- কী বুঝেছে তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।
- মৌখিকভাবে উত্তর আদায় করে খাতায় লিখতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নামের তালিকা তৈরি কর।

মূল্যায়ন

- শিখনফল-ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. এক কথায় উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান কাকে বলে?
২. কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম লেখ?
৩. কারা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশ সাধন করেছিলেন?
৪. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করার উদ্দেশ্য কী?

বাড়ির কাজ

১. পাঁচটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের নাম লেখ।
২. বৌদ্ধ ঐতিহ্য কী? ঐতিহাসিক স্থানগুলো কেন দর্শন করবে?

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ৭২

বিষয়বস্তু : 'ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ..... স্থানের বর্ণনা জানতে পারবে।'

শিখনফল

৯.৩.১ ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৯.২.১ দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যত্নবান হবে।

উপকরণ : ঐতিহাসিক স্থানের চিত্র, ভিডিও চিত্র এবং ফ্ল্যাশ কার্ড।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- ঐতিহাসিক স্থানের বিভিন্ন চিত্র ও ভিডিও চিত্র দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন-
- চিত্রে প্রদর্শিত ঐতিহাসিক স্থানের নাম কী?

ক) এটি কিসের চিত্র?

- চিত্র দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন চিত্রে কী দেখতে পাচ্ছ ?
- জিজ্ঞাসা করবেন-

ক) ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব কেন?
খ) এটি কীজন্য প্রসিদ্ধ?

- পাঠ ঘোষণা করে পাঠটি নির্ধারিত করবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি সহজ করে পড়ে শোনাবেন।
- পাঠটির কিছু অংশ শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু সহজ করে ব্যাখ্যা করবেন।
- পাঠ্যটি সকলে বুঝতে পেরেছে কি না যাচাই করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. বৌদ্ধ ঐতিহ্য-সংস্কৃতির গুরুত্ব বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখ। (দলীয় কাজ)

মূল্যায়ন

- পাঠ চলাকালীন প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করবেন। পাঠদানের বিষয় মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম লেখ।
২. ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের উদ্দেশ্য কী?
৩. ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণে কী হওয়া উচিত।

বাড়ির কাজ

১. ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ৭২-৭৪

বিষয়বস্তু : 'শ্রাবস্তী ভারতের উত্তর ..... শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ।'

শিখনফল

৯.২.২ প্রধান প্রধান বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নাম বলতে পারবে।
৯.৪.১ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।

উপকরণ : অধ্যায়ে প্রদত্ত শ্রাবস্তী নগরীর রঙিন চিত্র/ছবি, কম্পিউটার স্লাইড শো।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবেন।
- পূর্বের পাঠ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।
- পাঠ শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের শ্রাবস্তীর রঙিন চিত্রটি দেখাবেন। (প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে স্লাইডের মাধ্যমে)
- শ্রাবস্তীর ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরবেন।
- চিত্র দেখিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন-

- তোমরা চিত্রে কী দেখতে পাচ্ছ?

- পাঠ ঘোষণা করবেন–শ্রাবস্তী .....।
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর শুদ্ধ পাঠ ও উচ্চারণ লক্ষ করবেন।
- পাঠ্যাংশের সারসংক্ষেপ শিক্ষক পুনরায় ব্যাখ্যা দেবেন।
- শিক্ষক শিখনফল জানার জন্য সহজভাবে প্রশ্ন করবেন-

- শ্রাবস্তী কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
- শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম কী?
- পূর্বারাম বিহার কে নির্মাণ করেছিলেন?

- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো উত্তর সহজে দিতে পারবে।
- শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা প্রদান করবেন।
- ২/১ জন শিক্ষার্থীকে পাঠটি পর্যায়ক্রমে পাঠ করতে দেবেন।
- ছোট ছোট প্রশ্ন করে বোধগম্যতা যাচাই করবেন।
- পাঠ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন করতে বলবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

- শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী কে ছিলেন?
- জেতবন উদ্যানটি কার কাছ থেকে ক্রয় করা হয়?
- বুদ্ধ জেতবনে কত বর্ষা যাপন করেন?
- কাকে মিগার মাতা বলা হয়?

খাতায় উত্তরগুলো লিখতে বলবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেবেন।
কী লিখেছে কয়েকজনকে পড়ে শোনাতে বলবেন।
শ্রেণিপাঠে মনোযোগী হতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ঐতিহাসিক শ্রাবস্তীতে যেসব বৌদ্ধবিহার রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

মূল্যায়ন

শিখন-শেখানো কার্যাবলি থেকে পাঠ যাচাই করবেন।
বাড়ির কাজ বা ক্লাসের পাঠের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

ক. এক কথায় উত্তর দাও

১. শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম কী?
২. কোশল রাজা কে ছিলেন?
৩. মহা-উপাসিকা বিশাখা কোন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন?
৪. রাজা প্রসেনজিতের অগ্রমহিষী কে ছিলেন?

খ. মিলকরণ

বাম	ডান
১. বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী ছিল	১. ছিল অঞ্জন বন।
২. বিশাখা বুদ্ধের	২. উত্তর প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জনপদ।
৩. শ্রাবস্তীর কাছেই	৩. ভক্ত ছিলেন।

বাড়ির কাজ

১. শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ৭৫-৭৬

বিষয়বস্তু : 'বৈশালী ভারতের বিহার ..... এখানে জন্মগ্রহণ করেন।'

শিখনফল

৯.১.২ বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।
৯.৪.১ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।
৯.৪.২ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : 'বৈশালী নগরীর চৈত্য স্তূপের রঙিন চিত্র, ভিডিও ফুটেজ এবং অনুরূপ বৈশালীর অন্যান্য মডেল চিত্র।

শিখন–শোখানোর কার্যাবলি

- কুশল বিনিময় করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন-

- তোমরা বৈশালীর নাম শুনেছ?
- বুদ্ধের সময়ে বৈশালী সমৃদ্ধ নগরী ছিল।

- পাঠ ঘোষণা : বৈশালী সম্পর্কে আলোচনা করব।
- বৈশালী চৈত্যের চিত্র প্রদর্শন করবেন ও বর্ণনা দেবেন। (প্রজেক্টরের মাধ্যমে)
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন ও জোড়ায় আলোচনা করতে নির্দেশ দিবেন।
- বৈশালী সম্পর্কে ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করবেন।
- সহজ-সরলভাবে বিষয়টি আলোচনা করবেন।
- প্রশ্ন করে বৈশালী সম্পর্কে বুঝেছে কি না পাঠের সময় যাচাই করবেন।
- কোনো কোনো শিক্ষার্থী বলতে না পারলে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক বিষয়বস্তু সহজ করতে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

- বৈশালী কোন রাজ্যে অবস্থিত?
- গণরাজ্য কীভাবে গঠিত হয়?
- গণশক্তির মধ্যে কারা সংখ্যায় বেশি ছিলেন?
- আম্রপালি কার ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ব লাভ করেন?

- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে।
- যারা উত্তর দিতে পারবে না তাদের সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ সমাপনের জন্য প্রশংসা করেন।

পরিকল্পিত কাজ

- বৈশালী চৈত্যের চিত্র অঙ্কন কর।

মূল্যায়ন

- লিখিত ও মৌখিকভাবে শিখনফল শেখানোর কার্যাবলি থেকে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্নঃ

১. বৈশালীকে কেন গণরাজ্য বলা হয়।

২. বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বৈশালীর বর্ণনা দাও।

শূন্যস্থান পূরণঃ

১. ———— ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন গণরাজ্য।

২. আম্রপালি বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে ———— ফল লাভ করেন।

৩. জৈন ধর্মের প্রবর্তক ———— এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ৭৬-৭৭

বিষয়বস্তু : 'তক্ষশিলা ভারতীয় শিক্ষা ..... করে ধ্বংস করেন।'

শিখনফল

৯.১.২ বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।
৯.৪.১ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।
৯.৪.২ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র, ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের ছবি।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ঐতিহাসিক স্থানের কথা বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য চিত্রটি দেখাবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের ছবিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলবেন।
- কম্পিউটার স্লাইডে বা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ প্রদর্শন করবেন।
- পুস্তকে দেওয়া চিত্রটির অনুরূপ আরো কয়েকটি ছবি শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।
- কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন-

ক) তক্ষশিলা কী ছিল?
খ. প্রদর্শিত অন্যান্য চিত্র দেখে কেমন লেগেছে?

- পাঠ ঘোষণা : তক্ষশিলা .....।
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।
- বিষয় সম্পৃক্ত আলোচনা করবেন।
- ফ্ল্যাশ কার্ডে লেখা বিষয়বস্তু দেখিয়ে ছোট ছোট প্রশ্ন করে বোধগম্যতা যাচাই করবেন।

- চাণক্য কে ছিলেন?
- অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের রচয়িতা কে?
- রাজবৈদ্য জীবক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন?

- শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত করবেন।
- প্রত্যেকের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সঠিক প্রশ্নের উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পরস্পর খাতা পরিবর্তন করতে বলবেন।
- প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্যসমূহ খাতায় লিখতে বলবেন।
- সঠিকভাবে লিখতে পেরেছে কি না মনিটর করবেন।
- যা লিখেছে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- সঠিক উত্তর যাচাই করবেন ও সংশোধন করে দেবেন।
- প্রয়োজন হলে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ। (দলীয়কাজ)

মূল্যায়ন

- প্রশ্নের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্নঃ

১. চাণক্য কে ছিলেন?
২. অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের রচয়িতা কে?
৩. রাজবৈদ্য জীবক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন?
৪. তক্ষশিলায় কারা বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন উল্লেখ কর।
৫. তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালযের বিবরণ দাও।

বাড়ির কাজ

১. তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালযের বিবরণ দাও।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা : ৭৭-৭৯

বিষয়বস্তু : 'বাংলাদেশের বগুড়া শহর ..... অনেক তথ্য জানা যাবে।'

শিখনফল

৯.২.১ দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যত্নবান হবে।
৯.৪.১ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।
৯.৪.২ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : মহাস্থানগড়ের রঙিন চিত্র, ফ্ল্যাশ কার্ড, চার্ট / পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

শিখন–শেখানোর কার্যাবলি

- প্রজেক্টর বা কম্পিউটারে স্লাইড / ফ্ল্যাশ কার্ডের মাধ্যমে চিত্র/ছবি দেখাবেন।
- চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বলবেন। পোস্টার পেপারে লিখে প্রশ্ন করবেন।
- পাঠ ঘোষণা : মহাস্থানগড় .....।
- পাঠের বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন।
- শিক্ষক গুরুত্ব ও আগ্রহের সাথে নির্ধারিত পাঠ পড়ে শোনাবেন।
- ভৌগোলিক বর্ণনার মাধ্যমে মহাস্থানগড়ের অবস্থান সম্পর্কে বলবেন।
- এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম ছাত্র-ছাত্রীদের বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দুইটি দলে ভাগ করবেন- এ দল ও বি দল।
- জোড়ায়/দলীয়ভাবে ২/৩ বার অনুশীলন করাবেন।

- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ মনিটর করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ভুল উত্তরগুলো সংশোধন করবেন এবং খাতায় লিখতে বলবেন।
- এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরবেন।
- পাঠ্যাংশটি বাড়িতে পড়তে বলবেন।
- বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করবেন।
- নিরাময়মূলক ব্যবস্থার জন্য প্রশ্ন ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে উত্তর বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে কী কী নিদর্শন পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা লিপিবদ্ধ কর। (দলীয়ভাবে)

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত?
২. এক সময় পুণ্ড্রবর্ধন কী ছিল?
৩. মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম কী?

বাড়ির কাজ

১. বাসু বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২. মহাস্থানগড়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

পাঠ : ০৭ পৃষ্ঠা : ৭৯-৮০

বিষয়বস্তু : 'পাহাড়পুর জয়পুরহাট ..... হিসেবে চিহ্নিত করেছে।'

শিখনফল

৯.২.১ দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যত্নবান হবে।
৯.৪.১ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।
৯.৪.২ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠে প্রদত্ত চিত্র, ঐতিহাসিক স্থানের ছবি ও অন্যান্য মডেল চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠপুস্তকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে বলবেন।
- পূর্বের পাঠে পঠিত বিষয় সম্পর্কে জানবেন।
- পাঠ ঘোষণা : পাহাড়পুর ..... ।
- পাঠের ছবিটি প্রদর্শন করবেন।

- স্লাইডের মাধ্যমে প্রদত্ত ছবিটি দেখাবেন।
- প্রশ্ন করবেন – এটা কিসের ছবি দেখতে পারছ?
- নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পড়ার সময় যেখানে যা প্রয়োজন তা বুঝিয়ে দেবেন। সহজভাবে বোঝাবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করে উত্তর আদায় করবেন।
- পাঠের বিষয়বস্তু এক এক জনকে পড়তে দেবেন।
- পাঠের সময় অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে অধিক দৃষ্টি দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষাসফরের স্থান হিসেবে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধর। (দলীয়ভাবে)

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. পাহাড়পুরে অবস্থিত বিহারের নাম কী?
২. পাল রাজারা কোন ধর্মানুসারী ছিলেন?
৩. ধর্মপাল কোন বংশের রাজা ছিলেন?
৪. ধর্মপাল নির্মিত কয়েকটি বিহারের নাম লিখ?

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সোমপুর বিহারের অভ্যন্তরে ..... কক্ষ ছিল।
২. ..... তৈরি ফলকের বিভিন্ন চিত্র সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।
৩. সম্প্রতি জাতিসংঘ সোমপুর বিহারকে ..... হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বাড়ির কাজ

১. সোমপুর বিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২.ধর্মপালে অবদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।

পাঠ : ০৮ পৃষ্ঠা : ৮১-৮২

বিষয়বস্তু : 'কক্সবাজারের নিকটবর্তী ..... সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শিখনফল

৯.১.২ বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।
৯.৪.১ বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।
৯.৪.২ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও ভ্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধবিহারের চিত্র ও রামুর অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানের ছবি ও ভিডিও ফুটেজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে পাঠ সূচনা করবেন।
- শিক্ষক ইচ্ছা করলে পূর্বের পাঠ থেকে দুই একটি প্রশ্ন করতে পারেন।
- যারা পারবে তাদেরকে প্রশংসা ও উৎসাহিত করবেন।
- এরপর নির্ধারিত পাঠ শুরু করবেন।
- পাঠটি শিক্ষক নিজে সুন্দর করে পড়বেন।
- ছাত্র-ছাত্রী অধিক থাকলে কয়েকজন থেকে রামুর বিহার সম্পর্কে বলতে বলবেন।
- না পারলে পুনরায় সহায়তা করবেন। শেখার জন্য মনোযোগী হতে বলবেন।
- প্রয়োজনবোধে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানাবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবেন।
- কোনো মতেই নিরুৎসাহিত করবেন না।

পরিকল্পিত কাজ

- রামুর রামকোট বিহার সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

মূল্যায়ন

- শিখন শেখানোর কার্যাবলি থেকে শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন।

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. রামুর প্রাচীন নাম কী ? রামুর কয়েকটি প্রাচীন বিহার বা কেয়াং এর নাম লেখ ?
২. রামকোট কে আবিষ্কার করেন ? রামকোটের ভৌগোলিক বর্ণনা দাও।

বাড়ির কাজ

ক. ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে রামকোট বিহারের বর্ণনা দাও।

দশম অধ্যায়

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান

বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়। পুণ্য দ্বারা সংসারজীবনে সুখ আসে। এজন্য বৌদ্ধরা শ্রদ্ধার সাথে বিভিন্ন পুণ্য তিথি পালন করে।

ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে তোমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এখন তোমরা ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে। উৎসবের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত। যেমন– সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, প্রবারণা এবং কঠিন চীবর দান প্রভৃতি। পরিত্রাণ ও নবরত্ন সূত্র পাঠ, বহুচক্র মেলাও ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের অন্তর্গত। এছাড়া পরিবাস বা ওয়াইক, জন্ম জয়ন্তী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আরো অনেক রকম ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান পালিত হয়।

বৌদ্ধরা বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। এজন্য বৌদ্ধরা সুখ লাভের আশায় বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান করে থাকে। এসব শুভ কর্মের দ্বারা মন হতে পাপ দূরীভূত হয়। মনে পুণ্য সঞ্চিত হয়। পুণ্য প্রভাবে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়।

প্রতিটি বিহারে পূর্ণিমার দিন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। পূর্ণিমা ছাড়াও অন্যান্য পার্বণ দিনেও বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। পারিবারিকভাবে সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান প্রব্রজ্যাসহ আরো নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে বিহারে কিংবা গৃহে অনেক লোকের সমাগম হয়। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করলে একজন অন্য একজনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতে কুশল বিনিময় হয়। ভাব বিনিময় হয়। এতে জ্ঞাতি মিলন হয়। স্বজন–পরিজনসহ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। নিজেদের মনের মলিনতা দূর হয়। মন উদার হয়। সামাজিক ঐক্য–সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে প্রত্যেককে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা–পার্বণ ও আচার–অনুষ্ঠানে যোগদান করা কর্তব্য।

সংঘদান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সংঘদান অন্যতম। বৌদ্ধরা যেকোনো শুভ ও মঙ্গল কর্মে সংঘদান করে থাকে। ভগবান বুদ্ধ সংঘকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন। কারণ তাঁরা শীলবান ও ঋজু প্রতিপন্ন। তাই সংঘকে দান করলে মহাফল লাভ হয়। কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও সংঘদান করা হয়। এছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠান, নবজাতকের অন্নপ্রাশনের সময়, প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানে সংঘদান করা হয়। এ দান বছরের যেকোনো সময় করা যায়। সংঘদান উপলক্ষে কমপক্ষে ৪ জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ বা ফাং করতে হয়।

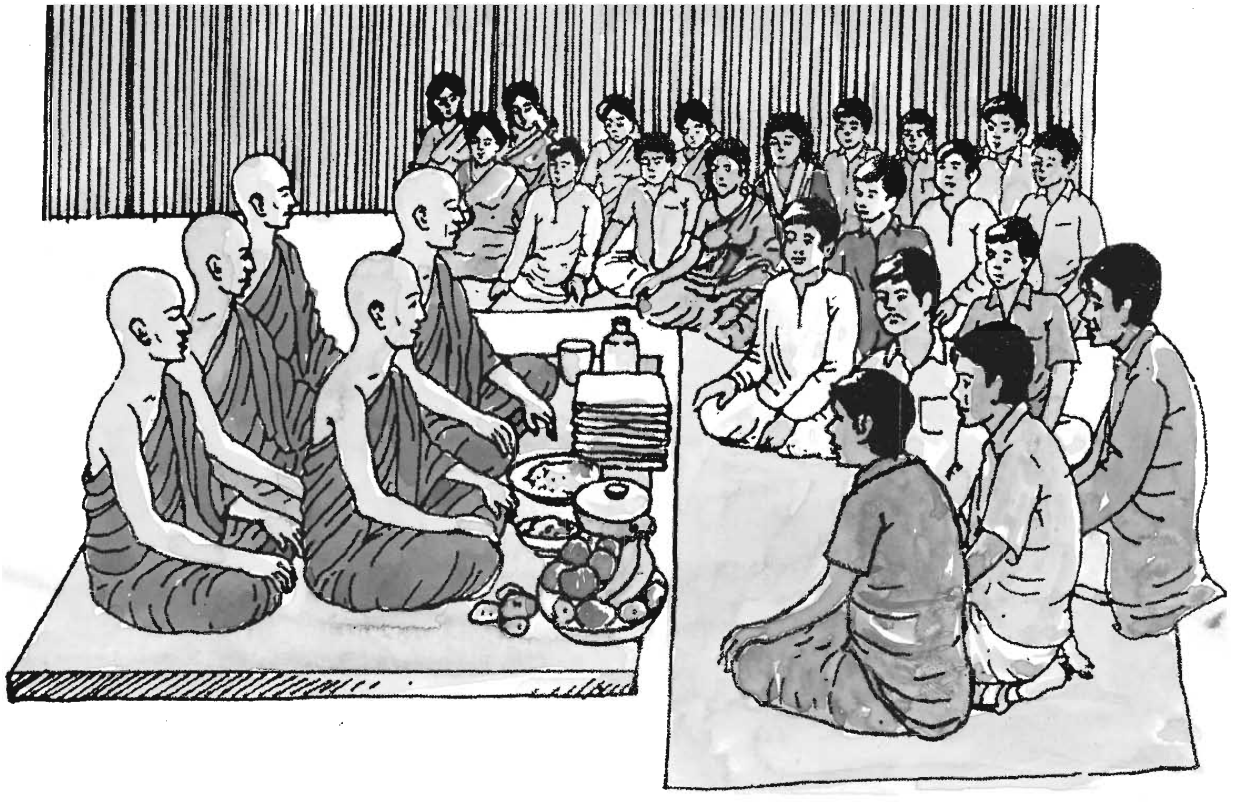

সংঘদানে অংশগ্রহণকারী দায়ক–দায়িকা ও ভিক্ষুসঙ্ঘ।

সংঘদানে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুসংঘের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই পঞ্চশীল প্রদান করেন। সংঘদান উৎসবের মন্ত্র হলো "ইমং ভিক্খং সপরিকখারং ভিকখু সংঘস্স দেমা পূজেমা"– মন্ত্র বলে সংঘদান উৎসর্গ করেন। সংঘদান অনুষ্ঠানে জ্ঞানী পণ্ডিত ভিক্ষুরা সংঘদানের তাৎপর্য নিয়ে ধর্মদেশনা করেন। সংঘদানের পুণ্য ফল ব্যাখ্যা করেন।

যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। সংঘদানের জন্যও দাতারা ভিক্ষুদের ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন দানের উপকরণ দিয়ে থাকে। সংঘদানের অনেকে সংঘদানের সময় ভিক্ষুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় অষ্টপরিষ্কারও দান করে থাকেন।

প্রবারণা

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্ণিমা তিথিগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। বিভিন্ন পূর্ণিমা উৎসবের মধ্যে আশ্বিনী পূর্ণিমার তাৎপর্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম প্রবারণা পূর্ণিমা। এ দিবসে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষবাসের পরিসমাপ্তি হয়। তাই এ পুণ্য তিথিতে ভিক্ষুরা বিনয় কর্মের মাধ্যমে প্রবারণা করে থাকেন।

'প্রবারণা' শব্দের অর্থ হলো পাপকে বারণ করা। অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি হতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এ তিন মাস বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করা হয়। এ তিন মাসের মধ্যে একজন ভিক্ষু যেকোনো অপরাধ করতে পারেন। তাই প্রবারণা পূর্ণিমায় করজোড়ে বসে অপরাধ মার্জনাপূর্বক বিনয়কর্ম সম্পাদন করেন। সে মন্ত্রটি হলো: আমি দেখেছি, শুনেছি এবং সন্দেহ করছি, এমন কোনো আপত্তিজনক কাজ করলে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

গৃহী বৌদ্ধদেরকেও প্রবারণার তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত। নিজ মন শুদ্ধির জন্য প্রবারণার তাৎপর্য অনুধাবন করা কর্তব্য।

প্রবারণার দিন বিহারে ও গৃহে অনেক আনন্দ উৎসব চলে। ঘরে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। বিহারকে নানা রংয়ে সাজানো হয়। এমন কী গ্রামের রাস্তাগুলোকেও নানা রঙিন কাগজ ও ধর্মীয় পতাকায় সাজানো হয়। সেদিন সকাল থেকে গ্রাম ও বিহার যেন উৎসবমুখর হয়। ছোট–বড় সবাই সেদিন বিহারে যায়। বিহারে সকালে সংঘদান হয়। বুদ্ধ পূজা করা হয়। গৃহীরা পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। উপাসক–উপাসিকারা অষ্টশীল নেন। বিকালে প্রবারণার তাৎপর্যের উপর আলোচনা সভা হয়। এতে ভিক্ষুসংঘসহ অনেক পণ্ডিত দায়ক–দায়িকারা প্রবারণার নানা দিক তুলে ধরেন।

সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো হয়। দেশ ও বিশ্বের শান্তি কামনায় সমবেত প্রার্থনা করা হয়। এরপর ফানুস উড্ডয়ন করা হয়। এতে ছোট–বড়, নবীন–প্রবীণ সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। রাতে ধর্মীয় কীর্তন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কঠিন চীবর দান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে কঠিন চীবর দান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমান এ কঠিন চীবর দানোৎসব জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রূপ লাভ করেছে। এ দান উপলক্ষে বৌদ্ধরা জাতীয় ও ধর্মীয় সম্মেলনও করে থাকে। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান বছরের যেকোনো সময়ে করা যায়। কিন্তু কঠিন চীবর বছরে একটি বিহারে একবার মাত্র করা যায়। এ দানোৎসব করতে হলে অনেক ধর্মীয় বিধান মানতে হয়।

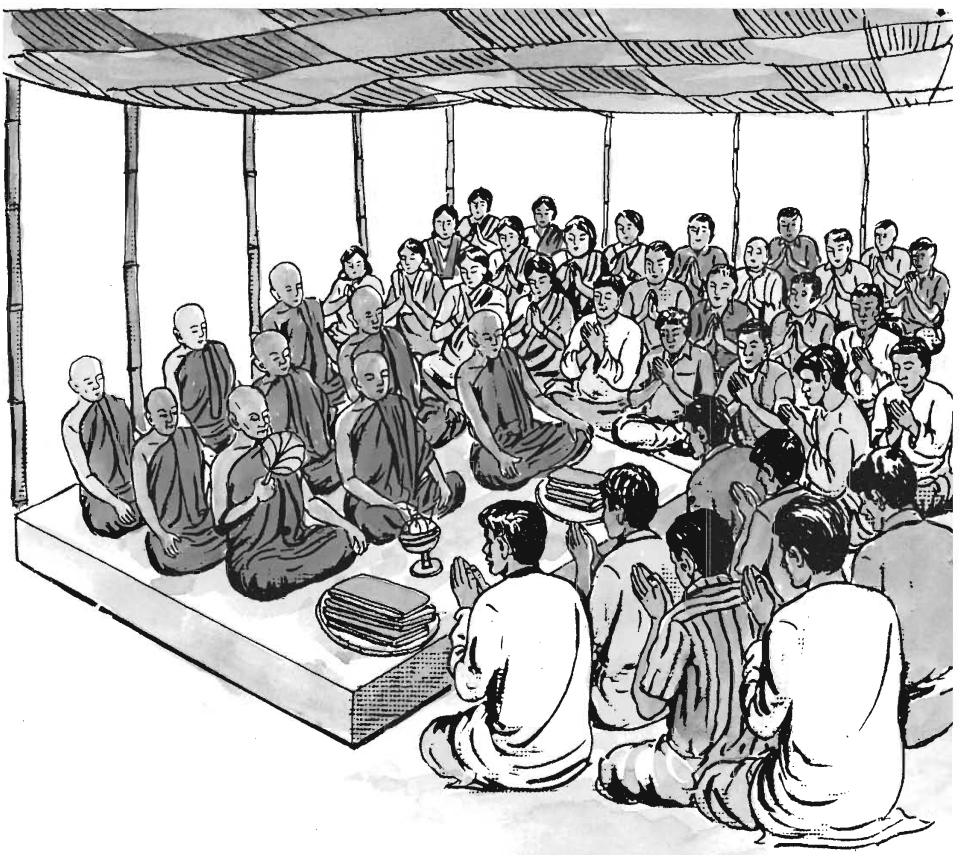

বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসবে অংশগ্রহণকারী, ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং সকল স্তরের নর-নারী ও দায়ক-দায়িকাবৃন্দ

ভিক্ষুদেরকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন বর্ষাবাস গ্রহণ করতে হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমার পূর্বদিন পর্যন্ত বর্ষাব্রত গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। এ তিন মাসকে বর্ষাবাস বা ওয়া মাস বলা হয়। বর্ষাবাস করার জন্য ভিক্ষুদের বিভিন্ন নিয়ম আছে।

ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যেকোনো একটি চীবর দিয়ে কঠিন চীবর দান করা যায়। কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে বিহারের বর্ষাবাস গ্রহণকারী ভিক্ষু ব্যতীত কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষু ফাং বা

নিমন্ত্রণ করতে হয়। বিহারের দায়ক–দায়িকারা চীবর ও দানীর সামগ্রীসহ ভিক্ষুসংঘের সামনে উপস্থিত হন। দায়িক–দায়িকাগণ বয়োজ্যেষ্ঠ মহাথেরোর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। এরপর "ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খুসংঘস্স দেমা পুজেমা কঠিনাত্তরিতুং'' বলে তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করেন। দাতাগণ মুখে মুখে সে মন্ত্র উচ্চারণ করে চীবরটি ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ভিক্ষুগণ এ দানকৃত চীবর সীমায় নিয়ে কর্মবাচ্চা পাঠ করে বর্ষাবাস সমাপনকারী ভিক্ষুকে প্রদান করেন।

এ কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষে বিহারকে পরিষ্কার করা হয়। বর্ণাঢ্যভাবে সাজানো হয়। সকালে সংঘদান করা হয়। ধর্মাসভায় পণ্ডিত ভিক্ষুগণ কঠিন চীবর দানের তাৎপর্য দেশনা করেন। ভগবান বুদ্ধও কঠিন চীবর দানের মহাফল সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন; ভিক্ষুগণ তাও দেশনা করেন। সভায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। এতে দেশের বরেণ্য পণ্ডিত ভিক্ষু ও গৃহীরা অংশগ্রহণ করেন।

এ দানোৎসবে নানা সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রাতে বৌদ্ধধর্মবিষয়ক যাত্রা, নাটক, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। শিশু–কিশোর, যুব–বৃদ্ধ সকলে আনন্দে মেতে থাকে। সারা দিন আনন্দ উৎসবে বিভোর থাকে।

লোকসমাজে বাস করতে হলে নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ভাব গড়ে তুলতে হয়। নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। এ জন্য পরস্পরের সাথে মৈত্রীবন্ধন রচনা করতে হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানই মিলনের জন্য একমাত্র সেতুবন্ধ। এর দ্বারা নিজের ও সমাজের বহু মঙ্গল সাধিত হয়।

প্রব্রজ্যা

বুদ্ধের অনুশাসন মতে, গৃহীদেরকে জীবনে একবার হলেও প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করতে হয়। যারা প্রব্রজিত হন, তাঁদেরকে কমপক্ষে ৭ বছরের বয়সের হতে হয়। রাহুলও ৭ বছর বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নেন।

শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে হলে মাতা–পিতার অনুমতি প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিয়মগুলো জানবে।

শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করতে হয়। ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র, সূচ–সুতা, কটিবন্ধনী, জল ছাঁকুনি, ক্ষুর প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে বিহারে ভিক্ষুর নিকট গমন করতে হয়। শ্রামণের ব্যবহারের জন্য পাটি, বালিশ, মশারি, চাদর, সেন্ডেল তোয়ালে প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী ও পূজার নানা উপকরণ দান করা যায়।

সে সময় বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে এবং সাধুবাদ ধ্বনি দিয়ে দায়ক–দায়িকারা বিহারে যান। যিনি শ্রমণ হবেন, তাঁকে প্রথমে বুদ্ধমূর্তির সামনে ধূপবাতি জ্বালিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। পরে বড় জনদেরকে নমস্কার করে, গুরু ভন্তের সামনে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বসতে হয়। পরে গুরুর মুখে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণ হওয়ার পর উপস্থিত উপাসক–উপাসিকাগণ নবদীক্ষিত শ্রমণকে বন্দনা করে থাকেন। নবদীক্ষিত শ্রমণকে তখন হতে দশশীল পালন করতে হয়। এর সাথে ৭৫ প্রকার সেখিয়া ধর্মও পালন করতে হয়।

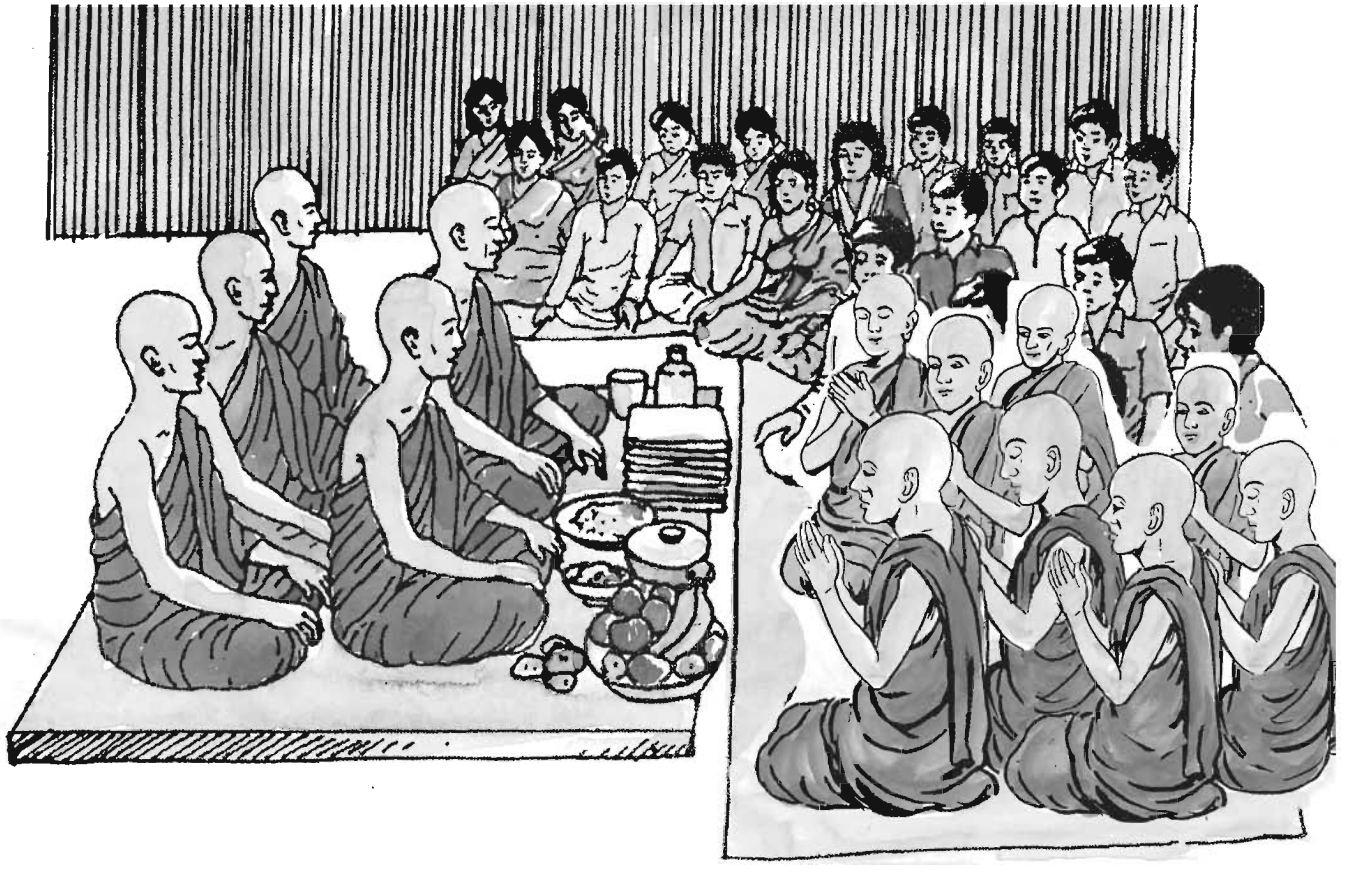

ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ
১৫৯

পালি 'পব্বজ্জা' হতে বাংলায় প্রব্রজ্যা এসেছে। 'প্রব্রজ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো পাপকর্ম বর্জন করা। যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন, তাঁরা কায় মনো বাক্যে কোনো রকম পাপ করতে পারে না।

তোমরা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে কীভাবে শ্রমণ হয় আগে জেনেছ। এখন জানবে উপসম্পদা কী? শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর পরিপূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে উপসম্পদা লাভ করা যায়। প্রব্রজিত জীবনের উচ্চতম পদ হলো উপসম্পদা। উপসম্পদা হলো ভিক্ষুত্বে উপনীত হওয়া। উপসম্পদা প্রাপ্ত শ্রমণ 'ভিক্ষু' নামে পরিচিতি লাভ করেন। ২০ বছরের কম বয়সে উপসম্পদা লাভ করা যায় না। ভিক্ষু হওয়ার জন্য সীমাঘর প্রয়োজন হয়। ভিক্ষুগণ ২২৭ শীল গ্রহণ ও পালন করেন।

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য কী তোমরা জানতে পারবে।

প্রব্রজ্যা বা শ্রমণ	উপসম্পদা বা ভিক্ষু
১. সাত বছর পূর্ণ না হলে কেউ শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না।	১. বিশ বছর পূর্ণ না হলে কেউ উপসম্পদা লাভ বা ভিক্ষু হতে পারে না।
২. সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান ও শ্রদ্ধা থাকলেই শ্রমণ হওয়া যায়।	২. ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট কত গুলো শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সেগুলো না জানলে কেউ ভিক্ষু হতে পারে না।
৩. যেকোনো একজন বয়স্ক স্থবির (ভন্তে) শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা দিতে পারেন।	৩. কমপক্ষে দশজন ভিক্ষু উপস্থিত না হলে ভিক্ষু হতে পারে না।
৪. যেকোনো স্থানে শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করা যায়।	৪. ভিক্ষু সীমাঘর অথবা উদক সীমা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে ভিক্ষু হওয়া যায় না।
৫. শ্রমণদের দশশীলসহ ৭৫ প্রকার সেখিয়া ধর্ম পালন করতে হয়।	৫. ভিক্ষুদেরকে ২২৭টি শীল পালন করতে হয়।
৬. শ্রমণদের প্রতিদিন দশশীল গ্রহণ করা কর্তব্য।	৬. ভিক্ষুদের প্রতিদিন আপত্তি দেশনা করা কর্তব্য।
৭. শ্রমণেরা নিজ হাতে যেকোনো খাবার গ্রহণ করতে পারে।	৭. ভিক্ষুদের হাতে খাবার উঠিয়ে না দিলে গ্রহণ করতে পারে না।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ণ অর্জন হয়?

ক. ধর্মীয় উৎসব খ. সামাজিক উৎসব
গ. পূজার উৎসব ঘ. বিবাহ উৎসব

২. কোন প্রভাবে মানুষ দুঃখ মুক্তি লাভ করতে পারে?

ক. অর্থ প্রভাবে খ. মানুষের প্রভাবে
গ. পুণ্যের প্রভাবে ঘ. কর্মের প্রভাবে

৩. কিসের বলে ভব সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়?

ক. জনবলে খ. শ্রদ্ধারবলে
গ. মনোবলে ঘ. পূজারবলে

৪. সংঘদান উপলক্ষে কমপক্ষে কয়জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে হয়?

ক. ৪ জন খ. ৫ জন
গ. ৬ জন ঘ. ৭ জন

৫. কাকে দশশীল পালন করতে হয়?

ক. শ্রমণকে খ. ভিক্ষুকে
গ. উপাসক–উপাসিকাকে ঘ. বালক–বালিকাকে

৬. কোন দান বছরে একই বিহারে একবারের বেশি অনুষ্ঠিত হতে পারে না?

ক. কঠিন চীবর দান খ. অষ্টপরিষ্কার দান
গ. সংঘদান ঘ. পিণ্ডদান

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বৌদ্ধরা ..... প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী।
২. বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে ..... অন্যতম।
৩. ভিক্ষুদেরকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার ..... গ্রহণ করতে হয়।
৪. শ্রমণদের জন্য দশ শীল এবং ..... সেখিয়া ধর্ম রয়েছে।
৫. গৃহী বৌদ্ধরাও ..... তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত।
৬. ..... বছরের কম বয়সে উপসম্পদা লাভ করা যায় না।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বৌদ্ধরা বুদ্ধের	১. মহাফল লাভ হয়।
২. বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব	২. কঠিন চীবর দানোৎসব হতে পারে না।
৩. সংঘদান করলে	৩. প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী।
৪. একই বিহারে বছরে একবারের বেশি	৪. অনুষ্ঠানের দ্বারা মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।
৫. ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যেকোনো একটি	৫. চীবর দিয়ে কঠিন চীবর দানোৎসব করা যায়।
৬. ছেলে–মেয়েরা সারা দিন	৬. সীমাঘর প্রয়োজন হয়।
	৭. আনন্দ উৎসবে বিভোর থাকে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. কী কর্মের দ্বারা মন হতে পাপ দূরীভূত হয়?
২. ভগবান বুদ্ধ কাকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন?
৩. কোন পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুরা আপত্তি দেশনা করেন?
৪. ভিক্ষুদের কী মোচনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত?
৫. একই বিহারে বছরে একবারের বেশি কোন উৎসব হতে পারে না?
৬. 'পব্বজা' শব্দের অর্থ কী?
৭. শ্রমণেরা কয়টি সেখিয়া ধর্ম পালন করে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধরা কী কী ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে তার নাম উল্লেখ কর।
২. ধর্মীয় উৎসব–অনুষ্ঠানের সুফল কী বর্ণনা কর।
৩. সংঘদান অনুষ্ঠানের নিয়ম বর্ণনা কর।
৪. কঠিন চীবর দানের মনোজ্ঞ বর্ণনা দাও।
৫. 'প্রব্রজ্যা' শব্দের অর্থ কী? কীভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়?
৬. শ্রমণ ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

দশম অধ্যায়

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ বৌদ্ধদের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.২ সংঘদানের বর্ণনা দিতে পারবে।
১০.৩ প্রবারণা উৎসবের বর্ণনা দিতে পারবে।
১০.৪ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা কী তা বলতে পারবে।

শিখনফল

১০.১.১ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলতে পারবে।
১০.১.২ বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.২.১ সংঘদানের বর্ণনা করতে পারবে।
১০.২.২ সংঘদানে উপকরণ কী কী বলতে পারবে।
১০.৩.১ প্রবারণার ভাবার্থ মৌখিক ও লিখিতভাবে বলতে পারবে।
১০.৩.২ কঠিন চীবর দানের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.৩.৩ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।
১০.৪.১ শ্রামণ হওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবে।
১৪.৪.২ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ০১ পৃষ্ঠা : ৮৬

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকমের ..... যোগদান করা কর্তব্য।'

শিখনফল

১০.১.১ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম বলতে পারবে।
১০.১.২ বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যবই থেকে ছবি/ যেকোনো ধর্মীয় উৎসবের আঁকা ছবি, স্লাইড, কম্পিউটার ও প্রোজেক্টর।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- অধ্যায়টি ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কিত। তাই শিক্ষক প্রথমে ক্লাস রুমে গিয়েই মনোযোগ
- সৃষ্টি করার জন্য বলবেন,আজকের পাঠটি বেশ আনন্দের।

- শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী থেকে জিজ্ঞাসা করবেন বল দেখি আজকের অধ্যায়ের নাম।
- জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছ বল দেখি?
- কোনটিতে বেশি আনন্দ লাগে?
- শিক্ষক এরপর তার পাঠ শুরু করবেন। বলবেন মনোযোগ দাও।
- পাঠ পড়ার সাথে সাথে শিক্ষক পুণ্য, তিথি, ধর্মীয় উৎসব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন। এগুলোর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক সংঘদান, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, প্রবারণা, কঠিন চীরব, পরিত্রাণ, নবরত্ন সূত্রপাঠ, বহুচক্র মেলা, পরিবাস বা ওয়াইক, জন্মজয়ন্তী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবেন।
- পাঠ শেষ করার পর শিক্ষক প্রয়োজনবোধে মেধা যাচাইয়ের জন্য এগুলো সম্পর্কে এক একজন থেকে পুনরায় জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- পাশাপাশি আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণে স্বজন-পরিজন ও জ্ঞাতি মিলনের গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- পাঠে একতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যভাব ও সামাজিক ঐক্য-সংহতির যেই বন্ধন ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়, তা গুরুত্বের সাথে বোঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ধর্মীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের নামগুলোর একটি তালিকা তৈরি। (দলীয়ভাবে)

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. ধর্মীয় উৎসব বলতে কী বোঝ? বৌদ্ধদের কয়েকটি উৎসবের নাম লিখ?
২. আচার অনুষ্ঠানের সাথে এর পার্থক্য কোথায়?এগুলো পালনে কী হয়?
৩. পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে গড়ে ওঠে?
৪. কী কর্মের দ্বারা মন হতে পাপ দুরীভূত হয়?

খ. ঠিক উত্তরের পাশে টিক $(\surd)$ দাও।

১. বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকমের কী পালন করে থাকে?

ক. ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান　　খ. নাগরিক উৎসব ও অনুষ্ঠান
গ. জাতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান　　ঘ. অনুষ্ঠান নাটোৎসব ও অনুষ্ঠান

২. পূর্ণিমা ছাড়াও বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়–

ক. বিবাহ দিনে　　খ. জন্মদিনে
গ. অন্যান্য পার্বণ দিনে　　ঘ. কর্ণ ছেদন দিনে

৩. সৌহার্দ্য ভাব সৃষ্টি হলে কী হয় ?

ক. ভাব বিনিময় হয়
খ. দেখা-সাক্ষাৎ হয়
গ. উৎসব আনন্দ হয়
ঘ. সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূরীভূত হয়

পাঠ : ০২ পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৮

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ..... অষ্টপরিষ্কারও দান করে থাকেন।'

শিখনফল

১০.২.১ সংঘদানের বর্ণনা করতে পারবে।
১০.২.২ সংঘদানের উপকরণ কী কী বলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠের ছবি/ স্লাইড, প্রজেক্টরসহ কম্পিউটার।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পূর্বের বা প্রথমে পাঠের প্রসঙ্গ টেনে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- গত ক্লাসে কি পড়িয়েছি মনে আছে?
- পাঠ ঘোষণা : নির্দিষ্ট পাঠ শুরু করবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারে, সেভাবে ধীরে ধীরে পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি দুই-একজনকে পড়তে দেবেন।
- সংঘদানের মন্ত্রটি ৩/৪ বার উচ্চারণ করে শোনাবেন।
- তাদেরকেও বলতে বলবেন।
- সংঘদানের গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- কখন সংঘদান করতে হয়, এতে লাভ কী, পুণ্য কী হয়– সব ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন–

- সংঘদান অনুষ্ঠানের নিয়ম বর্ণনা দাও।
- "সংঘদানে মহাফল হয়" কথাটি ব্যাখ্যা কর।
- সংঘদানের গুরুত্ব তুলে ধর।

পরিকল্পিত

- তোমার বাড়িতে সংঘদান অনুষ্ঠানের একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি কর।
- সংঘদানে কী কী উপাদান ও খাদ্য ভোজ্য দেওয়া যায়- তার বর্ণনা দাও।

মূল্যায়ন

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বৌদ্ধরা যেকোনো ..... ও ..... কর্মে সংঘদান করে থাকে।
২. সংঘদান নিমন্ত্রিত ভিক্ষু সংঘের মধ্যে যিনি ..... তিনিই ..... প্রদান করেন।
৩. ইমং ভিক্খং ..... ভিক্খু সংঘস্স ..... পূজেমা।
৪. সংঘদানের সময় ..... নিত্যপ্রয়োজনীয় ..... দান করে থাকেন।

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. বুদ্ধ সংঘকে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র বলেছেন কেন?
২. সংঘদান করলে মহাফল লাভ হয় কেন?
৩. সংঘদান করতে ন্যূনতম কয়জন ভিক্ষুর প্রয়োজন?
৪. অনুবাদসহ সংঘদানের মন্ত্রটি লেখ।
৫. সংঘদানের আনিসংস বলতে কী বোঝায়?

বাড়ির কাজ

- সংঘদান বলতে কী বুঝ। এর উপাদান ও খাদ্য ভোজ্য দান দেওয়া হয় তার বর্ণনা দাও।

পাঠ : ০৩ পৃষ্ঠা : ৮৮

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ..... অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।'

শিখনফল

১০.৩.১ প্রবারণার ভাবার্থ মৌখিক ও লিখিতভাবে বলতে পারবে।
১০.৩.৩ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।

উপকরণ : আনন্দ-উৎসবমুখর ফানুস উড্ডয়নের একটি ছবি/ স্লাইড ও কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রদর্শন।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক এ পাঠটিকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরবেন।
- শিক্ষক এ পাঠটিতে ছাত্র-ছাত্রীগণকে বেশ আনন্দ দিতে পারবে এবং তাদের কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে।
- পাঠটি শুরুর পূর্বে প্রবারণা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু ধারণা আছে কি না জেনে নেবেন।
- বলবেন, তোমাদের মজা ও আনন্দ করার সবচেয়ে বড় উৎসব।
- বলবেন, তোমরা মনোযোগ দাও। আমি প্রবারণা সম্পর্কে সুন্দর করে বোঝাচ্ছি।
- শিক্ষক পাঠ শুরু করবেন। শিক্ষার্থীরাও কিছু অংশ পড়বে।

- পড়ানোর সময় প্রবারণা শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবেন।
- বিষয়ের গভীরত জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট নানা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও মনোযোগ আসে, সেভাবে পড়াবেন।
- পুরো পাঠ পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কিছু অংশ পড়তে দেবেন।
- মূল্যায়নমূলক প্রবারণার নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, যেমন-

- প্রবারণা শব্দের অর্থ কী?
- প্রবারণা কাদের জন্য?
- কোন মাসটিতে প্রবারণা হয়?
- প্রবারণায় কাদের কর্তব্য বেশি?
- অপরাধ মার্জনার জন্য ভিক্ষুগণ কোন মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন?
- সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কী কী করা হয়?
- ফানুস কখন উড়ানো হয়?

- আমাদের সকলকে প্রবারণা অনুধাবন করা উচিত কেন?
- প্রবারণা উৎসবের আনন্দ কেমন? প্রভৃতি।
- যারা উত্তর দিতে পারে, তাদের প্রশংসা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ (দলীয় কাজ)

- একটি প্রবারণা উৎসবের দিনব্যাপী কর্মসূচির কার্যক্রম তুলে ধর।
- প্রবারণা উৎসবের ফানুস উড্ডয়নের মনোরম দৃশ্যের উপর একটি চিত্র অঙ্কন কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. 'প্রবারণা' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর। এর সঙ্গে ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসের কী সম্পর্ক?
২. প্রবারণা পূর্ণিমার গুরুত্ব তুলে ধর।
৩. প্রবারণা উৎসবের দিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সামাজিক কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।
৪. প্রবারণাকে বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান দ্বিতীয় ধর্মীয় উৎসব বলা হয় কেন- বুঝিয়ে বল।
৫. প্রবারণা দিবসে ভিক্ষু ও গৃহী উপাসক-উপাসিকাদের কর্তব্য কী বর্ণনা কর।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. আশ্বিনী পূর্ণিমার অপর নাম ..... পূর্ণিমা।
খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি হতে ..... পর্যন্ত এ তিন মাস ..... উদ্‌যাপন করা হয়।
গ. গৃহী ..... প্রবারণার তাৎপর্য ..... করা উচিত।
ঘ. বিকালে প্রবারণার ..... উপর আলোচনা ..... হয়।

গ. ঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. ঐ দিবসে ভিক্ষুদের পরিসমাপ্তি হয়-

ক. কর্ম দিবস
খ. বিনয় দিবস
গ. ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস
ঘ. গ্রীষ্মবাস।

২. প্রবারণা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়–

ক. ফাল্গুনী পূর্ণিমায়
খ. আশ্বিনী পূর্ণিমায়
গ. মাঘী পূর্ণিমায়
ঘ. ভাদ্র পূর্ণিমায়

৩. প্রবারণা পূর্ণিমায় করজোড়ে বসে অপরাধ মার্জনাপূর্বক সম্পাদন করেন–

ক. ধ্যান কর্ম
খ. বিনয় কর্ম
গ. সমাধি কর্ম
ঘ. পূজা কর্ম

৪. ঐ দিন সন্ধ্যা কী উড্ডয়ন করা হয়?

ক. বেলুন
খ. পতাকা
গ. কপোত
ঘ. ফানুস

বাড়ির কাজ

- তোমার দেখা প্রবারণা উৎসবের ঘটনা উল্লেখপূর্বক একটি সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ : ০৪ পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০

বিষয়বস্তু : 'বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ..... বহু মঙ্গল সাধিত হয়।'

শিখনফল

১০.১.২ বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.৩.২ কঠিন চীবর দানের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারতে।
১০.৩.৩ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র ও ত্রিচীবর।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের কুশল জিজ্ঞাসা করবেন।
- গত পাঠের বিষয় মনে আছে কি না জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক ইচ্ছা করলে ২/৩ জন ছাত্র-ছাত্রী থেকে গত পাঠের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- উত্তর দিতে না পারলে কিংবা মনে না থাকলে বলে দেবেন।

- কোনোমতেই রাগ করবেন না, খারাপ আচরণ করবেন না।
- বলবেন, আজকের পাঠ তোমাদের অনেক পরিচিত, অনেক মজার।
- কী পাঠ বল দেখি?
- ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মনোযোগের সাথে শুনতে বলবেন।
- শিক্ষক ধীরে ধীরে পুরো পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কঠিন চীবর দান সম্পর্কিত নিয়ম-পদ্ধতি বুঝিয়ে দেবেন।
- কঠিন চীবরের গুরুত্ব/ তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবেন।
- এ চীবর কঠিন কেন বলে দেবেন।
- কারা কীভাবে কঠিন চীবর লাভ করতে পারেন তা বুঝিয়ে দেবেন।
- কঠিন চীবর দানোৎসবে দিনব্যাপী কার্যক্রমের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা তুলে ধরবেন।
- এ দানোৎসবে নানা সম্প্রদায় ও নিজেদের স্বজন-পরিজন ও জাতিগণের মধ্যে যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তার সুফল বর্ণনা করে বোঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসবের আয়োজনে তোমাদের কাজের বণ্টন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর (দলীয়ভাবে)।

মূল্যায়ন

ক. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. কঠিন চীবর দান কখন, কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়?
২. কঠিন চীবর দানের ধর্মীয় তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৩. ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অধিষ্ঠানের সাথে কঠিন চীবর দানের কী সম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।
৪. কঠিন চীবর দানের দানীয় সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি কর।
৫. একটি কঠিন চীবর দানে মনোজ্ঞ বর্ণনা দাও।
৬. এ পূর্ণিমার সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধর।

খ. মিলকরণ

বাম	ডান
১. কঠিন চীবর বছরে	১. পূর্বদিন পর্যন্ত বর্ষাব্রত গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়।
২. আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমার	২. একটি চীবর দিনে কঠিন চীবর দান করা যায়।
৩. ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যেকোনো	৩. একটি বিহারে একবার মাত্র করা যায়।
৪. ইমং কঠিন চীবরং	৪. দানের মহাফল সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন।
৫. ধর্মীয় অনুষ্ঠানই	৫. মিলনের জন্য একমাত্র সেতুবন্ধ।

পাঠ : ০৫ পৃষ্ঠা : ৯০-৯২

বিষয়বস্তু : 'বুদ্ধের অনুশাসন ..... .গ্রহণ করতে পারে না।'

শিখনফল

১০.১.২ বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.৪.১ শ্রামণ হওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবে।
১৪.৪.২ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

উপকরণ : ত্রিচীবরসহ অষ্টপরিষ্কার দানের উপাদানসামগ্রী ও পাঠের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বলবেন, পূর্বপাঠগুলো মনে আছে তো ?
- কয়েকটি প্রশ্ন করবেন?
- পাঠ পড়ার সময় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দুইটি ভালো করে বোঝাবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের রঙিন ছবি দেখাবেন।
- ছবি দেখে কে কী করছে এবং সেখানে কী কী আছে জানতে চাইবেন।
- প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান দেখেছে কি না জিজ্ঞাসা করবেন।
- কোনো দিন ভিক্ষু হতে/উপসম্পদা লাভ করতে দেখেছে কি না জানতে চাইবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক এক এক করে শিক্ষার্থীদের পাঠটি সুন্দর করে পড়তে বলবেন।
- কঠিন শব্দগুলোর অর্থ বলে দেবেন। যেমন- প্রব্রজ্যা, সেখিয়া, ত্রিচীবর, উপসম্পদা, ভিক্ষু, সীমাঘর, উদকসীমা প্রভৃতি।
- পাঠ সম্পর্কিত সাধারণভাবে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন- যেমন- প্রব্রজ্যা শব্দের অর্থ কী?
- প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য বয়স কত হতে হয়?
- কে ৭ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেন?
- প্রব্রজ্যা গ্রহণে পিতা-মাতার অনুমতি নিতে হয় কেন?
- প্রব্রজ্যা গ্রহণের কী কী উপকরণ প্রয়োজন ?
- কীভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়?
- প্রব্রজিতদের কয়টি নিয়ম পালন করতে হয়?
- কারা উপসম্পদা লাভ করেন?
- উপসম্পদা প্রাপ্তকে কী বলা হয়?
- কত বছর বয়সে উপসম্পদা লাভ করা যায়?
- যেখানে উপসম্পদা লাভ করা হয়, সেই স্থানের নাম কী?
- সঠিক উত্তর প্রদানকারীদের প্রশংসা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

- প্রব্রজিত হওয়ার দ্রব্যসামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি কর এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হলে কী কী করতে হয় লিখ। (দলীয় কাজ)

মূল্যায়ন

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও

১. প্রব্রজ্যার জন্য কমপক্ষে কত বছর বয়সের প্রয়োজন?

ক. ৬ বছর　　খ. ৭ বছর
গ. ৮ বছর　　ঘ. ১০ বছর

২. শ্রমণ হতে কার অনুমতি নিতে হয়?

ক. ভাই বোনের　　খ. বন্ধুদের
গ. মা-বাবার　　ঘ. শিক্ষকের

৩. নবদীক্ষিত শ্রামণকে কত শীল পালন করতে হয়?

ক. দশশীল　　খ. নয় শীল
গ. অষ্টশীল　　ঘ. উপোনসথ শীল

৪. উপসম্পদা গ্রহণকারীকে কী বলে?

ক. ভিক্ষু　　খ. থেরো
গ. মহাথের　　ঘ. অর্হৎ।

৫. ভিক্ষু হতে হলে কত বছর বয়সের প্রয়োজন?

ক. ২৮　　খ. ২০
গ. ২২　　ঘ. ২৫

খ. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. 'প্রব্রজ্যা' কাকে বলে? প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের নিয়ম বর্ণনা কর।
২. বৌদ্ধধর্মে গ্রহীদেরকে জীবনে একবার হলেও প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করতে হয় কেন?
৩. একটি প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধর।
৪. প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাড়ির কাজ

- তোমার দেখা একটি প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠারে বর্ণনা দাও।
- প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার পার্থক্যগুলোর খাতায় লেখ।

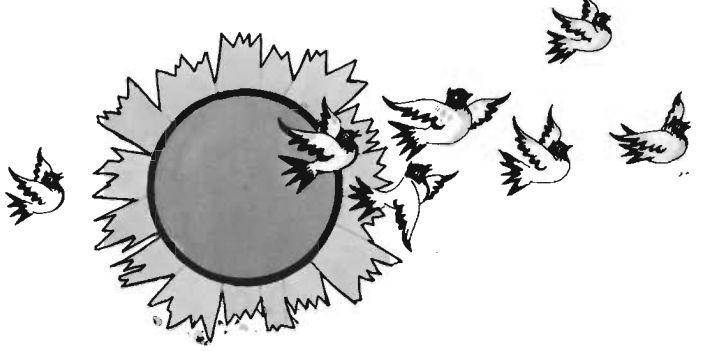

একাদশ অধ্যায়

ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একই সমাজে নানা জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে পরস্পরের সহযোগী হয়ে বসবাস করে। সবাইকে নিয়েই সমাজ। মানবসমাজে থাকবে সামাজিক ঐক্য-সংহতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন। একটি বনে বা বাগানে যেমন– নানা জাতের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল প্রভৃতি থাকে, তেমনি মানবসমাজও সে রকম। তাই একই সমাজে নানা জাতি–গোষ্ঠী ও ধর্ম–বর্ণের মানুষ না থাকলে সে সমাজ সুন্দর মনে হয় না।

প্রত্যেক পরিবারে যেমন নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে, তেমনি সমাজেও নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকবে। নিয়মকানুন ছাড়া মানুষ একত্রে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। যার যার খুশি মতো চললে সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এজন্য প্রত্যেক ধর্মের উপদেশ হলো– ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং এর মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উপকার সাধন করা।

সমাজজীবনে দুই রকম নীতি প্রচলিত থাকে, একটি সাধারণ নীতি; অন্যটি ধর্মীয় নীতি। সাধারণ নীতিমালার মধ্যে থাকে সমাজের নিয়ম–শৃঙ্খলা, দায়িত্ব কর্তব্য ও সামাজিক রীতিনীতি। আর ধর্মীয় নীতির মধ্যে থাকে ধর্মীয় বিধি, আচার–অনুষ্ঠান ও পূজা–পার্বণের নিয়ম নীতি প্রভৃতি।

দায়িত্ব-কর্তব্য মানুষকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়। উন্নতির জন্য কোনো দেবতা কিংবা অলৌকিক শক্তি কাজ করে না। নিজের আপন শক্তিই যথেষ্ট। কারণ, মানুষের আছে অনন্ত কর্মশক্তি। সেই শক্তি দিয়ে মানুষ তার আপন মনুষ্যত্বকে আলোকিত করতে পারে। মানুষ তার আত্মশক্তি দিয়েই বিশ্বের সব কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এজন্যই বৌদ্ধধর্মে মানুষের কর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে।

অন্যদিকে জননী ও জন্মভূমির সাথে মানুষের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বৌদ্ধধর্ম মতে, দেশের গৌরবকে সমুন্নত রাখা একজন সুনাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।

একটি শত্রুতা আরেকটি শত্রুতার জন্ম দেয়। একটি আঘাত–আরেকটি প্রতিহিংসা তৈরি করে। অতএব এই সত্যনীতিকে ধারণ করে আমাদের মনের সকল প্রকার হিংসা,

প্রতিহিংসা, অশুভ ভাবনা ও মন্দ চিন্তা দূর করতে হবে। সর্বদা সৎ ও কুশল কর্মে ব্রতী হতে হবে। সত্য ও ন্যায়পথে চলতে হবে। অপরের অনিষ্ট চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। নিরাপদ সমাজ ও দেশ গড়ার জন্য চিন্তা করতে হবে।

ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড মানবজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনে অপরিহার্য। বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যেখানে বারবার বলা হয়েছে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার কথা, মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধের কথা। তাই বৌদ্ধধর্মের সকল কর্ম ও সকল সাধনা শীলময়, সমাধিময় এবং প্রজ্ঞাময় সম্পর্কযুক্ত। প্রজ্ঞা ও শীল সম্প্রযুক্ত কর্মই কুশলকর্ম। কুশলকর্ম পাপাচার নিবারণ করে মানবজাতিকে ধর্মপালন ও ধর্মাচরণে উৎসাহিত করে।

অন্ধ ব্যক্তিকে বৌদ্ধভিক্ষু রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছেন
১৭৩

বুদ্ধ বলেন, ধর্ম হলো সদ, সুন্দর এবং সম্যকভাবে জীবনযাপনের এক অঙ্গীকার। এজন্য বৌদ্ধধর্মে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি সম্যক পথের কথা স্বীকৃতি পেয়েছে। এ আটটি পথ হলো সদ্‌দৃষ্টি, সদ্‌কর্ম, সদ্‌বাক্য, সদ্‌জীবিকা, সদ্‌সংকল্প, সদ্‌প্রচেষ্টা, সদ্‌স্মৃতি ও সদ্‌সমাধি।

মানুষের সামাজিক জীবনে অনেক ধরনের দুঃখ চাহিদা থাকতে পারে। যেমন– ক্ষুধা, দরিদ্রতা, বিত্ত–বৈভব ও সম্পদ অর্জনের চিন্তা এবং নানা অভাব অনটন প্রভৃতি। তাই বলে যে আমি চৌর্যবৃত্তি, দুর্নীতি বা অসদোপায় করে এগুলো মেটাব, সেটা তো হতে পারে না। এগুলো লাভের জন্য নিয়মনীতিও লঙ্ঘন করতে পারি না। ধর্মকে অবলম্বন করে আমরা নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড পালন করে থাকি। যেমন: পূজা–পার্বণ, বিভিন্ন জাতীয় উৎসব, মেলা, বিবাহ ইত্যাদি। ধর্মকে অবলম্বন করে বৌদ্ধরা ধর্মীয় ও সামাজিক নানা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকে।

বৌদ্ধধর্ম একটি সর্বজনীন ধর্ম। সর্বজনীনতা মানে সম–অধিকার ও সমমর্যদা। সব মানুষের কর্মশক্তির প্রতিফলন ও সামাজিক মূল্যায়নে বাক্‌স্বাধীনতা, চিন্তা ও মননের স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা থাকতে হবে।

বুদ্ধের এ মুক্তিদর্শন আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্ণতাসহ জাগতিক সর্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়। বুদ্ধের প্রথম বাণী ছিল, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গালের জন্য ধর্ম প্রচার করা। এ থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্ম সর্বজনীন ও মানবতার ধর্ম। বুদ্ধের নীতিবাক্যগুলো বর্তমান সমাজজীবনে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতিবাক্যগুলোর মাধ্যমে মানবজীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়।

মানবতা এবং মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশই বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব। বৌদ্ধমতে, বিনয়, দয়া, সত্য, প্রেম, ভালোবাসা–এগুলো মানবিক গুণ। এসব গুণের মধ্যেই আদর্শ জীবনের মহিমা প্রকাশ পায়। এ চরিত্র গঠনের নিমিত্তেই বৌদ্ধধর্মে সব মানুষকে আপন সন্তানের মতো ভাববার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

জীবনকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পর্যবসিত করতে হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এবং দয়া, দান ও সেবার প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন হয় সমতা, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণধর্মের। এগুলো একজন মানুষকে করুণাবান ও মৈত্রীবান হতে শেখায়।

বৌদ্ধরা মৈত্রীপরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা বুদ্ধের অহিংসানীতি, সংযম ও ঐক্য–সংহতির মন্ত্রে উজ্জীবত। বৌদ্ধরা চিন্তা–চেতনায় ও নীতি লালনে এ নিয়ম অনুসরণ করে। তাই তাঁরা সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট শান্তিকামী মানুষ হিসেবে সমাদৃত এবং আদরণীয়।

নিজের দেশের সাথে বাইরের নানা দেশের সুসম্পর্ক রাখতে হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুসম্পর্কের প্রয়োজন বেশি। এতে বিভিন্ন দেশের সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সকল ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়। নানা ক্ষেত্রে উন্নতি–সমৃদ্ধির প্রভাবও বিস্তার লাভ করে।

দেশপ্রেম মানবজীবনের অপরিহার্য উপাদান। নিজের দেশকে ভালোবাসাই হলো স্বদেশপ্রেম। বৌদ্ধধর্ম নিজের দেশকে ভালোবাসতে শিক্ষা দান করে। তাই দেশপ্রেমে এগিয়ে আসা সকল মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশের কল্যাণে যে নিবেদিত নয়, সে দেশপ্রেমিক নন। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝেই নাগরিক জীবনের সার্থকতা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীতে যারা কর্মঠ ও উন্নত জাতি, তারা সকলেই নিজ দেশকে

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৌদ্ধরা

গভীরভাবে ভালোবাসে। দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করে। যেমন– চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি। স্বদেশের উপকার ও কল্যাণের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকতে হবে। দেশের উন্নতি–সমৃদ্ধির জন্য নিরন্তর ভাবনা থাকতে হবে। দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসার মানবিক গুণ, শ্রম ও মর্যাদা দেখাতে হবে। এগুলোই হলো দেশপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ন্যায়তন্ত্র হচ্ছে সব মানুষের সকল প্রকার ন্যায় অধিকার। অর্থাৎ একটি দেশে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে। এখানে কোনো প্রকার বৈষম্য থাকবে না। শ্রেণিস্বার্থ থাকবে না। বৈষয়িক স্বার্থ থাকবে না। এমনকি পদমর্যাদার স্বার্থও থাকবে না। ধর্মের বৈষম্যও এখানে বিচার করা হবে না। ধনী-দরিদ্র এবং সব পেশার মানুষ এখানে হবে এক ও অভিন্ন। সব মানুষ তার নিজের মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে। বুদ্ধের সময় বৃজি ও বৈশালীবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্য–সংহতির উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়।

আত্মমর্যাদা বলতে নিজের বা স্বীয় মর্যাদাকে বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে আত্মমর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আত্মমর্যাদা যেকোনো ব্যক্তি ও জাতির জন্য মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে আসে।

স্বদেশপেম, কর্তব্যপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ আত্মমর্যাদার অন্যতম গুণাবলি। সুন্দর সমাজ ও জীবন গঠনের জন্য এ গুণগুলো অতীব প্রয়োজনীয়। মানবজীবনের সকল প্রকার কর্তব্য ও মঙ্গালের জন্য আত্মমর্যাদার গুণ প্রভাবিত হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, বহু প্রকার সত্যজ্ঞান লাভ করতে হবে। বহুবিধ শিল্প শিক্ষা করতে হবে। বিনয়ে সুশিক্ষিত হতে হবে। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

একটি সভ্য জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ১৯৭১– এর স্বাধীনতাসংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ শুধু একখণ্ড ভূমির অধিকার পাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম। এছাড়া অন্য জাতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়া। স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ ও জাতি গঠনের সুযোগ লাভ করাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনা বাঙালি জাতির প্রেরণা রূপে কাজ করে যাবে যুগ যুগ ধরে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঙালি শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে। ধর্মীয় কুসংস্কারের

ঊর্ধ্বে উঠে হাজার বছরের বাঙালির ঐক্য-সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেছে। এতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। এ একতা নতুন দেশগঠনে বাঙালিকে নতুন প্রেরণা দান করে।

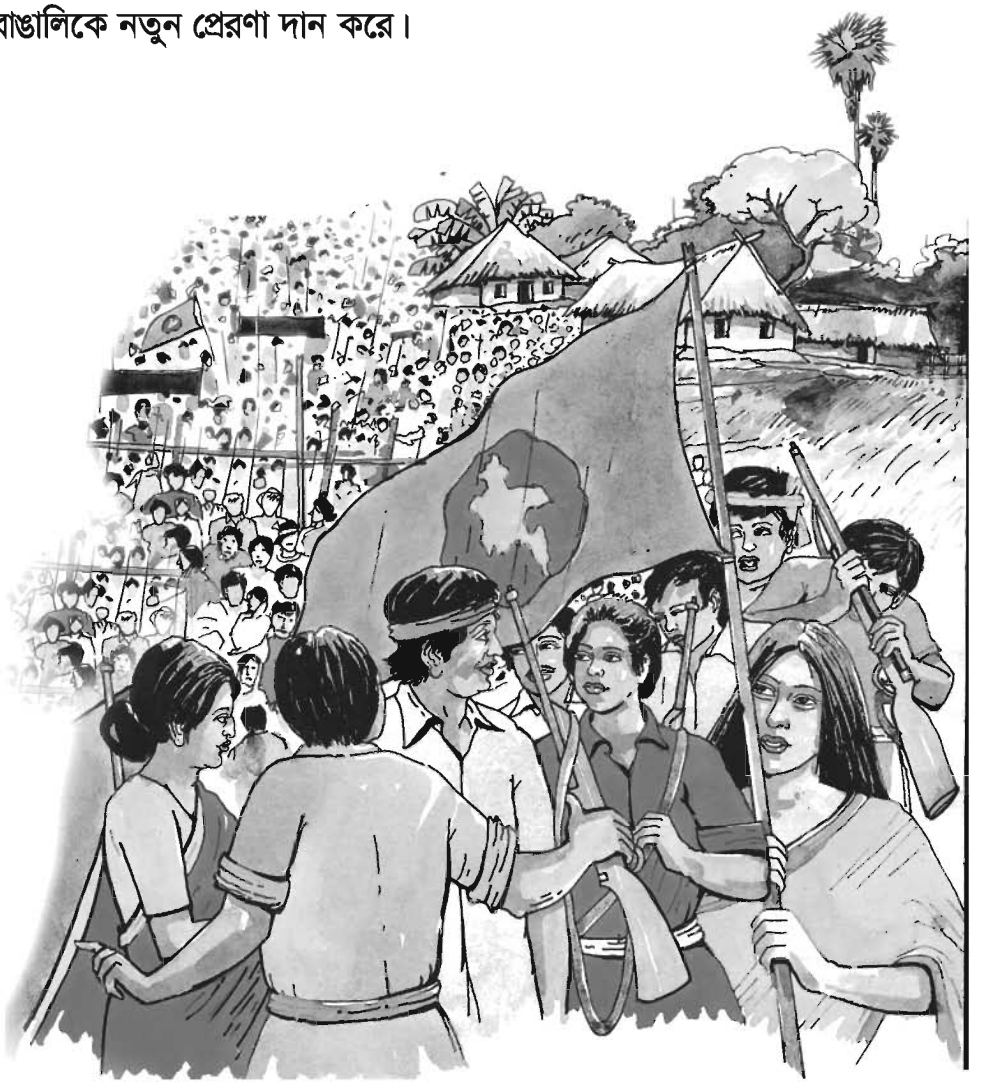

নানা ধর্ম–বর্ণ মানুষসহ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়–উল্লাস

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি বৌদ্ধরা অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও বৌদ্ধদের অবদান ছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি বৌদ্ধদের অসাধারণ অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। বৌদ্ধরা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। ভারতের নানা স্থানে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এছাড়া বৌদ্ধরা এই মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দান করেছেন। বিহার–প্যাগোডা ও ধর্মশালায়

নিরীহ মানুষদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। খাদ্য-বস্ত্র দিয়েছে। সাধারণ জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। দেশ-বিদেশে স্বাধীনতার পক্ষে অবদান রেখেছেন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের, পণ্ডিত শান্তপদ মহাথের প্রমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। অন্যদিকে বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সুপতি রঞ্জন বড়ুয়া, সাধন বড়ুয়া, সুবাস বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তি অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও :

১. মানবসমাজে কী থাকবে?

ক. ঐক্য–সংহতি খ. ঝগড়া–বিবাদ

গ. পারস্পরিক অসযোহিতা ঘ. অসহনশীলতা

২. মানুষকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়–

ক. আলস্যতা খ. দায়িত্ব–কর্তব্য

গ. কর্মবিমুখতা ঘ. দায়িত্বহীনতা

৩. নিজের দেশের সাথে বাইরের নানা দেশের কী থাকবে?

ক. ঝগড়া-বিবাদ খ. মনোমালিন্য

গ. দুঃসম্পর্ক ঘ. সুসম্পর্ক

৪. সব মানুষ তার নিজের মত প্রকাশ করতে পারবে–

ক. ভয়ে ভয়ে খ. হৈচৈ করে

গ. স্বাধীনভাবে ঘ. পরাধীনভাবে

৫. বৌদ্ধধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–

ক. মানবতা ও মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ খ. সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যপূর্ণ আচরণ

গ. অগণতান্ত্রিক ও অন্যায্যতা ঘ. স্বাধীনতাহীন ও বিভেদপূর্ণ আচরণ

৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধরা কী করেন?

ক. অসহযোগিতা করেন খ. শত্রুকে সাহায্য করেন

গ. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঘ. স্বাধীনতাবিরোধী কাজ করেন

৭. নিজের এবং স্বীয় মর্যাদাকে কী বোঝায়?

ক. শ্রম মর্যাদা খ. জ্ঞান মর্যাদা

গ. আত্মমর্যাদা ঘ. ধর্ম মর্যাদা

খ। শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনে .....।

২. মানবতা এবং ..... গুণাবলির বহিঃপ্রকাশই বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব।

৩. ন্যায়তন্ত্র হচ্ছে সব মানুষের সকল প্রকার .....।

৪. একটি সভ্য জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে ..... আর কিছু নেই।

৫. বৌদ্ধরা ..... বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন।

৬. সর্বজনীনতা মানে সম-অধিকার ও .....।

৭. দেশপ্রেম মানবজীবনে ..... উপাদান।

গ। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. নিরাপদ সমাজ ও দেশ গড়ার জন্য	১. অশুভ চিন্তায় মৈত্রীভাব বিঘ্নিত হয়।
২. স্বদেশপ্রেম, কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ	২. দেশপ্রেম ও মানবিক গুণের জন্য
৩. মানুষের সামাজিক জীবনে	অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
৪. বুদ্ধের নীতিবাক্যগুলো	৩. অধিকার পাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
৫. বর্তমান সমাজজীবনে	৪. মানবজীবনে অপরিহার্য।
৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের	৫. অনেক ধরনের দুঃখ ও চাহিদা থাকতে পারে।
	৬. চিন্তা করতে হবে।
	৭. আত্মমর্যাদার অন্যতম গুণাবলি।

ঘ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ন্যায়তন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
২. কয়েকটি মানবিক গুণ সম্পর্কে লেখ।
৩. সর্বজনীনতা কী?
৪. আত্মমর্যাদা লাভের উপায় কী?
৫. দেশপ্রেম কাকে বলে?
৬. কয়েকজন বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ কর।

ঙ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?
২. আত্মমর্যাদা ও সর্বজনীনতা দেশ ও জাতির কী উপকার করে লেখ।
৩. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।
৪. দেশপ্রেমের গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যে সম্পর্কগুলো তুলে ধর।
৬. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের ভূমিকা কী ছিল বর্ণনা কর।
৭. আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

একাদশ অধ্যায়

ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১১.১ আত্মমর্যাদা ও সর্বজনীনতা কী জানতে পারবে।
১১.২ মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারবে।
১১.৩ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাবে।
১১.৪ দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।
১১.৫ কয়েকজন বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার নাম বলতে পারবে।

শিখনফল

১১.১.১ আত্মমর্যাদা ও সর্বজনীনতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১১.২.১ মানবিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
১১.২.২ মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে শিখবে।
১১.৩.১ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করার প্রেরণা লাভ করবে।
১১.৪.১ স্বদেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত হওয়ার শিক্ষা লাভ করবে।
১১.৫.১ কয়েকজন বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার নাম বলতে পারবে।
১১.৬.১ আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ : ০১ পৃষ্ঠা : ৯৫-৯৬

বিষয়বস্তু : মানুষ সমাজবদ্ধ ..... জন্য চিন্তা করতে হবে।

শিখনফল

১১.১.১ আত্মমর্যাদা ও সর্বজনীনতা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১১.৩.১ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবে।
১১.২.১ মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

উপকরণ : সামগ্রিকভাবে সামাজিক কাজ-কর্মের স্বদেশপ্রেম- এ ছবি/ প্রজেক্টর বা স্লাইড/ চার্ট প্রভৃতি।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিয়ে পাঠটি নির্ধারিত করবেন।
- পাঠ ঘোষণা করবেন : ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম।

- শিক্ষক পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠটি পড়তে দিন।
- এবার কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠভিত্তিক জ্ঞান জেনে নিন।
- ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের উপর বারবার বুঝিয়ে দিন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে জানবেন।
- প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।
- শান্তি-শৃঙ্খলার গুরুত্ব তুলে ধরবেন।
- দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা বারবার বলবেন।
- মানবিক গুণের কথা, জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির কথা বলবেন।
- পরিবার ও সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা ও অনুশাসন মেনে চলতে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

মূল্যায়ন

শিখন-শেখানো কার্যাবলি/ পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. সমাজজীবনে কয় রকম রীতি প্রচলিত?
২. মানবসমাজে কী থাকবে?
৩. প্রতিটি ধর্মের উপদেশ কী?
৪. একটি শত্রুতা আরেকটি ..... জন্ম দেয়।

বাড়ির কাজ

- পাঠটি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ০২ পৃষ্ঠা : ৯৬-৯৭

বিষয়বস্তু: ধর্মীয় ও সামাজিক ..... সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়।

শিখনফল

১১.২.১ মানবিক গুণাবলির বর্ণনা করতে পারবে।
১১.২.২ মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে শিখবে।
১১.৩.১ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজকে সম্পৃক্ত করার প্রেরণা লাভ করবে।

উপকরণ : ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের চিত্র/ পাঠের চিত্র স্লাইড ও পোস্টার পেপার।

শিখন শেখানো কর্যাবলি

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।
- দুই-একটি প্রশ্ন করবেন।
- এবার নির্দিষ্ট পাঠটি শুরু করবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
- আগ্রহ ও মনোযোগের জন্য প্রসঙ্গক্রমে ধর্মও মানবতা সম্পর্কিত দুই-একটি ঘটনা বলবেন।
- চিত্রের বিষয় জানবেন।
- পাঠের ছবিটি দেখাবেন।
- নির্ধারিত পাঠটি দলীয়ভাবে উপস্থাপন করতে দেবেন।
- ধর্ম ও মানবতার গুণগুলো লিখতে দেবেন।
- পাঠের শব্দগুলোর বস্তুনিহিত অর্থ বুঝিয়ে দেবেন, যেমন- শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সর্বজনীনতা, মুক্তবুদ্ধি, বাক্‌স্বাধীনতা প্রভৃতি।
- সর্বজনীনতা/মানবতা/বাক্‌স্বাধীনতা কী জানতে চাইবেন।
- পাঠ শেষ হলে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী?
- চৌর্যবৃত্তি ও দুর্নীতি কেমন কাজ?

পরিকল্পিত কাজ

- শ্রেণিকক্ষে দলগত ভাবে একটি ছক তৈরি করে মানবতা, ধর্মীয় ও সামাজিক গুণ ও দায়িত্ব কতর্ব্যগুলো পোস্টারে লিখে দিতে বলুন।

নমুনা ছক

মানবতার গুণ	ধর্মীয় গুণ	সামাজিক দায়িত্ব /কর্তব্য

মূল্যায়ন

ক. প্রশ্নের উত্তর দাও

১. ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে মানব জীবনে অপরিহার্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।
২. মানবিক গুণের উপকার /সুফলগুলো তুলে ধর।
৩. সর্বজনীনতার উপর দশটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বৌদ্ধধর্মের সকল কর্ম ও সকল সাধনা..... এবং প্রজ্ঞাময় সম্পর্কযুক্ত।

২. ধর্ম হলো ....., সুন্দর এবং ..... জীবনযাপনের এক অঙ্গীকার।
৩. বুদ্ধের ..... বর্তমান সমাজজীবনে ..... ও ..... গুণের জন্য অতীব জরুরি।

গ. বাম পাশে বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

বাম	ডান
১. কুশলকর্ম পাপাচার নিবারণ করে	১. মানবজীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়।
২. বৌদ্ধধর্ম একটি	২. সর্বজনীন ধর্ম।
৩. বুদ্ধের প্রথম বাণী ছিল, বহুজনের হিতের জন্য	৩. বহুজনের সুখের জন্য।
৪. এ নীতিবাক্যগুলোর মাধ্যমে	৪. মানবসমাজকে উৎসাহিত করে।
	৫. মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে হবে।

বাড়ির কাজ

১. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায় ? এর দুই-একটি উদাহরণ দাও।

পাঠ : ০৩ পৃষ্ঠা : ৯৭-৯৮

বিষয়বস্তু : 'মানবতা এবং মানবিক গুণাবলি ..... প্রমাণ পাওয়া যায়।'

শিখনফল

১১.২.১ মানবিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
১১.২.২ মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে শিখবে।
১১.৩.১ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজকে সম্পৃক্ত করার প্রেরণা লাভ করবে।

উপকরণ : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৌদ্ধদের চিত্র ও অন্যান্য ছবি/ পোস্টার পেপার।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক গত ক্লাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন।
- পূর্ব পাঠ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী থেকে জানতে চাইবেন।
- এ সম্পর্কে ধারণা দিয়েই নির্দিষ্ট পাঠ শুরু করবেন।
- প্রতিটি অনুচ্ছেদ উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেবেন।
- মানবতা, মানবিক গুণাবলি, দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা, পারস্পারিক সম্প্রীতি, ভালোবাসা, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ–এগুলো সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এর উপর প্রশ্ন করবেন।
  - বৌদ্ধমতে, মানবিক গুণ কী কী?
  - জীবনকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পর্যবসিত করতে হলে কী প্রয়োজন?
  - স্বদেশপ্রেম কাকে বলে?

- দেশপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ন্যায়তন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

- দলীয়ভাবে প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য বলবেন।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- লিখিত ও মৌখিকভাবে অনুশীলনীর পাঠ হতে মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন শেখানোর কার্যাবলি থেকে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১. বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিশেষত্ব কী?
২. স্বদেশ প্রেম কাকে বলে?
৩.বুদ্ধের সময় কোথায় দেশপ্রেম ও ঐক্যসংহতির প্রমাণ পাওয়া যায়?

পরিকল্পিত কাজ

- পোস্টার পেপারে মানবতা ও মানবিক গুণ সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ। (দলীয় কাজ)

বাড়ির কাজ

- মানবতা ও দেশপ্রেমের উপর একটি ছবি অঙ্কন করতে দেবেন।

পাঠ : ০৪ পৃষ্ঠা : ৯৯-১০১

বিষয়বস্তু: 'আত্মমর্যাদা বলতে ..... পরিচিতি লাভ করেছে।'

শিখনফল

১১.৪.১ স্বদেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত হওয়ার শিক্ষা লাভ করবে।
১১.৫.১ কয়েকজন বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার নাম বলতে পারবে।
১১.৬.১ আন্তর্জাতিকতা বিষয়ে বলতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত মুক্তিযুদ্ধের ছবি/ স্লাইড ও প্রোজেক্টরের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম/ মুক্তিযুদ্ধের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি দেখানোর উপাদান।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- ক্লাসে গিয়ে প্রথমে পূর্বের পাঠ সম্পর্কে জানবেন।
- শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন।
- পাঠের ছবি দেখাবেন। এটি কিসের ছবি জানতে চাইবেন।
- ছবিটিতে কী দেখা যাচ্ছে বলতে বলবেন।
- এর সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িয়ে আছে কিনা প্রশ্ন করবেন।
- যেহেতু এটি শেষ পাঠ, সেহেতু ভালো করে বোঝাবেন।
- ন্যায়তন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতাসংগ্রাম, সার্বভৌম,আত্মমর্যাদা,

অসাম্প্রদায়িকতা।

- আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি শব্দগুলোর মর্মার্থ ভালোভাবে বোঝাবেন।
- বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের নামগুলো শোনাবেন এবং পাঠে চিহ্নিত করতে বলবেন।
- পাঠটি ভালো করে বোঝানোর জন্য দল গঠন করে এক একটি অনুচ্ছেদ বলতে বলবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের একটি সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে দেবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক চেতনা/ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রীকে বলতে দিন (যার যার মতো করে)।
- পাঠের জ্ঞান যাচাই করতে প্রশ্ন করবেন-

- আত্মমর্যাদা লাভের উপায় কী?
- বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় কী?
- বৌদ্ধরা কাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন?
- কয়েকজন বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার নাম লেখ।

- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর কম-বেশি দিতে পারবে।

পরিকল্পিত কাজ

- মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ছবি অঙ্কন কর এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের অবদান লিখ।

মূল্যায়ন

ক. প্রশ্নগুলো উত্তর দাও

১. স্বাধীনতা ও ন্যায়তন্ত্র কী?
২. দেশপ্রেমের গুরুত্ব তুলে ধর।
৩. মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের ভূমিকা কী ধরনের ছিল তা বর্ণনা করতে বলবেন।
৪. একটি সভ্য জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই- উদ্ধৃতিসহ বুঝিয়ে দাও।
৫. আন্তর্জাতিকতা বলতে কী বোঝ? এর সঙ্গে দেশের শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক আছে কি?

বাড়ির কাজ

- মুক্তিযুদ্ধ ও স্বদেশপ্রেমের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি কর।
- আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

দ্বাদশ অধ্যায়

পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস

যার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে ভাষা বলা হয়। ভৌগোলিক ভিত্তিতে ভাষা নানা প্রকার হয়, যেমন– সংস্কৃত , পালি, বাংলা, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি। গৌতম বুদ্ধ পালি ভাষাতে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মবাণী ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে এবং পালি ভাষাতে লেখা। সুতরাং ত্রিপিটকের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে পালি শব্দের অর্থ, উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পালি শব্দের অর্থ পাঠ, সারি, পঙক্তি, বীথি বা শ্রেণি। পালি পাঠ সব সময় বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই যে ভাষায় বুদ্ধবাণী সংরক্ষিত হয়েছে, সেটাই পালি। বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রাবস্তী, জেতবন, পূর্বারাম, বেণুবন, নালন্দা প্রভৃতি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ আছে। এ বিহারগুলোতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারগুলোতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকসমাগম ও ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হত। এ বিহারগুলোতেই পালি ভাষার উৎপত্তি হয়। পালি ভাষার প্রাচীন নাম হচ্ছে মাগধী। বিশেষ করে উত্তর ভারতে প্রচলিত শব্দসম্ভারে পালি ভাষা পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। পালি প্রথমে কথ্যভাষা ছিল, পরে সাহিত্যিক ভাষায় রূপ নেয়।

ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে– প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। পালি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত। এর উৎপত্তি কাল খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৮০০ শতক। কেউ কেউ মনে করেন, মাগধী বা মাগধী নিরুত্তি থেকে পালি ভাষার উৎপত্তি। আবার কারো কারো মতে, পশ্চিম ভারত কিংবা পূর্ব ভারতই পালির উৎপত্তিস্থল। এসব অঞ্চলের ভাষা পালি ভাষার সাথে জড়িত। এক সময় উত্তর ভারত মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এ সময় পালি ভাষা বা মাগধী ভাষা সমস্ত উত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল।

পালি ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পালি সংস্কৃতের চেয়ে সহজ ও শ্রুতিমধুর। বুদ্ধের সময়ে এ ভাষা কথ্য ভাষা ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

করেন। তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক ভাষায় প্রথমে কথা বলতেন। পরে সবারই বোধগম্য একটি সহজ-সরল ভাষার সৃষ্টি হয়। এটাই পালি ভাষা। ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাথে সমন্বয় সাধনের ফলে এ ভাষা জনসাধারণের অনুধাবনের জন্য সহজতর হয়। বাংলা ভাষার সাথে পালি ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

পালি ভাষার অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা একচল্লিশ। তন্মধ্যে আটটি স্বরবর্ণ এবং তেত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ

যে সমস্ত বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাদেরকে স্বরবর্ণ বলে। পালিতে স্বরবর্ণ আটটি:

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও

তন্মধ্যে অ ই উ– এ তিনটি হ্রস্ব স্বর এবং আ ঈ ঊ এ ও – এ পাঁচটি দীর্ঘস্বর।

ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না, তাদেরকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। পালিতে ব্যঞ্জন বর্ণ তেত্রিশটি:

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব স
হ ল ং

তন্মধ্যে প্রথম পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ পাঁচ বর্গে বিভক্ত:

ক খ গ ঘ ঙ – এ পাঁচটি ক বর্গ
চ ছ জ ঝ ঞ – এ পাঁচটি চ বর্গ
ট ঠ ড ঢ ণ – এ পাঁচটি ট বর্গ
ত থ দ ধ ন – এ পাঁচটি ত বর্গ
প ফ ব ভ ম – এ পাঁচটি প বর্গ

বর্গের প্রথম অক্ষর অনুসারে বর্গের নামকরণ হয়।

ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না। বর্গসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলে। বর্গসমূহের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ – এদেরকে ঘোষ বর্ণ বলে।

ং (অং)– এ বর্ণটিকে নিগ্রহিত (নিগ্‌গহীত) বলে।

এছাড়া বর্ণের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্গকে অল্পপ্রাণ বলে।

বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বলা হয়।

অর্থাৎ অল্পপ্রাণ বলতে আস্তে এবং মহাপ্রাণ বলতে জোরে উচ্চারণ করতে হয়।

আবার উচ্চারণ স্থান হিসেবে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত বলা হয়।

যেমন– ক খ গ ঘ ঙ অ আ হ – এগুলো উচ্চারণ করলে কণ্ঠে আওয়াজ হয়।
তদ্রূপ–

চ ছ জ ঝ ঞ হ ই ঈ – কণ্ঠ্যবর্ণ
ণ ফ ব ভ ম উ ঊ – ওষ্ঠ্যবর্ণ
ট ঠ ড ঢ ণ র ল – মূর্ধাবর্ণ
ত থ দ ধ ন ল স – দন্ত্যবর্ণ

অক্ষর উচ্চারণের ক্ষেত্রে কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মূর্ধা এবং দন্ত কাজ করে।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় স্বরের সংখ্যা বেশি। কিন্তু পালি ৮টি স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তোমরা মনে রাখবে, বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ঋ, ঌ, ঐ, ঔ– এ চারটি অক্ষর পালি

ভাষায় নেই। আর ব্যঞ্জনবর্ণের শ, ষ, স –এ তিনটির মধ্যে শুধু 'স' –এর ব্যবহার আছে। ড়, ঢ় –এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। এছাড়া পালিতে র্ (রেফ), ঃ (বিসর্গ), ৎ (ঋ–ফলা) নেই।

এ সম্পর্কে তোমাদের পুরো ধারণা থাকলে পালি শব্দ গঠন সহজতর হবে। পালির সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক বেশি। কারণ, বাংলা ভাষার উৎপত্তি পালি ভাষা থেকেই। চর্যাপদের ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষার আদি।

তোমাদের সুবিধার জন্য নিচে পালি ও বাংলা শব্দের একই রূপের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

পালি	বাংলা
অঞ্জলি	অঞ্জলি
সঞ্চয়	সঞ্চয়
কণ্টক	কণ্টক
পণ্য	পণ্য
উত্তম	উত্তম
উত্তর	উত্তর
আহার	আহার
বুদ্ধি	বুদ্ধি
স্বাগত	স্বাগত
কুঠার	কুঠার
কোকিল	কোকিল
কল্যাণ	কল্যাণ

তোমাদের বর্তমান পাঠ্যপুস্তক 'বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের বন্দনা, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা, চতুর্থ অধ্যায়ের দশশীল পালিতে লেখা আছে। তোমরা লক্ষ্য করবে, পালি উদ্ধৃতির কোথাও ঋ, ৠ, ঌ, ঐ, ঔ, র্ (রেফ), ঃ (বিসর্গ) নেই।

সুতরাং দেখা যায়, ভাষার দিক দিয়ে পালির বেশ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পালির শব্দগত বৈশিষ্ট্য সহজে অনুমান করা যায়। শুধু ধাতুরূপ, শব্দরূপ, কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত পার্থক্য আছে। তবে অন্যান্য ভাষার চেয়ে অনেকটা সহজ।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও :

১. ভারতীয় আর্যভাষার কয়টি স্তর আছে?

ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২. পালি কোন আর্যভাষার অন্তর্গত?

ক. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ঘ. ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষা

৩. বুদ্ধের ধর্মবাণী কোথায় লিপিবদ্ধ আছে?

ক. গীতায় খ. বাইবেলে
গ. ত্রিপিটকে ঘ. বৈদিক শাস্ত্রে

৪. উত্তর ভারত কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

ক. মগধ খ. বিহার
গ. পাঞ্জাব ঘ. কোশল

৫. পালিতে স্বরবর্ণ কয়টি?

ক. ১১টি খ. ১০টি
গ. ৮টি ঘ. ৭টি

৬. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কোনটি?

ক. প্রাকৃত খ. অর্ধ মাগধী
গ. অপভ্রংশ ঘ. চর্যাপদ

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন ..... সংমিশ্রণ আছে।
২. যে ভাষায় বুদ্ধবাণী ..... হয়েছে, সেটাই পালি।
৩. এক সময় উত্তর ভারত ..... সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪. এ বিহারগুলোতে পালি ভাষার ..... হয়।
৫. পালি প্রথমে কথ্যভাষা ছিল, পরে ..... ভাষার রূপ নেয়।
৬. বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে ..... বলা হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. তাঁর প্রচারিত ধর্মবাণী	১. বাংলার সম্পর্ক পালির বেশি।
২. এ সমস্ত বিহারে বিভিন্ন	২. ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
৩. এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের চেয়ে	৩. এ পাঁচটি দীর্ঘস্বর।
৪. এসব অঞ্চলের ভাষা পালির সাথে	৪. স্বরের সংখ্যা বেশি।
৫. আ ঈ ঊ এ ও–	৫. ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে।
৬. সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায়	৬. জাতির সংমিশ্রণ আছে।
	৭. উচ্চারণে কোনো প্রভেদ নেই।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর কী কী?
২. প্রাচীন ভারতের চারটি বৌদ্ধ বিহারের নাম লেখ।
৩. পালি ভাষায় অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা কত?
৪. পালি স্বরবর্ণে কোন বর্ণগুলো ব্যবহার হয় না?
৫. অল্পপ্রাণ বলতে কী বোঝ?
৬. পালিতে ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পালি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে লেখ।
২. পালি বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৩. পালিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি ও কী কী?
৪. প্রথম পঁচিশটি পালি বর্ণের পাঁচটি বিভক্তকরণ দেখাও।
৫. পালি ও বাংলা শব্দের একই রূপের বারোটি শব্দের একটি তালিকা তৈরি কর।
৬. পালি বর্ণমালা সম্পর্কে একটি ধারণা দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস

অর্জন–উপযোগী যোগ্যতা

১২.১ পালি বর্ণমালা সম্পর্ক বলতে পারবে।
১২.২ পালি শব্দের সাধারণ অর্থ বলতে পারবে।
১২.৩ পালি ভাষার উৎস বলতে পারবে।
১২.৪ পালি বর্ণের সাহায্যে শব্দ গঠন করতে পারবে।
১২.৫ কয়েকটি পালি ও বাংলা শব্দের মিল খুঁজে বের করতে পারবে।
১২.৬ পালি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিখনফল

১২.১.১ পালি বর্ণমালা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১২.১.২ পালি বর্ণমালা কয়টি ধারণা লাভ করতে পারবে।
১২.২.১ পালি শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
১২.৩.১ পালি ভাষার উৎস বলতে পারবে।
১২.৪.১ পালি বর্ণমালা ব্যবহার করে পালি শব্দ গঠন করতে পারবে।
১২.৪.২ পালি বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
১২.৫.১ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১২.৫২ পালি ও বাংলা শব্দের মিল খুঁজে বের করতে পারবে।
১২.৬.১ পালি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৫

পাঠ : ০১ পৃষ্ঠা : ১০৪

বিষয়বস্তু : 'যার সাহায্যে মানুষ ..... ভাষায় রূপ নেয়।'

শিখনফল

১২.১.১ পালি বর্ণমালা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১২.২.১ পালি শব্দের অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণ : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্য।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। মনে

রাখতে হবে, শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য পালি বর্ণমালা ও ভাষার উৎস অধ্যায়টি বলতে গেলে কঠিন।

- তাদের বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা থাকলেও উৎস সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন -
- বাংলায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
- কেউ কেউ উত্তর দিতে পারলেও অনেকে দিতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উত্তর বলে দিয়ে ভাষাজ্ঞান লাভে তাদের উৎসাহিত করবেন।
- ভাষা বলতে কী বোঝায় এবং বাংলা ভাষা কাকে বলে–এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবেন।
- পালি শব্দের অর্থ কী তাও বলে দেবেন। তারপর মূল পাঠ আরম্ভ করবেন।
- পালি ভাষায় বৌদ্ধদের ধমগ্রন্থ লিপিবদ্ধ ভাষা বলে দেবেন।
- পালি ভাষার প্রাচীন নাম–এ কথা তাদেরকে জ্ঞাত করবেন।
- তারপর মূল পাঠটি শিক্ষক পড়ে শোনাবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে মনোযোগী হতে বলবেন।
- পরে ১/৩ জন্য শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে বলবেন।
- পাঠটি আয়ত্ত করেছে কি না তা যাচাই করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আদায় করে নেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- পালি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে চার্ট তৈরি কর।(দু'জন পারা শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলুন)

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. ভাষা কাকে বলে?
২. পালি শব্দের অর্থ কী?
৩. বুদ্ধ কোন ভাষায় ধর্মোপদেশ দিতেন?
৪. বুদ্ধ কোন ভাষায় ধর্মোপদেশ দিতেন?

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৫

বিষয়বস্তু : 'ভারতীয় ভাষার তিনটি ..... আর একটি বৈশিষ্ট্য।'

উপকরণ : পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

শিখনফল

১২.৩.১ পালি ভাষার উৎস বলতে পারবে।
১২.৪.২ পালি বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক পূর্বপাঠ যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন-

- পালি শব্দের অর্থ কী?

- যারা উত্তর দিতে পারে তাদের প্রশংসা করবেন। আর যারা দিতে পারবে না, তাদের উত্তর পুনরায় বলে দিবেন।
- তারপর বর্তমান পাঠটি সবাইর সম্মুখে একবার পড়ে শোনাবেন।
- পাঠের মাঝখানে উত্তর ভারতই যে পালি ভষার উৎপত্তিস্থল –এ কথা বলে দেবেন।
- পালি ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে সহজ ও শ্রুতিমধুর,তা সংস্কৃত ও পালি শব্দের নমুনা দিয়ে উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এ প্রসঙ্গে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য তুলে ধরবেন।
- বাংলার সাথে পালি ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করবেন।
- এ ক্ষেত্রে চর্যাপদ থেকে উদাহরণ দিতে পারলে আরো ভালো হয়।

পরিকল্পিত কাজ

- ১০ টি পালি শব্দ বল ও লিখ।
- সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় দুইটি বাক্য লিখ।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. বুদ্ধের সময়ে কোন ভাষা প্রচলিত ছিল?
২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্বর কয়টি ও কী কী?
৩. পালি ভাষার অপর নাম কী?

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা : ১০৫-১০৬

বিষয়বস্তু : পালি ভাষার অক্ষর বা বর্ণের ..... এ পাঁচটি প বর্গ।

শিখনফল

১২.১.২ পালি বর্ণমালা কয়টি ধারণা লাভ করতে পারেবে।
১২.৫.১ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : ব্ল্যাক বোর্ডে পালি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা পর্যবেক্ষণ।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক পালি ভাষার অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা বলে দেবেন।
- পাঠ্যবই থেকে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণগত পার্থক্যের নিদের্শনা দেবেন।
- স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয় না এটা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দেবেন। যেমন- খ+অ, ঘ+অ, ছ+অ, ঘ+অ, প্রভৃতি।
- এ প্রসঙ্গে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের পার্থক্য উচ্চারণের মাধ্যমে পরিস্ফুট করবেন। ক, চ, ট, ত, প বর্গ কোনগুলো তা শনাক্ত করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ

পালি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের একটি তালিকা প্রত্যেকে বাড়ি থেকে লিখে আনতে হবে।

মূল্যায়ন

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. পালিতে স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী?
২. পালি ব্যঞ্জনবর্ণের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
৩. পালি পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ কয় ভাগে বিভক্ত? অক্ষর অনুসারে সাজাও।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা : ১০৬-১০৭

বিষয়বস্তু : ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া .....বাংলা ভাষার আদি।

শিখনফল

১২.৪.১ পালি বর্ণমালা ব্যবহার করে পালি শব্দ গঠন করতে পারবে।

উপকরণ : অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ শব্দের একটি তালিকা ব্ল্যাক বোর্ডে প্রদর্শন।

শিখন–শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলবেন।
- গত পাঠে আমরা পালি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষর পরিচিতি সম্পর্কে শিখেছি।
- এবার উচ্চারণগত পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- মনে রাখবে, বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ঋ, ঌ, ঐ ঔ –এ চারটি অক্ষর পালিতে নেই। ফলে সহজবোধ্য শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন- ঔষধ-্ওষধ।
- অনুরূপভাবে শ, ষ, স - এ তিনটির মধ্যে শ, ষ পালিতে নেই< শুধু 'স' আছে। এছাড়া ড়, ঢ়, র্ (রেফ), ঃ (বিসর্গ), ং (ঋ-ফলহ) নেই।
- তোমরা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায় বন্দনা, তৃতীয় অধ্যায় প্রদীপ পূজা, ধূপ পূজা, চতুর্থ অধ্যায় দশশীল পুনরায় পাঠ করলে দেখতে পারেন কোথাও বাংলা কিংবা সংস্কৃতের এ অক্ষরগুলো নেই।
- এক্ষেত্রে পঠন-পাঠন, উচ্চারণ, শব্দগঠন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।
- শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে এ সমস্যা সমাধান দেবেন।
- এতে শিক্ষার্থীরা পালি শব্দ গঠনে আগ্রহী হবে।
- শিক্ষক নিচের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর যাচাই করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পর্যবেক্ষণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- কয়েকটি পালি শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. পালি স্বরবর্ণে সংস্কৃত বা বাংলার কোন বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয় না ?

২. পালিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের যে অক্ষরগুলো নেই , তার একটি তালিকা তৈরি কর।
৩. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বলতে কী বোঝ?

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা : ১০৭

বিষয়বস্তু : 'তোমাদের সুবিধার জন্য ..... অনেকটা সহজ।'

উপকরণ : পালি ও বাংলা একই রূপে একটি তালিকা বোর্ডে প্রদর্শন।

শিখনফল

১২.৫.২ পালি ও বাংলা শব্দের মিল খুঁজে পাবে।
১২.৬.১ পালি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পূর্ব পাঠ যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করবেন :
- বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের কোন কোন অক্ষরগুলো পালিতে নেই?
- কেউ কেউ বলতে পারলেও সব অক্ষর ক্রমানুসারে বলতে অনেকে পারবে না।
- এ ক্ষেত্রে শিক্ষক, অক্ষরগুলো ক্রমানুসারে সাজিয়ে আবার বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদেরও খাতায় লিখতে বলবেন।
- পালি ও বাংলা শব্দে একই রূপের কয়েকটি নমুনা দেবেন। যেমন, আহার-আহার, কোকিল-কোকিল, কল্যাণ-কল্যাণ ইত্যাদি।
- পালির শব্দগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবেন।
- ধাতুরূপ, শব্দরূপ ও বর্ণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত পার্থক্যের কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারলে আরো ভালো।

পরিকল্পিত কাজ

- পালি বর্ণমালার একটি কর্মপত্র তৈরি কর।

মূল্যায়ন

ক. সংক্ষেপে উত্তর দাও
১. পালি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।
২. পালি ও বাংলা শব্দের একই রূপের পাঁচটি উদাহরণ দাও
৩. পালি বর্ণমালা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বাড়ির কাজ

- পালি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ খাতায় লিখ ?

সমাপ্ত